Aladdin
আলাদিন
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Aladdin
Tel: 718-784-2554

শুভেচ্ছা

বাংলা পত্রিকা ২৯ বর্ষে পদার্পণ করায় আমাদের সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। -সম্পাদক

সফলতার ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯এ পদার্পণ বাংলা পত্রিকা

বর্ষপূর্তী বিশেষ সংখ্যা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ২৯ সংখ্যা ০১ সোমবার আশ্বিন ০৮ ১৪৩১ / রবিউল আউয়াল ২০, ১৪৪৬ / Vol. 29 / Issue 01 / September 23, 2024 USA. Free in NY, Other State $1

জাতিসংঘে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ড. ইউনুস

নতুন পরিচয়ে বাংলাদেশ

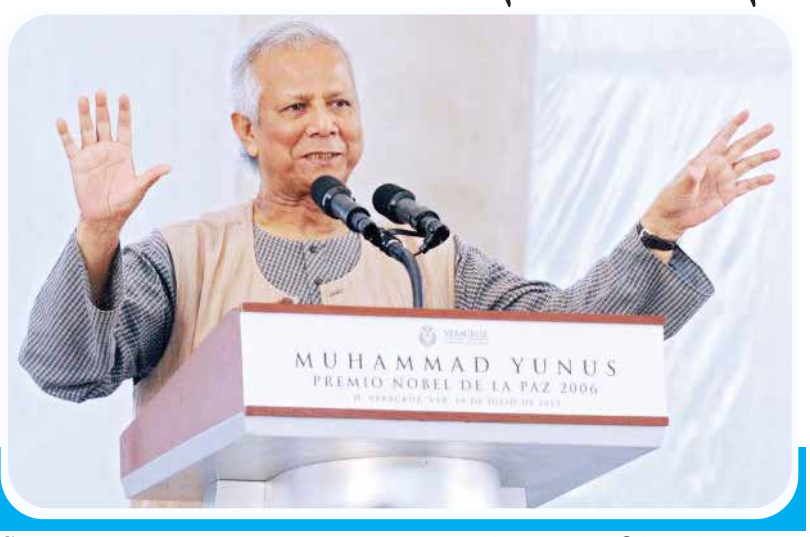

সালাহউদ্দিন আহমেদ: জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনে বিশ্ব নেতাদের সাথে এবারই প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এক মঞ্চে থাকছেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের প্রধান নোবেল বিজয়ী ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের এবারের জাতিসংঘ সফর দেশী-বিদেশী সকল মহলেই বিশেষ আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। কারণ এর আগে তিনি অনেকবার যুক্তরাষ্ট্র আর জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিলেও পরিবর্তিত বাংলাদেশে নতুন পরিচয়ে এবার জাতিসংঘে এসেছেন তিনি। বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ দিবেন তিনি।

২৭ সেপ্টেম্বরের ভাষণে ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তক নোবেলজয়ী অন্তবর্তী সরকারের প্রধান ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস নতুন বাংলাদেশের নতুন দিনের স্বপ্ন তুলে ধরবেন বিশ্ববাসীর কাছে।

তাই বিশ্বখ্যাত মুহাম্মদ ইউনূসের এবারের জাতিসংঘ সফর দেশী-বিদেশী সকল মহলেই বিশেষ আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ সফর হিসেবেও দেখছেন দেশ-বিদেশের রাজনীতির বিশ্লেষকগণ। সামাজিক ব্যবসা সম্প্রসারণে যার বক্তব্য শোনার জন্য বিশ্বের বড় বড় দেশের নেতারা প্রতীক্ষা *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

হাসিনা সরকারের টার্গেটে পরিণত হয়েছিলো টাইম টেলিভিশন

অনিয়ম, দুর্নীতি আর ভিন্ন মতের খবর প্রকাশের কারণে

বিশেষ প্রতিনিধি: অনিয়ম, দুর্নীতি আর ভিন্ন মতের খবর প্রকাশের কারণে ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানে পদত্যাগী শেখ হাসিনা সরকারের টার্গেটে পরিণত হয়েছিলো নিউইয়র্ক তথা দেশে-বিদেশের জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশন। টাইম টেলিভিশনের কন্ঠস্বর রুদ্ধে মিথ্যা ট্যাগ, অপপ্রচার, প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধের পাশাপাশি কালো তালিকাভুক্ত করেছিলো হাসিনা সরকার।

মূলত: ২০১৮ সালের বাংলাদেশের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের ছেলে তমাল মনসুরের 'মিলিয়ন ডলারের' সম্পদে উৎস কি' শিরোনামে ছয় বছর আগে সংবাদ প্রকাশ করেছিলো নিউইয়র্কের জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল টাইম টেলিভিশন। যেখানে দেখানো হয়েছিলো নিউইয়র্ক সিটিতে তার একাধিক মিলিয়ন ডলারের বাড়ির চিত্র। একই বছরে দেশত্যাগে বাধ্য হওয়া বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার এক্সক্লুসিভ সাক্ষাতকার প্রচার করে, টাইম টেলিভিশন। যেখানে এসকে সিনহা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন কিভাবে এবং কেনো দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। সাবেক ক্ষমতাসীন সরকারের চাপে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ হলেও *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্কে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। গত ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার টম ডনিলন বলেছেন, নিউইয়র্কে আপাতত নির্দিষ্ট কোন হুমকি নেই। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনকে ঘিরে এর আশপাশের বহু সড়ক বন্ধ থাকবে জানিয়ে সাধারণ মানুষকে গণপরিবহন ব্যবহারের পরামর্শ দেন টম। নিরাপত্তা নিশ্চিতে সড়কের পাশাপাশি আকাশপথেও থাকবে বাড়তি নজরদারি। *(বাকি অংশ ১০ এর পাতায়)*

দেখা হচ্ছে না মোদির সাথে, তবে বাংলাদেশ-ভারত বৈঠক হবে

ড. ইউনূস-জো বাইডেন বৈঠক মঙ্গলবার

ড. মুহাম্মদ ইউনূস জো বাইডেন

বিশেষ প্রতিনিধি: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে যোগ দিতে সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক আসছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের পতন ও দেশত্যাগের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের এটাই প্রথম বিদেশ সফর। পেশাদার কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রতি-বিপ্লবের অপচেষ্টা রোধসহ অভ্যন্তরীণ নানা চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে আপদকালীন সরকার। সেই সময়ে প্রধান উপদেষ্টার জাতিসংঘ অধিবেশন তথা বিশ্ব নেতাদের মিলনমেলায় অংশগ্রহণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও দফায় দফায় শিডিউল পরিবর্তন করার কারণে সফরটি হচ্ছে কি-না? তা নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু না, দায়িত্বশীল কূটনৈতিক সূত্র এটা নিশ্চিত করেছে যে, একটি ছোট্ট ডেলিগেশন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে নিউইয়র্ক আসছেন।

কূটনৈতিক সূত্রে জানাগেছে, ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

ট্রাম্পের নিরাপত্তায় বিল পাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জনসভায় হত্যাচেষ্টার ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যর্থতা ঘটেছে বলে স্বীকার করেছে সিক্রেট সার্ভিস। গত ২০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সিক্রেট সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক রোনাল্ড রো বলেন, নিরাপত্তা ব্যর্থতার ঘটনায় দুর্বল পরিকল্পনা এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংস্থাটির এক অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে এসেছে।

আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জনসভায় হত্যাচেষ্টার ঘটনায় যোগাযোগ ও সার্বিক প্রয়াসে উদ্যমের ঘাটতি ছিল বলে জানিয়েছে সিক্রেট সার্ভিস। সংস্থাটির এক তদন্তে এমন তথ্য উঠে এসেছে। সিক্রেট সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত *(বাকি অংশ ২১ এর পাতায়)*

ড. ইউনূনের নিউইয়র্ক আগমণ

জেএফকেতে বিএনপি-আ'লীগের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: জাতিসংঘের ৭৯তম অধিবেশনে যোগ দিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে নোবেল লরিয়েট প্রফসর ড. মুহাম্মদ ইউনূনের নিউইয়র্ক আগমণ ঘিরে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও আওয়ামী লীগ। সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে ১০টার দিকে জেএফকে আন্তর্জাতিক *(বাকি অংশ ৪৪ এর পাতায়)*

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

APOLLO
INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৮৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাধিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

বাংলাদেশ অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দূর্লভ ছবি

Dr. Yunus receiving 'Presidential Medal of Freedom' from US President Barak Obama. The White House August 2009

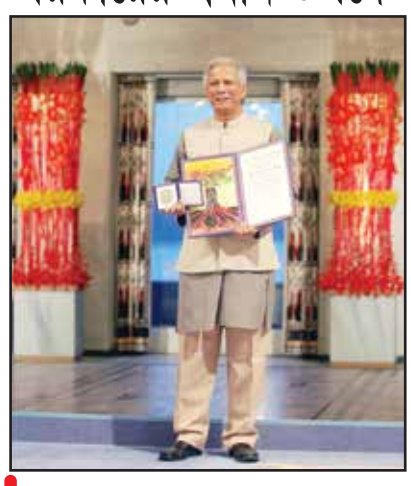

Dr. Yunus received Nobel Peace Prize, Oslo, 10 December 2006

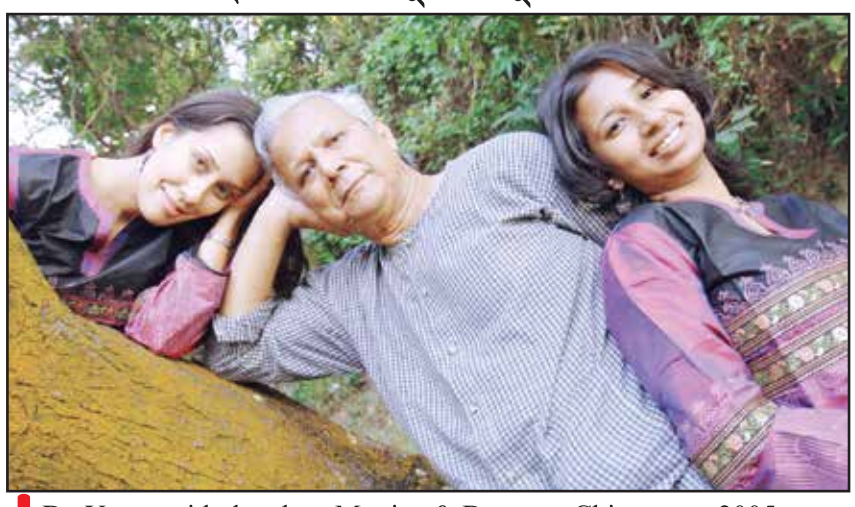

Dr. Yunus with daughter Monica & Deena at Chittagong, 2005

Dr. Yunus with Grameen Bank borrowers at Manikganj, 2009

Photo Credit
Nasir Ali Mamun

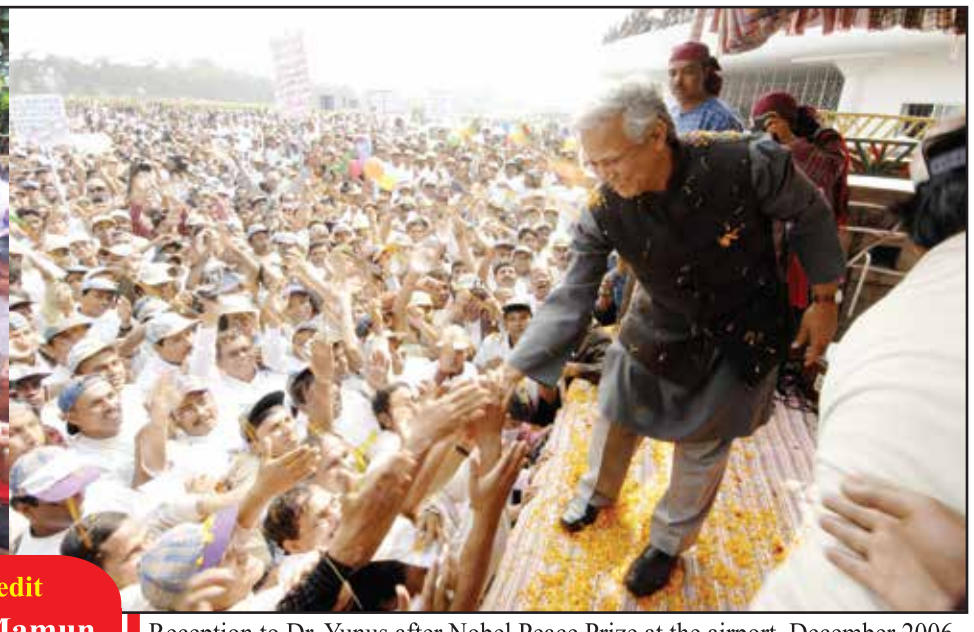

Reception to Dr. Yunus after Nobel Peace Prize at the airport. December 2006

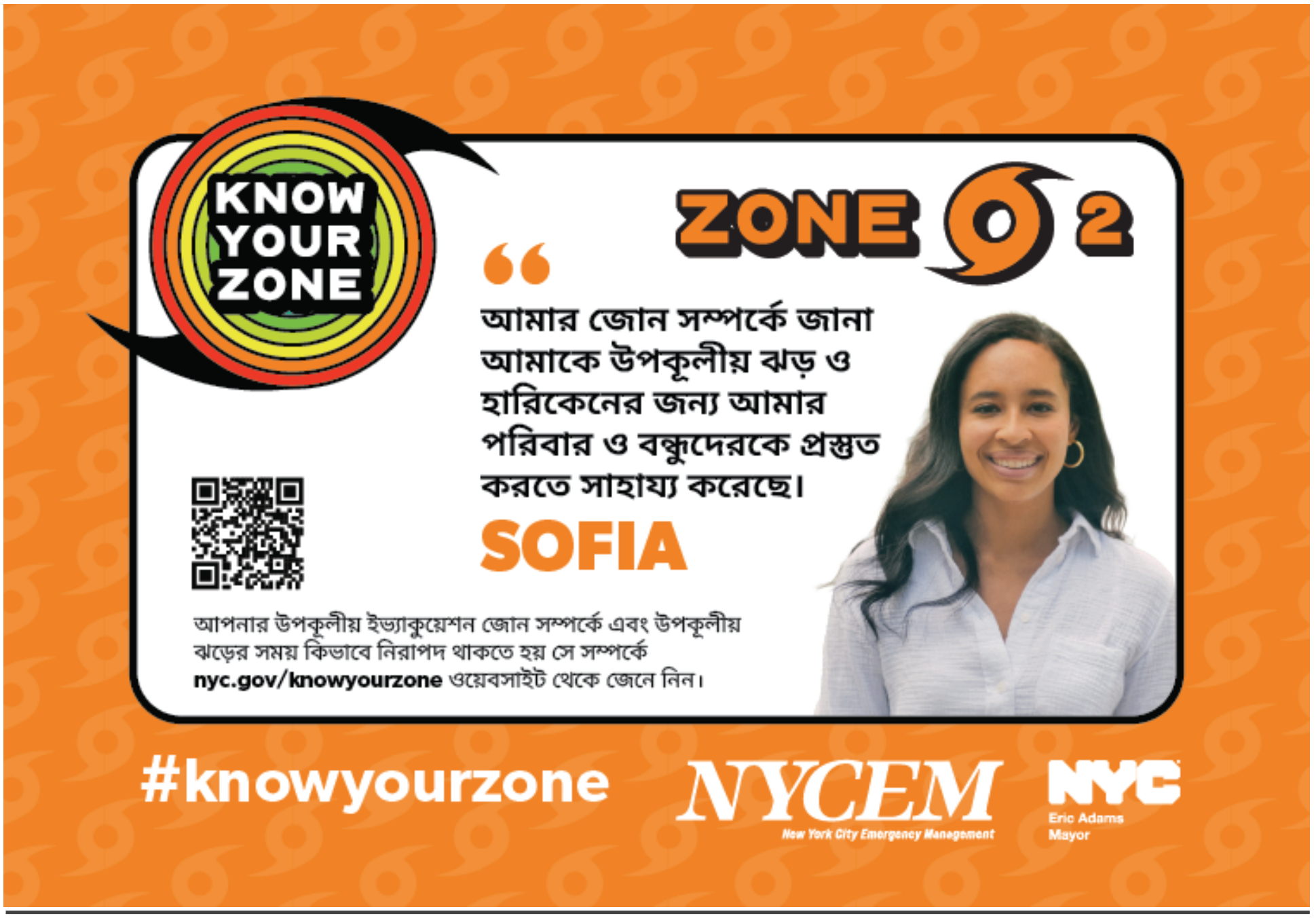

কনস্যুলেটের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে

প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরামের ১৩ দফা দাবি পেশ

বিশেষ প্রতিনিধিঃ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে প্রবাসীদের পক্ষে ১৩ দফা দাবি পেশ করেছে প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরাম। এসব দাবি সম্বলিত একটি আবেদন বুধবার (১৮ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্ক কনস্যুলেটের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বুধবার বিকেলে প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরামের আহ্বায়ক ফখরুল আলমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেটে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদার কাছে ১৩ দফা দাবি সম্বলিত আবেদন হস্তান্তর করেন। প্রতিনিধি দলে আরো ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরামের সদস্য ড. মহসীন আর পাটোয়ারী, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার শাহজাহান শেখ ও আহসান হাবীব, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কাজী আজহারুল হক মিলন, শামীম আহমেদ, এমএইচ মতিন প্রমুখ।

এসময় কনস্যুলেট জেনারেলের ডেপুটি কন্সাল জেনারেল এস এন নাজমুল হাসান, কাউন্সেলর ও হেড অব চ্যান্সেরি ইসরাত জাহান উপস্থিত ছিলেন।

কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছেন। প্রবাসীদের ১৩ দফা দাবি সম্বলিত আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ও প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা বরাবর শিগগিরই প্রেরণ করা হবে। ফখরুল আলম অন্তর্বর্তী সরকার বরাবর তাদের ১৩ দফা দাবি সম্বলিত আবেদন গ্রহণ করার জন্য কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমরা আশাবাদী এ সরকার প্রবাসীদের দাবিসমূহ পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে প্রবাসীদের ১৩ দফা দাবির মধ্যে রয়েছেঃ ১. জাতীয় সংসদে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রবাসীদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। ২. নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমানের সরাসরি ফ্লাইট চালু। ৩. নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র (ন্যাশনাল আইডি কার্ড) চালু করা, যা ইতিমধ্যে ব্রিটেনে চালু হয়েছে। ৪. নিউইয়র্কসহ সারা বিশ্বের বাংলাদেশ কনস্যুলেট ও দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোট প্রদান করার ব্যবস্থা করা। ৫. দেশের ভূমিদস্যুদের হাত থেকে প্রবাসীদের রক্ষা, বিশেষ করে চুক্তি মোতাবেক ক্রয় করা জমি, প্লট, অ্যাপার্টমেন্ট সহজে সংশ্লিষ্ট প্রবাসীর কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ৬. ঢাকাস্থ হজরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধ করা। ৭. দ্বৈত নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা। ৮. বাংলাদেশের অফিস- *(বাকি অংশ ১২ এর পাতার পর)*

সফলতার ২৮ বছর
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

সফল হোক

ড. ইউনূসের জাতিসংঘ সফর

জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিউইয়র্ক আসছেন ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার রক্তাক্ত গণ অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে শেখ হাসিনার স্বৈরশাসনের পতন ও দেশ ত্যাগের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসের এটাই প্রথম বিদেশ সফর এবং সরকার প্রধান হিসেবে জাতিসংঘের অধিবেশে প্রথম যোগদান।

“ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার মূল ভাষণে বিগত দুই মাসে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া অভাবনীয় গণঅভ্যুত্থানের বিবরণ ও আগামী দিনে জনভিত্তিক, কল্যাণমুখী ও জনস্বার্থে নিবেদিত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় বিশ্বদরবারে তুলে ধরবেন। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব, জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বব্যাপী সংঘাত, রোহিঙ্গা সংকট, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিকূলতা, উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে সম্পদ পাচার প্রতিরোধ, নিরাপদ অভিবাসন, অভিবাসীদের মৌলিক পরিষেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তির টেকসই হস্তান্তর এবং ফিলিস্তিন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ স্থান পাবে”

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের এটাই প্রথম বিদেশ সফর এবং সরকার প্রধান হিসেবে জাতিসংঘের অধিবেশে প্রথম যোগদান।

অতীতের সরকার প্রধানদের মতো বিশাল ডেলিগেট নয়, ৭ সদস্যের প্রতিনিধিদল সহ ছোট্ট ডেলিগেশন নিয়ে সরকার প্রধান ড. ইউনূস জাতিসংঘে আসছেন। তার সফরসঙ্গী পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব রিয়াজ হামিদুল্লাহ সহ নিরাপত্তা টিম, মিডিয়া প্রতিনিধি, প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর এবং পররাষ্ট্র ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অপরিহার্য কর্মকর্তা মিলে ডেলিগেশন হবে মোট ৫৭ সদস্যের।

ছাত্র-জনতার গণ অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রধান হিসেবে নোবেল লরিয়েট ড. ইউনূসের এবার অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ সফল হিসেবে দেখছেন দেশ-বিদেশের রাজনীতির বিশ্লেষকগণ। অধিবেশণে ড. ইউনূস তুলে ধরবেন দেশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের গৌরবগাথা। শ্রদ্ধা জানাবেন অভ্যুত্থানে নিহত সকল শহীদের প্রতি। প্রধান উপদেষ্টা তিন দিন নিউইয়র্কে অবস্থান করবেন এবং ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন এবং ঐদিন-ই তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করবেন।

অগাম খবরে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিউইয়র্ক আসার পরদিন মঙ্গলবার জাতিসংঘ ভবনে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে ড. ইউনূসের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়াও আরো কয়েকটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধান এবং জাতিসংঘ মহাসচিব গুতেরাস সহ বিশ্ব নেতৃন্দের সাথে ড. ইউনূসের বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।

জাতিসংঘের অধিবেশনে ড. মুহাম্মদ ইউনূস তার মূল ভাষণে বিগত দুই মাসে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া অভাবনীয় গণঅভ্যুত্থানের বিবরণ ও আগামী দিনে জনভিত্তিক, কল্যাণমুখী ও জনস্বার্থে নিবেদিত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় বিশ্বদরবারে তুলে ধরবেন। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব, জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বিশ্বব্যাপী সংঘাত, রোহিঙ্গা সংকট, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতিকূলতা, উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে সম্পদ পাচার প্রতিরোধ, নিরাপদ অভিবাসন, অভিবাসীদের মৌলিক পরিষেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রযুক্তির টেকসই হস্তান্তর এবং ফিলিস্তিন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ স্থান পাবে বলে জানা গেছে। আমরা ড. ইউনূসের জাতিসংঘ সফলের সফলতা কামনা করছি।

সফলতার ২৮ বছর
বাংলা পত্রিকা
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মুখপাত্র সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লেখুন ও আপনার ব্যবসার প্রসারে বিজ্ঞাপন দিন
এ ছাড়াও দেশ ও প্রবাসে সর্বশেষ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পেতে চোখ রাখুন আমাদের অনলাইন এবং ফেসবুক পেইজে
www.banglapatrikausa.com
Gmail banglapatrikausa@gmail.com

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

(জন্ম: ২৮ জুন, ১৯৪০)

একজন সামাজিক উদ্যোক্তা, সমাজসেবক ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী। তিনি ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্রবিত্ত ধারণার প্রেরণার জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম এবং ২০১০ সালে, কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেলসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি সেই সাতজন ব্যক্তির একজন যারা নোবেল শান্তি পুরস্কার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম এবং যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল পেয়েছেন।

২০১২ সালে, তিনি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হন এবং ২০১৮ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তার অর্থকর্ম সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করেছিলেন। তিনি গ্রামীণ আমেরিকা এবং গ্রামীণ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বোর্ড সদস্য, যা ক্ষুদ্রঋণকে সহায়তা করে থাকে। তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদেও দায়িত্ব পালন করেন। ২০২২ সালে তিনি উন্নয়ন আন্দোলনের জন্য ইস্পোর্টস তৈরি করতে গ্লোবাল ইস্পোর্টস ফেডারেশনের সাথে অংশীদারিত্ব করেছিলেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট অসহযোগ আন্দোলন এর ফলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেন এবং ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করার পরে শিক্ষার্থীদের দাবির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি ইউনূসকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসাবে দেখা শ্রম কোড লঙ্ঘনের অভিযোগে পরের দিন আপিলে তার খালাস তাকে দেশে ফিরে আসতে এবং নিয়োগকে সহজতর করেছিল। তিনি ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পরিবার এবং শৈশব

মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৪০ সালের ২৮ জুন ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রেসিডেন্সির (বর্তমান বাংলাদেশ) চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার শিকারপুর ইউনিয়নের বাথুয়া গ্রামে একটি বাঙালী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তাঁর পিতা হাজী দুলা মিয়া সওদাগর ছিলেন একজন জহুরি এবং তাঁর মাতা সুফিয়া খাতুন। তার শৈশব কাটে গ্রামে। ১৯৪৪ সালে তার পরিবার চট্টগ্রাম শহরে চলে আসে এবং তিনি তার গ্রামের স্কুল থেকে লামাবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলে যান। ১৯৪৯ সালের দিকে তার মা মানসিক অসুস্থতায় ভুগতে শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ৩৯ হাজার ছাত্রের মধ্যে ১৬তম স্থান অধিকার করেন।

বিদ্যালয় জীবনে তিনি একজন সক্রিয় বয় স্কাউট ছিলেন এবং ১৯৫২ সালে পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারত এবং ১৯৫৫ সালে কানাডায় জাম্বোরিতে অংশগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল শেষে যখন ইউনূস চট্টগ্রাম কলেজে পড়াশোনা করছিলেন, তখন তিনি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হন এবং নাটকের জন্য পুরস্কার জিতেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬০ সালে বিএ এবং ১৯৬১ সালে এমএ সম্পন্ন করেন।

স্নাতকের পর

স্নাতক শেষ করার পর তিনি নুরুল ইসলাম এবং রেহমান সোবহানের অর্থনৈতিক গবেষণায় গবেষণা সহকারী হিসেবে অর্থনীতি ব্যুরোতে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পান। একই সময়ে তিনি পাশাপাশি একটি লাভজনক প্যাকেজিং কারখানা স্থাপন করেন। ১৯৬৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনার জন্য ফুলব্রাইট স্কলারশিপ লাভ করেন। ১৯৭১ সালে ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (এচউউ) থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত, ইউনূস মার্ফ্রিসবোরোতে মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি একটি নাগরিক কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যান্য বাংলাদেশীদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমর্থন সংগ্রহ করতে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার পরিচালনা করেন। তিনি ন্যাশভিলের তার বাড়ি থেকে ‘বাংলাদেশ নিউজলেটারও’ প্রকাশ করতেন। যুদ্ধ শেষ হলে তিনি বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে সরকারের পরিকল্পনা কমিশনে নিযুক্ত হন। তবে কাজটি তার কাছে একঘেয়ে লাগায় তিনি সেখানে ইস্তফা দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন।

ইউনূস দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম শুরু করেন ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের সময়। তিনি বুঝতে পারেন স্বল্প পরিমাণে ঋণ দরিদ্র মানুষের জীবন মান উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকরী হতে পারে। সেই সময়ে তিনি গবেষণার লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রকল্প চালু করেন। ১৯৭৪ সালে মুহাম্মদ ইউনুস তেভাগা খামার প্রতিষ্ঠা করেন যা সরকার প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় অধিগ্রহণ করে। প্রকল্পটিকে আরও কার্যকর করতে ইউনুস এবং তার সহযোগীরা ‘গ্রাম সরকার’ কর্মসূচি প্রস্তাব করেন। যেটি ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তন করেন। এই কর্মসূচির অধীনে সরকার ২০০৩ সালে ৪০,৩৯২টি গ্রাম সরকার গঠিত হয়, যা চতুর্থ স্তরের সরকার হিসাবে কাজ করত। তবে ২০০৫ সালের ২ আগস্ট বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) কর্তৃক দায়ের করা একটি পিটিশনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গ্রাম সরকারকে অবৈধ এবং অসাংবিধানিক ঘোষণা করে।

বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে উদ্ভাবকদের সহায়তার জন্য ইউনূসের ক্ষুদ্রঋণ ধারণা ‘ইনফো লেডি সোশ্যাল এন্টারপ্রেনারশিপ’ প্রোগ্রামের মতো কর্মসূচিকে অনুপ্রাণিত করে।

প্রাথমিক কর্মজীবন

১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি জোবরা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় ইউনুস আবিষ্কার করেন যে খুব ছোট ঋণ দরিদ্র মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করতে পারে। গ্রামের মহিলারা যারা বাঁশের আসবাব তৈরি করতেন, তাদের বাঁশ কিনতে উচ্চ সুদে ঋণ নিতে হতো এবং তাদের লাভ ঋণদাতাদেরকে দিতে হতো। প্রথাগত ব্যাংকগুলো দরিদ্রদেরকে উচ্চ ঋণখেলাপির ঝুঁকির কারণে যুক্তিসঙ্গত সুদে ছোট ঋণ দিতে চায়নি। কিন্তু ইউনূস বিশ্বাস করতেন যে, সুযোগ পেলে দরিদ্ররা উচ্চ সুদ পরিশোধ করতে হবে না, তাদের নিজেদের পরিশ্রমের লাভ রাখতে পারবে, সেজন্য ক্ষুদ্রঋণ একটি কার্যকর ব্যবসায়িক মডেল হতে পারে। ইউনূস তার নিজের টাকা থেকে গ্রামের ৪২ জন মহিলাকে ৮৫৬ টাকা ঋণ দেন, যারা প্রতি ঋণে ০.৫০ টাকা (০.০২ ইউএস ডলার) লাভ করেন। যেজন্য ইউনুসকে ক্ষুদ্রঋণের ধারণার জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়।

জোবরা গ্রামের দরিদ্রদের ঋণ দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে ইউনুস সরকারি জনতা ব্যাংক থেকে একটি ঋণ পান। প্রতিষ্ঠানটি তার প্রকল্পের জন্য অন্যান্য ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৮২ সাল নাগাদ এর সদস্য ছিল ২৮,০০০ জন। ১৯৮৩ সালের ১ অক্টোবর, এই পাইলট প্রকল্পটি দরিদ্র বাংলাদেশীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংক হিসাবে কাজ শুরু করে এবং এর নামকরণ করা হয় গ্রামীণ ব্যাংক (‘ভিলেজ ব্যাংক’)। জুলাই ২০০৭ নাগাদ গ্রামীণ ব্যাংক ৭.৪ মিলিয়ন ঋণগ্রহীতাদের জন্য ৬.৩৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার ইস্যু করেছিল। ‘সলিডারিটি গ্রুপ’ নামক একটি সিস্টেম ব্যবহার করে ব্যাংকটি ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করে। এই ক্ষুদ্র অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠীগুলি একসঙ্গে ঋণের জন্য আবেদন করে এবং এর সদস্যরা ঋণ পরিশোধের সহ-জামিনদার হিসেবে কাজ করে এবং অর্থনৈতিক স্ব-উন্নয়নে একে অপরের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

১৯৮০ সালের শেষের দিকে, গ্রামীণ ব্যাংক অব্যবহৃত মাছ ধরার পুকুর সংস্কার এবং গভীর নলকূপ স্থাপনের মতো বিষয় নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। ১৯৮৯ সালে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকল্পগুলো পৃথক সংস্থায় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। মৎস্য প্রকল্প গ্রামীণ মৎস্য (‘গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন’) এবং সেচ প্রকল্পটি গ্রামীণ কৃষি (‘গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন’) হয়ে ওঠে। সময়ের সাথে সাথে গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগটি গ্রামীণ ট্রাস্ট এবং গ্রামীণ তহবিলের মতো বড় প্রকল্পগুলি সহ লাভজনক এবং অলাভজনক উদ্যোগের একটি বহুমুখী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যা গ্রামীণ সফটওয়্যার লিমিটেড, গ্রামীণ সাইবারনেট লিমিটেড, এবং গ্রামীণ নিটওয়্যার লিমিটেডের মতো ইকুইটি প্রকল্পগুলি চালায়, পাশাপাশি গ্রামীণ টেলিকম, যার একটি অংশীদারিত্ব রয়েছে গ্রামীণফোনে (জিপি), বাংলাদেশের বৃহত্তম বেসরকারী ফোন কোম্পানি। মার্চ ১৯৯৭ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত জিপি’র ভিলেজ ফোন (পল্লী ফোন) প্রকল্পটি ৫০,০০০-এরও বেশি গ্রামে ২৬০,০০০ গ্রামীণ দরিদ্রদের কাছে সেল-ফোনের মালিকানা নিয়ে এসেছিল।

গ্রামীণের সাথে তার কাজের জন্য, ইউনূসকে ২০০১ সালে পাবলিক গ্লোবাল একাডেমী সদস্যের জন্য একজন অশোক: উদ্ভাবক হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছিল। গ্রামীণ সোশ্যাল বিজনেস মডেল বইটিতে, এর লেখক রাশিদুল বারী বলেছেন যে সারা বিশ্বে গ্রামীণ সামাজিক ব্যবসায়িক মডেল (জিএসবিএম) তত্ত্ব থেকে একটি অনুপ্রেরণামূলক অনুশীলনে পরিণত হয়েছে, যা নেতৃস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন, গ্লাসগো), উদ্যোক্তাদের (যেমন, ফ্রাঙ্ক রিবউড) এবং কর্পোরেশনগুলি (যেমন, ড্যানোন) দ্বারা গৃহীত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে, রশিদুল বারী দাবি করেছেন যে ইউনূস দেখিয়েছেন কিভাবে গ্রামীণ সামাজিক ব্যবসায়িক মডেল দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন করতে এবং তাদের দারিদ্র্য দূর করতে উদ্যোক্তা মনোভাবকে কাজে লাগাতে পারে। ইউনূসের ধারণাগুলি থেকে বারী একটি উপসংহার টানার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে দরিদ্ররা একটি ‘বনসাই গাছ’ এর মতো, এবং তারা বড় কিছু করতে পারে যদি তারা সামাজিক ব্যবসায় সুযোগ পায় যা তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষমতায়নের সম্ভাবনাময় রাখে।

স্বীকৃতি

ইউনূস এবং গ্রামীণ ব্যাংককে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার জন্য ২০০৬ সালের শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল:

‘মুহাম্মদ ইউনুস নিজেকে এমন একজন নেতা হিসাবে প্রমাণ করেছেন যিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবিক পদক্ষেপে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছেন, শুধু *(বাকি অংশ ১৪ এর পাতায়)*

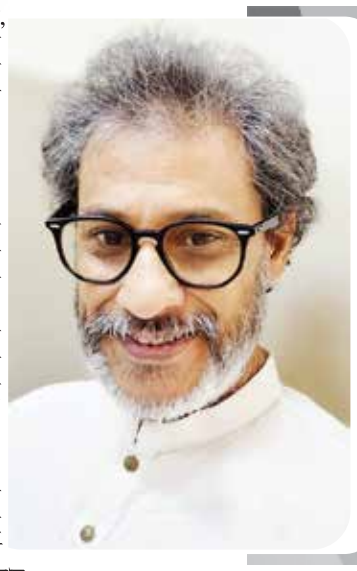

তিন শূন্যের ড. ইউনূস

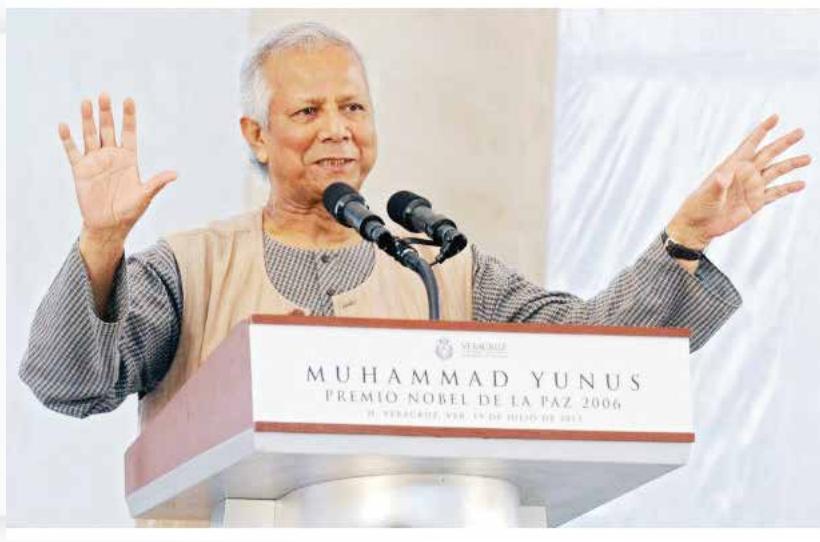

আমার এক বন্ধু আশরাফ আহমেদ, জাপানে থাকেন। নিশান কোম্পানির উচ্চপদে কাজ করেন। ড. ইউনূস লোভী কি-না এই বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার পোস্ট দেখে তিনি ফোন দেন। তখন বেশ রাত, ঘুমুতে যাবো, তবুও ফোনটা ধরি। জাপানের মানুষ ড. ইউনূসকে যে কী পরিমান শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে সেই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন, নিশানের সিইও দুই বছর ঘুরেও ড. ইউনূসের সঙ্গে দেখা করার শিডিউল পাননি। অবশেষে তিনি ড. ইউনূসের সঙ্গে একই প্লেনে বসার অনুমতি পান, সেখানেই ১ ঘন্টার একটা মিটিং সেরে নেন। সিইও ভদ্রলোক এই বিমান জার্নিটা করেছিলেন শুধু ড. ইউনূসের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

কিছুদিন আগে অ্যামেরিটাস অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারোয়ারের সঙ্গে ফোনে কথা হয়। তিনি বলেন, ইউনূস সাহেব হচ্ছে উল্টোরথের মানুষ। অতিরিক্ত সততা এবং দেশপ্রেমের জন্যই আজ তার এ-অবস্থা। যখন মেধাবী লোকেরা নিরাপত্তার জন্য দেশ থেকে টাকা-পয়সা তুলে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে, সেই সময়ে তিনি বিদেশে আয় করে সেই আয়ের টাকা দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ড. ইউনূসের আয়ের একটা ধারণা দেন আমাকে। এক বক্তৃতার জন্য তিনি পান বাংলাদেশী টাকায় ৫০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি টাকা, কখনো তা ১০ কোটিও ছাড়িয়ে যায়। আমি ধারণা করছি ২০০৬ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকেই তার বক্তৃতা শোনার জন্য বিশ্বের মানুষদের আগ্রহ অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে।

জাতিসংঘের একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা হিসেবে পৃথিবীর নানান দেশে আমি কাজ করেছি, কর্মসূত্রে ভ্রমণ করেছি পৃথিবীর বহু দেশ, এখনও করি। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই যে দেশের মানুষের সঙ্গে আমার কখনো দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এক সময় সাংবাদিকতা করতাম, সৃজনশীল এবং মননশীল লেখালেখি করি, আমি বিশ্বাস করি অন্য অনেকের চেয়ে আমার একটি ভিন্ন পর্যবেক্ষণাগ্রহ, কৌতুহল আর কি, এবং বলতে পারেন কিছুটা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও রয়েছে। সেই কৌতূহল থেকেই নানান দেশের মানুষের কাছে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চাই। সকলেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একজন মানুষের নাম বলেন, তিনি ড. ইউনূস। কেউ কেউ দ্বিতীয় আরো একটি নাম বলেন, তসলিমা নাসরিন। আমি এই দুজন মানুষের কাছে তখনই মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ তাদের জন্য পৃথিবীর বহু মানুষের কাছে বাংলাদেশ বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। অনেকে বলেন, তসলিমার জন্য পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশকে উগ্র সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিনেছে, এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। আমি বলি, আগে তো দেশটাকে চিনুক, তারপর নিজেদের আগ্রহেই তারা এই দেশের প্রকৃত চিত্র একদিন দেখে নেবে। এখন তথ্য এবং জ্ঞান আমাদের সকলেরই হাতের মুঠোয়। যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ আমাকে গালি দেয় আমি খুব খুশি হই। খুশি হই এজন্য যে তখন আমার কাছে প্রচুর ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট আসে, পেইজের ফলোয়ার বাড়ে। কারণ আমার প্রতি ছুঁড়ে দেয়া বিদ্বেষ মানুষকে আমার প্রতি কৌতুহলী করে তোলে। তখন তারা আমার সম্পর্কে খোঁজ-খবর করে। যখন দেখে লোকটা তো ততটা মন্দ না, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সত্যি কথাটা অবলীলায় বলেন, তখন তারা আমার ভক্ত হয়ে যায়। মানুষ সত্যকে একদিন আবিস্কার করেই, সত্য আসলে আগুনের মতো, লুকানো যায় না। যারা মিথ্যা বলেন, তারাও সত্যটা জানেন, জানার চেষ্টা করেন কিন্তু অনৈতিক উদ্দেশে মিথ্যাটা বলেন।

ড. ইউনূস এখন যা বলেন তা হচ্ছে তিন শূন্যের গল্প। শূন্যের কি কোনো মূল্য আছে? আছে, যদি তা দিয়ে নেতিবাচকতাকে এলিমিনেট করা যায়। সেটিই করতে চান তিন শূন্যের প্রবক্তা ড. ইউনূস। কী সেই তিন শূন্য? বেকারত্বকে শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে কর্মক্ষম কোনো মানুষ বেকার থাকবে না। এটা যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিত হবে, স্বচ্ছলতা আসবে, দারিদ্র জাদুঘরে চলে যাবে। এরপরের শূন্যটি হচ্ছে সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণ। ধনী মানুষেরা ক্রমাগত ধনী হতে পারবে না। সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে হবে।

নিন্দা সম্পর্কে একটা কথা বলি। ভারতের বিখ্যাত এবং বিতর্কিত লেখক খুশবন্ত সিংয়ের কাছে গালিগালাজে পূর্ণ একটি চিঠি আসে কানাডা থেকে। খামের ওপরে লেখা ছিল, 'বাস্টার্ড খুশবন্ত সিং, ইন্ডিয়া'। ঠিকানাবিহীন এই পত্রখানি ভারতের ডাকবিভাগ তার বাড়িতে ঠিকই পৌঁছে দেয়। এতে তিনি ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। 'বাস্টার্ড' উপাধি তাকে সারা ভারতে 'এক এবং অদ্বিতীয়' করে তোলায় তিনি আনন্দ পেয়েছেন। তার স্ত্রী চিঠিটি ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলায় তিনি খুব আঘাত পেয়েছেন এবং লিখেছেন, এক মহামূল্যবান সম্পদ হারালাম। পৃথিবীর দুয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির মতো তার দিকে কেউ জুতো ছুঁড়ে মারেনি কেন, এই আফসোস তার ছিল। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ইত্যাদি সম্মাননায় তিনি ততোটা আবেগানন্দে ভাসেননি। তিনি লিখেছেন তার সাংবাদিকতা, সাহিত্যকর্ম তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত: মানুষকে আনন্দ দেওয়া, তথ্য দেওয়া এবং ক্ষেপানো। লেখকদের পরামর্শ দিয়েছেন, কখনো পাঠকের স্তরে নেমে লিখবে না। তুমি সত্য লিখবে, তোমার লেখা লিখবে। তিনি আরো বলেছেন, সত্য প্রকাশের জন্য তুমি নিগৃহীত হবে, নিগৃহীত হবার জন্য সব সময় তৈরি থাকবে। খুশবন্তের এইসব নীতির সঙ্গে আমারও ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা নীতিবোধের মিল আছে।

আসলে ড. ইউনূস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তসলিমা এবং খুশবন্ত সিং প্রসঙ্গ এসে গেলো, মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

এই যে এতো এতো টাকা দিয়ে মানুষ ড. ইউনূসকে নিয়ে আসে বক্তৃতা শোনার জন্য। কী বলেন তিনি? তিনি কী বলেন তার সব না হলেও কিছু কিছু আমরা বিনা পয়সায় ইউটিউবে গিয়ে দেখতে পারি। অধিকাংশ বক্তৃতাই ইংরেজিতে, যারা ইংরেজি বোঝেন না তাদের জন্য অসুবিধাই হবে, তবে যারা ইংরেজি বোঝেন তারা অনায়াসেই জেনে নিতে পারবেন তিনি কী বলেন।

তিনি একজন ইনোভেটিভ মানুষ। প্রতিনিয়তই নতুন কিছু করার চেষ্টা করেন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ফ্যারফ্যারা সুতির চেক কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাককে তিনি তুলে দিয়েছিলেন শহরের অভিজাত মানুষের দেহে, রাতারাতি গ্রামীণ চেক দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় পোশাক হয়ে ওঠে। গ্রামীণ চেকের ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য তিনি কাজে লাগান বিশ্বখ্যাত বাঙালী মডেল বিবি রাসেলকে।

১৯৯৩ সাল। আমাদের (বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের) বোর্ড মেম্বার ড. ইউনূস। তিনি একদিন বলেন, গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের কৃষকের হাতে হাতে তুলে দেবে মোবাইল ফোন। মাত্র ১০ হাজার টাকায় বিনা তারের সেল ফোন পাওয়া যাবে। তখন বাংলাদেশের মানুষ ঠিক মত জানেই না সেল ফোন কি? মাত্র মোরশেদ খানের কোম্পানি সিটিসেল ফোন বাজারে এনেছে। যার একেকটির দাম লক্ষাধিক টাকা। শুধুমাত্র অতি ধনী লোকদের জন্য তখন এই বস্তু। এর দাম কখনো ১০ হাজার কি করে হতে পারে তা আমাদের চিন্তায় আসত না। তার ভাই ড. ইব্রাহীমের একটি কথাও আমার কানে আজও বাজে। তখন মাত্র দেশে কম্পিউটার এসেছে। তিনি আমাদের বলছেন, একদিন মানুষের অফিস কনসেপ্ট বদলে যাবে। চারদেয়ালের ভেতরেই আর অফিস থাকবে না। অফিস থাকবে স্যুটকেসে। তোমার একটা কম্পিউটার থাকবে, সমুদ্র সৈকতে বসে তুমি অফিস করবে। আমার যতদূর মনে পড়ে তখনও ল্যাপটপ আসেনি, ওয়াইফাই ধারণা তো বাংলাদেশের কারো চিন্তায়ও আসার কথা নয়।

আমি দেখতাম তারা দুই ভাই নতুন নতুন আইডিয়ায় টগবগ করতেন। ইব্রাহীম সাহেব ইমপ্লিমেন্টেশনে ততোটা ভালো ছিলেন না বলে তার অনেক ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া পুরোপুরি আলোর মুখ দেখেনি। ক্ষুদ্র স্কেলে অনেক কিছুই তিনি করেছেন, একদিন তার ইনোভেটিভ ধারণাগুলো নিয়ে লিখবো। বড়ো স্কেলে সেগুলোর বাস্তবায়ন করা গেলে দেশে বিপ্লব ঘটে যেত।

ড. ইউনূস এখন যা বলেন তা হচ্ছে তিন শূন্যের গল্প। শূন্যের কি কোনো মূল্য আছে? আছে, যদি তা দিয়ে নেতিবাচকতাকে এলিমিনেট করা যায়। সেটিই করতে চান তিন শূন্যের প্রবক্তা ড. ইউনূস। কী সেই তিন শূন্য?

বেকারত্বকে শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে কর্মক্ষম কোনো মানুষ বেকার থাকবে না। এটা যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিত হবে, স্বচ্ছলতা আসবে, দারিদ্র জাদুঘরে চলে যাবে। এরপরের শূন্যটি হচ্ছে সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণ। ধনী মানুষেরা ক্রমাগত ধনী হতে পারবে না। সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে হবে। কিছুদিন আগে তার এক বক্তৃতায় শুনলাম পৃথিবীর অর্ধেক সম্পদ নাকি এখন চারজন ব্যক্তির হাতে। তিনি এই ব্যবস্থা ভেঙে দিতে চান। সেটা কীভাবে সম্ভব? তখনই আমাদের জানতে হয় তারই আরেক ইনোভেশন সোশ্যাল বিজনেস। 'কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবলিটি' বলে একটা ধারণা উন্নত বিশ্বে বহুদিন থেকেই চালু আছে। বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলো তাদের মুনাফার একটি অংশ সেবামূলক কাজে ব্যয় করে, এটিই কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবলিটি। এই সেবামূলক কাজে ব্যায়ের শেয়ার বাড়িয়ে 'ওয়েলথ কনসেন্ট্রেশন' থামানো যেতে পারে। জাতিসংঘে যদি একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, একটি নির্দিষ্ট শতাংশ লভ্যাংশ সেবামূলক কাজে ব্যয় করতে হবে এবং এই মর্মে যদি সদস্য রাষ্ট্রগুলো আইন করে তাহলে আস্তে আস্তে এই কাঙ্খিত শূন্যের দিকে এগুতে পারবে পৃথিবী। আরো অনেক উপায় আছে, শ্রমিকদের লভ্যাংশ দেয়া ইত্যাদি বহুকিছু।

তৃতীয় শূন্যটি হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক উষ্ণতা। শুধু সম্পদ উৎপাদন করলেই হবে না আমাদের এই পৃথিবীকেও বাঁচাতে হবে। পৃথিবী যদি ধীরে ধীরে বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে তাহলে কোনো সম্পদই আর কাজে লাগবে না। তাই গ্লোবাল ওয়ার্মিংকে শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। কার্বন নিঃসরণ বন্ধ করতে হবে। এটি একটি অসম্ভব চিন্তা মনে হলেও, সেদিন এক খবরে দেখলাম ২০৫০ সালের মধ্যে ডেনমার্ক কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনবে।

এসব জানার পরে কি বলতে ইচ্ছে করছে না,

ইউনূসের তিন শূন্য

ভালোবাসার পৃথিবীকে রাখবে অক্ষুন্ন।

লেখক: কবি, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা

হাসিনার মন্ত্রী, পুলিশের রুই-কাতলা এবং আ. লীগের শীর্ষ নেতারা পালালেন কীভাবে?

মোবায়েদুর রহমান

গুজব আকারে কয়েকটি খবর মাসাধিক কাল ধরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। শুধু গুজব নয়, অনেকের মনেই এগুলো জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা হয়ে ঘোরা ফেরা করছিল। সেগুলি হলো, আওয়ামী লীগ বড় একটি দল। তার অঙ্গ সংগঠনগুলোও অনেক বড়। বড় অর্থে আমি বোঝাচ্ছি, জনসমর্থন নয়। ডান্ডাবাজি। সাড়ে ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ অন্ধভাবে বিএনপি, জামায়াত এবং তাদের অঙ্গ সংগঠনসমূহকে বেধড়ক পিটিয়েছে, জেলে দিয়েছে, মেরে অঙ্গহানি করেছে, খুন করেছে, গুম করেছে, আয়নাঘরে পাঠিয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারের পত্রিকার রিপোর্ট মোতাবেক, দুই লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। এসব দুষ্কর্ম, অপকর্ম এবং গণহত্যার যারা নায়ক তাদের সিংহভাগ ৫ আগস্ট বিপ্লব এবং বিজয়ের পরপরই গ্রেফতার হলো না কেন? একদিন, দুই দিন এভাবে এক মাস চলে যায়। ৫/৭ জন ছাড়া আওয়ামী ঘরানার রাঘব-বোয়ালরা অধরাই থেকে যায়। তারা কি দেশে আছে? নাকি পালিয়ে বিদেশ গেছে? দেশে থাকলে পুলিশ, র‍্যাব, বিডিআর প্রভৃতি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের খুঁজে বের করতে পারছে না কেন? অথচ, শেখ হাসিনার আমলে দেখা গেছে যে, সুদূর পল্লী গ্রামের কোনো অখ্যাত ব্যক্তি যদি ফেসবুকে শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো স্ট্যাটাস দিয়েছে তাহলে দুইদিনের মধ্যে তাকে খুঁজে বের করে কাঠিখানায় তোলা হয়েছে। আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিমন্ত্রী একবার দম্ভ করে বলেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ যদি তার শত্রুকে খুঁজে বের করতে চায় তাহলে সেই ব্যক্তি যদি মাটির অনেক নিচেও অবস্থান করে তাহলেও তাকে খুঁজে বের করতে পারে। আসলে তিনি বা তারা বড়াই করেননি। বাস্তবে সেটা দেখিয়ে দিয়েছেন।

হাসিনার পতনের পর দেড় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। আজও সাবেক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবাদুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ, সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, সাবেক অর্থমন্ত্রী লোটাস কামাল, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আরাফাতসহ আওয়ামী পলিটিক্যাল লিডাররা কোথায়? আওয়ামী লীগের প্রধান খুঁটি ছিল পুলিশ। সেই পুলিশের ডিবি কমিশনার হারুন, জয়েন্ট কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার– এরা সব কোথায়? এরা নাকি পালিয়েছেন। কীভাবে পালালেন? কী করলো পুলিশ এবং বিজিবি? এদের সম্পর্কে উড়ো খবর অনেক দিন থেকেই ছিল। কিন্তু আমি দৈনিক পত্রিকাসমূহে এগুলো নিয়ে লিখিনি। কারণ, আমি কোনো কিছু লেখার আগে সেসম্পর্কে ভিডিও, অডিও বা মুদ্রিত কোনো ডকুমেন্ট বা এভিডেন্স হাতে না নিয়ে কিছু লিখি না। কিন্তু গত ১৮ সেপ্টেম্বর বুধবার দৈনিক প্রথম আলোর একটি বড় রিপোর্ট আমার বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া অনেক খবরকে করোবরেট করলো। তাই এখন আমি ঐ রিপোর্ট মোতাবেক বর্তমান সরকারকে প্রশ্ন করতে চাই, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাবেক আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক, এমপি বাহাউদ্দিন নাসিম, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক এমপি মাহবুবুল আলম হানিফ সীমান্ত পাড়ি দিলেন কীভাবে? সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ, সাবেক স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মুহিবুল হাসান নওফেল, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আরাফাত, সাবেক এমপি আলাউদ্দিন আহমেদ (নাসিম) এবং নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান কীভাবে বিদেশে পালিয়ে গেলেন? কী করছিল বর্ডার গার্ড? কী করছিল পুলিশ? এসব পুলিশ অফিসার এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা আছে। তারপরেও তারা কীভাবে পালাতে পারে?

শেখ হাসিনার নিকট আত্মীয় শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি, শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি, তদীয় সন্তান শেখ শারহান নাসের (তন্ময়), শেখ হেলালের ভাই শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল এবং বরিশালের সাবেক মেয়র সাদিক আব্দুল্লাহ এখন কোথায়? তারা দেশ ছেড়েছেন, এরকম খবর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। বরং বলা হচ্ছে যে, তারা দেশের মধ্যেই আন্ডারগ্রাউন্ডে আছেন। তাই যদি হয় তাহলে সেনাবাহিনী এখন যেখানে মাঠে আছে, মাঠে আছে বিজিবি, র‍্যাব এবং পুলিশ, সেখানে এই লোকগুলিকে খুঁজে বের করা কি খুব কঠিন কাজ?

দুই

৫ আগস্টের পরেই জানা গিয়েছিল যে, শেখ হাসিনার এক নিকট আত্মীয় আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ টের পেয়ে ৫ তারিখের আগেই ভারত চলে যান। আর ৩ আগস্ট ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস সপরিবারে সিঙ্গাপুর চলে যান। তবে তাপসের বড় ভাই পরশ ৩১ জুলাই আমেরিকা থেকে ঢাকা ফিরে আসেন। তারপর তিনি আর বের হতে পারেননি বলে শোনা যায়। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুকে শেখ হাসিনার অপ্রদর্শিত আয়ের ট্রেজারার বলে মনে করা হচ্ছিল। সেই নসরুল হামিদ বিপুরও সঠিক অবস্থান জানা যায়নি। প্রথম আলোর খবর মোতাবেক, আওয়ামী লীগের অন্তত ২৭ জন নেতাকর্মী দেশ থেকে পালিয়ে গেছে। ৫ আগস্টের সপ্তাহখানিক পরে অবৈধভাবে আওয়ামী ঘরানার আরো ১৩ নেতা পালিয়েছেন বলে জানা গেছে।

যারা দেশ ছেড়েছেন তাদের মধ্যে আরো কয়েক জনের নাম পাওয়া গেছে। এরা হলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের সদস্য খায়রুজ্জামান লিটন, সাবেক এমপি আবু সাঈদ আল মাহমুদ ও শফিউল আলম চৌধুরী (নাদেল), আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক এবং শেখ হাসিনার সাথে ঘনিষ্ঠ বিপ্লব বড়ুয়া, আওয়ামী লীগের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক মুনাল কান্তি দাস, কার্য নির্বাহী সদস্য নির্মল কুমার চ্যাটার্জী প্রমুখ নেতাকর্মী দেশ থেকে পালিয়েছেন। আরো যারা পালিয়েছেন বলে খবর ভাইরাল হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, সাবেক এমপি আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার, তার মেয়ে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র তাহসিন বাহার এবং আওয়ামী লীগের আরেক ডান্ডাবাজ ফেনীর নিজাম হাজারী এমপিও দেশ ছেড়েছেন।

এই তালিকায় আরও রয়েছেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত শিকদার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম সারোয়ার কবির (ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক), যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য মাইনুল হোসেন (নিখিল), ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ (ইনান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির (শয়ন), ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সভাপতি রিয়াজ মাহমুদ, যুবলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জয়দেব নন্দী প্রমুখ। দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্ট মোতাবেক জনগণের রোষ যে পুলিশ অফিসারের ওপর প্রবল সেই বিপ্লব কুমার সরকারও নাকি ১০ সেপ্টেম্বর লালমনিরহাটের পাটগ্রামের দহগ্রাম সীমান্ত দিয়ে দেশ ছেড়েছেন। গণশত্রু পুলিশ অফিসার অতিরিক্ত আইজিপি (বাধ্যতামূলক অবসরে), মনিরুল ইসলাম এবং ঘৃণিত অফিসার ডিবি হারুনসহ আরো কয়েকজন পুলিশ

কর্মকর্তা আত্মগোপনে আছেন। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীও অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছেন।

এরা প্রথমে সীমান্ত দিয়ে ভারতে যাচ্ছেন। তারপর সেখান থেকে অন্য দেশে যাচ্ছেন। যেমন ওবায়দুল কাদের ৪ আগস্ট প্রথমে সিঙ্গাপুর যান। তারপর সেখান থেকে তিনি নাকি দুবাই গিয়েছেন। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদের দেশত্যাগ আরো বেশি রহস্যজনক। তিনি বিমানযোগে প্রথমে দুবাই যান। তারপর সেখান থেকে বিমানযোগে বেলজিয়াম যান। বেলজিয়াম থেকে সড়ক পথে প্রায় ৫০০ কি.মি. দূরে তার ভাইয়ের বাসায় সপরিবারে উঠেছেন। যারা অবৈধভাবে গিয়েছেন তারা বেছে নিয়েছেন যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, সিলেট, দিনাজপুরের হিলি ও পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা সীমান্ত ব্যবহার করেছেন। এদেরকেও প্রথমে ত্রিপুরা, আগরতলা, আসাম ও মেঘালয় রাজ্যে অবস্থান নিতে হয়েছে। এরপর যারা পেরেছেন তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও গেছেন। আর যারা পারেননি তারা এখনো ভারতে রয়ে গেছেন। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আখাউড়া-আগরতলা সীমান্তের আব্দুল্লাহপুর এলাকা থেকে চট্টগ্রাম-৬ আসনের সাবেক এমপি এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীসহ তিনজনকে আটক করে বিজিবি। আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী এই নেতা প্রায় ২ কোটি টাকার বিনিময়ে ভারতে যাওয়ার রফাদফা করেছিলেন। তবে তিনি আটকে গেলেও এ সীমান্ত দিয়ে পাড়ি দিতে পেরেছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল ব্যাটালিয়ন ২৫ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারাহ মোহাম্মদ ইমতিয়াজ বলেন, ফজলে করিম চৌধুরীর কাছে টাকা, পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। কী পরিমাণ টাকা লেনদেনের মাধ্যমে তাকে ভারতে পাচার করা হচ্ছিল, তা সঠিকভাবে বলতে পারব না।

যারা দেশ ছেড়েছেন তাদের মধ্যে আরো রয়েছেন ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সভাপতি রিয়াজ মাহমুদ, যুবলীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জয়দেব নন্দি প্রমুখ।

এরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোথায় ছিলেন সেটা নিয়ে বিরাট ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। আইএসপিআরের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, সর্বমোট ৬২৬ জনকে বিভিন্ন সেনানিবাসে আশ্রয় দেওয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির তথ্যমতে, বিভিন্ন সেনানিবাসে যাঁদের আশ্রয় দেওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে ২৪ জন রাজনৈতিক ব্যক্তি। ৫ জন বিচারক। ১৯ জন বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা। ২৮ জন পুলিশ কর্মকর্তা। ৪৮৭ জন পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাসহ বিবিধ ব্যক্তি ১২ জন। ৫১ জন পরিবার-পরিজন (স্ত্রী ও শিশু)।

এই ৬২৬ ব্যক্তির মধ্যে কতজন সেনানিবাস ছেড়েছেন? কতজন সেনানিবাস ছেড়ে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছেন? তার কোনো হদিস নাই। অবশিষ্ট কতজন এখনও রয়েছেন তাও পরিষ্কার নয়। যারা ভারতে অথবা অন্য কোনো দেশে পালিয়ে গেছেন তাদের সংখ্যা কম নয়। তাদের সংখ্যা কয়েক শত। তাদের প্রায় অধিকাংশই কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতা। এরা প্রত্যেকেই আওয়ামী শাসনামলে শত শত কোটি টাকা কামাই করেছেন (লুট করেছেন)। এসব টাকা পয়সা নিয়ে তারা কয়েক পুরুষ দিব্যি বসে বসে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবেন। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। যেহেতু এদের কাছে কোটি কোটি টাকা আছে তাই তারা উপযুক্ত সময়ে মিলিত হবেন এবং বিদেশের শেল্টারে থেকে জুলাই আগস্টের বিপ্লব এবং ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন।

আওয়ামী লীগ নিজের নামে বাংলাদেশের মাটিতে সহজে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু এই দেড় মাস পরেও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মোদি সরকার ইউনূস সরকারকে মেনে নেয়নি। মোদি সরকার গোপনে হাসিনাকে সাহায্য করছে। বাংলাদেশের জনগণের আওয়ামী বিরোধী রোষ কিছুটা প্রশমিত হলে ভারতীয় মদদে এরা বিপ্লব ও বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু করবে। এখন ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার ওপরে বর্ণিত পলায়ন ও আত্মগোপন সম্পর্কে সচেতন কিনা সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি সচেতন থাকে তাহলে এই আওয়ামী পলাতকরা যাতে দেশবিরোধী কোনো কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য এখন থেকেই অগ্রিম পদক্ষেপ নিতে হবে।

Email: journalist15@gmail.com

দুই প্যানেলের প্রচারণা শুরু চলছে সভা-সমাবেশ

(শেষ পাতার পর) স্থানগুলোতে শোভা পাচ্ছে প্রার্থীদের রং বে রং-এর পোষ্টার।

এদিকে 'সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ-কে আহ্বায়ক এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা কাজী তোফায়েল ইসলাম-কে সদস্য সচিব করে ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অপরদিকে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নার্গিস আহমেদ-কে প্রধান উপদেষ্টা, বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি বুরহান উদ্দিন কফিল-কে আহ্বায়ক ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানী-কে সদস্য সচিব এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আনোয়ারুল ইসলাম-কে প্রধান সমন্বয়কারী 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের শক্তিশালী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, এবার সোসাইটির ভোটার সংখ্যা মোট ১৮ হাজার ৬১৩ জন। এদের মধ্যে সাধারণ ভোটার ১৭ হাজার ৭৫৯ এবং আজীবন সদস্য ৮৫৪ জন। এবারের নির্বাচনের জন্য ৫টি ভোট কেন্দ্র করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আরো উল্লেখ্য, সোসাইটির সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি পুনরায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ছেন। ৭ সদস্যের কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- আব্দুল হাকিম মিয়া, মোঃ আনোয়ার হোসেন, আব্দুল মান্নান, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মাহবুবুর রহমান বাদল ও আহবাব চৌধুরী খোকন।

নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের সাথে এনটিভি চেয়ারম্যান ফালু'র মতবিনিময়

(শেষ পাতার পর) আমি অন্যায় করলে আমারও বিচার হতে হবে। বিগত সরকারের সময়ে বিদেশে পালিয়ে থাকার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, পালিয়ে থাকার কষ্ট কি তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় আমাদের দেশান্তরিত হতে হয়েছিল।

একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে মোসাদ্দেক আলী বলেন, দেশে যে সকল সাংবাদিক অন্যায় করেছে তাদের বিচার হওয়া উচিত। আরো বলেন, এনটিভি'র বেতন নিয়মিত হয়। বেতন পরিশোধে কোন নরচর নেই।

লুৎফর রহমান বাদল তার বক্তব্যে শেখ হাসিনার সরকারের সময় তাকে কিভাবে ব্যাংক আর ক্রিড়াঙ্গনে থেকে বিতাড়িত করা হয় তা সংক্ষেপে তুলে ধরেন।

সাংবাদিক কাদের গনি চৌধুরী বলেন, ছাত্র-জনতার গণ আন্দোলনে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের বিদায় হয়েছে। এখন সবার দায়িত্ব নতুন সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা দেয়া এবং দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা।

অনুষ্ঠানে এনটিভি'র বর্তমান ও সাবেক সহকর্মিরা মোসাদ্দেক আলীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এ ছাড়াও নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি মনোয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এসময় ক্লাব সদস্য রিমন ইসলাম, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইমরান আনসারী, রওশন হক, দিদার চৌধুরী ও পুলক মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

ড. ইউনূসকে স্বাগত জানাবে নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর নিউইয়র্ক সফরে জেএফকে বিমানবন্দরে ও জাতিসংঘে স্বাগত জানাবে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি। এ উপলক্ষে সংগঠনের এক কর্মীসভা গত ১৭ সেপ্টেম্বর ব্রঙ্কসের খলিল রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি'র সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর পরিচালনায় সভায় সংগঠনের সিনিয়ার নেতা আব্দুর রহিম, শরিফুল হক খালিশদার, সোহেব আহমদ, লিয়াকত আলী, আনোয়ার জাহিদ, শাহ কামাল উদ্দিন, মোমতাজ উদ্দিন, শেখ ইসহাক, তবপদির রায় বরুন, সুলতান মাহমুদ সিদ্দিকি, দুলাল রহমান, খন্দোকার আব্দুল বাকি, শেখ আক্তার হোসেন নানু, বেগ হোসেন মিটু, কবির আহমদ ফারুক, আব্দুল মোক্তাদির, বাদল আহমদ, আবুল মিয়া, আব্দুলাহ হিল ইফতারের, মহসীন ভূইয়া, বাবুল মিয়া মুজিবুর রহমান, আদনান আহমদ, আবুল কালাম আজাদ, আকবর আলী, আব্দুল বাসিত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিউইয়র্কে আগমনকে স্বাগত জানাতে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে ২৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির পক্ষ থেকে জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ২৭ তারিখ জাতিসংঘ ভবনের সামনে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুছকে স্বাগত পতাকা মিছিল করবে এবং এই মিছিল থেকে গণহত্যা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপুটের অভিযোগে পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের বিচার চাওয়া হবে।

সভায় কর্মসূচী বাস্তবায়নে জনসংযোগ করার জন্য বিএনপি নেতা সুলেমান মাহমুদ সিদ্দিকিকে আহবায়ক, বিএনপি নেতা দুলাল রহমানকে সদস্য সচিব বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান খানকে প্রধান সমন্বয়কারী ও ফারুক আহমদ কবিরকে সমন্বয়কারী করে ৭১ সদস্য বিশিষ্ট ব্রঙ্কসের একটি জনসংযোগ কমিটি গঠন করা। কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হচ্ছেন যুগ্ম আহবায়ক- মোমতাজ উদ্দিন, খন্দোকার আব্দুল বাকী, শেখ আক্রান্ত হোসেন নানু ও আব্দুল মোক্তাদির, যুগ্ম সদস্য সচিব আশরাফ চৌধুরী জামি. সৈয়দ আবুল কাসেম, আবুল কালাম আজাদ, ফখরুল ইসলাম মেম্বার, ফখরুল চৌধুরী ও আদনান আহমদ, যুগ্ম সমন্বয়কারী টিটু চৌধুরী, বেগ হোসেন মিটু, আব্দুল মালেক রোকন, মোহাম্মদ বাদল ও চৌধুরী মোমিত তানিম। ৭১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে ৫২ জনকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সভায় নিউইয়র্কের অন্যান্য ব্যুরোতে অনুরূপভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএস'র সাধারণ সভা ২৯ সেপ্টেম্বর

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের ১৬টি জেলার প্রবাসীদের উদ্যোগে গঠিত সামাজিক সংগঠন 'নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক'র সাধারণ সভা আগামী ৯ সেপ্টেম্বর রোববার বিকাল ৫টায় জ্যামাইকার খলিল বিরিয়ানি হাউসের দ্বিতীয় তলায় (১৬৭-২০ হিলসাইড এভিনিউ) অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সাধারণ সভায় প্রবাসী সকল প্রবাসী উত্তরবঙ্গবাসীর উপস্থিতি, সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ কামনা করেছেন সংগঠনের সভাপতি ডা. চৌধুরী সারোয়ার হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জাতীয় সরকার কেন দরকার-

(শেষ পাতার পর) কেউ অবসর জীবন যাপন করছিলেন। রাজনীতির সাথে কখনও বিন্দুমাত্র সংস্রব ছিল না। আন্দোলনের সময় নিরাপদ অবস্থানে থেকে নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় রেখেছেন। এদেরকে বলা হচ্ছে সংস্কার বা বিপ্লবের লক্ষ্য হাসিল করে দেওয়ার জন্য!

তাও হতো যদি প্রশাসন পক্ষে থাকতো। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে ফিরে বঙ্গবন্ধু যেমন পরাজিত প্রশাসন দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জন করতে গেছিলেন, আজ ব্যপার যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটাই তেমন। আর্মির ভেতরে একটা অংশ, পুলিশ, আনসার, সচিবালয়, মাঠ প্রশাসন- সর্বত্র পরাজিত শক্তি পূর্ণ শক্তি নিয়ে রিবাজমান। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। কোনটাতেই এগুতে পারছে না। পদে পদে বাধা। ঘোষনা দিয়ে রাখতে পারছে না। ফাইল চালাচালির পুরনো ফাঁদে আটকে যাচ্ছে সংস্কার। উপদেষ্টারা কোন প্রস্তাব দিলে আমলারা চৌদ্দটা আইন দেখিয়ে দিচ্ছেন। আইনবিরুদ্ধ কাজ করে ভবিষ্যতে মামলা খাওয়ার ভয়ে বলছেন তাহলে থাক। এই থাক থাক করতে করতে আজ অবধি পতিত সরকারের কোন একজনের নামে গনহত্যার মামলা করা যায় নাই। সরকারিভাবে আন্দোলনে আহত নিহতদের তালিকা করা যায় নাই। এই যে এত বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় পরিজনসহ অমুকে অমুকে এত এত লক্ষ কোটী টাকা চুরি করেছে পাচার করেছে তার একটারও প্রমানসহ তথ্য উপস্থাপন করা যায় নাই। লুটপাটের সর্ববৃহৎ খাত কুখ্যাত কুইক রেন্টাল বাতিল করা হয় নাই। ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা সনাক্ত করা যায়নি। বহুল সমালোচিত সাইবার সিকিউরিটি এ্যাক্ট বা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হয়নি। বাজারে কোন একটা জিনিষের দাম কমানো সম্ভব হয়নি। বিদ্যুতের লোডশেডিং বন্ধ করা যায়নি। পনের বছর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম তথা হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকর্মীদেরকে হত্যা নির্যাতন বন্দী গুম পঙগু করার জন্য যারা দায়ী সেই সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের হাসাও মামু এবং এই জাতীয় কোন ক্রিমিনালকে এখন পর্যন্ত আটক করা যায়নি। কোথায় সেই 'কুখ্যাত' হারুন বিপ্লব মনিরুল! কোথায় আছে বা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে কিনা তাও বলা হয়নি। ফলে প্রচারনা আছে এই ঢাকা শহরেই এরা প্রভাবশালীদের আশ্রয়ে বা ছাত্রছায়ায় বাস করছে।

কথা উঠলেই বলা হচ্ছে সব হবে, সময় দিতে হবে, এত তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। একটা বিপ্লবের পর কতগুলো আশু করনীয় থাকে। এগুলো হচ্ছে জনআকাংখা। কিছু জনআকাংখা আছে যা আইন মেনে হয় না। বিপ্লবটাই বেআইনী কাজ। কোন দেশের সংবিধান বা আইনে বিপ্লব বা গনঅভ্যুত্থান করে সরকার ফেলে দেওয়ার কোন প্রভিশন থাকে না। কাজেই এমন বেআইনী বা সংবিধান বহির্ভূত কর্মকান্ডের মাধ্যমে গঠিত সরকারকেও ফটাফট কিছু কাজ করে ফেলতে হয় যা পরে আইনসিদ্ধ করা হয়। পুলিশ বাহিনী কাজে ফিরলো না আনসাররা বিদ্রোহ করলো, সাত দিনের নোটিশ দিয়ে অনুপস্থিতদের স্যাক করে নতুন রিক্রুটের জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতো। তাতে বেকার তরুন যুবকদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যেতো। প্রশাসনে সব আওয়ামী পান্ডব, গত পনের বছর আওয়ামী লীগ না করা বা বিরোধীদলের সমর্থক হওয়ার কারনে যাদেরকে অব্যাহতি বরখাস্ত বা অবসরে পাঠানো হয়েছে সবাইকে ডেকে এনে পুনর্বহাল করা যেতো। আর্মি পুলিশে যাদেরকে অন্যায়ভাবে বা রাজনৈতিক কারনে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা যেতো। কেন যায়নি! ওইযে বললাম বিদ্যমান আইন। আমলারা বুদ্ধি দেবে আইনে নেই। এখন এনাদেরকে কে বোঝাবে বিপ্লবত্তোর সরকারে বিপ্লবীরা বিদ্যমান আইন মানে না, নতুন আইন বানায়।

বলা হচ্ছে সবে মাত্র দেড় মাস হলো, সামনে এখনও ম্যালা সময়। ম্যালা সময়ে এই সময় থাকবে না। দিন যত যাবে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলনকারীদের মধ্যে বিভেদ তৈরী হবে, নানা গ্রুপ দল-উপদলে বিভক্ত হবে। ধাক্কা কাটিয়ে পতিত *(বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)*

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এক স্লিপ

(শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি বিক্রির বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ প্রভৃতি আচার-আচরণ করে থাকে। তাই বাড়ী ক্রয়ের সময় একজন ভালো, বিশ্বস্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্টের স্মরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়।

নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যায় আমরা সঠিক পরামর্শ দিয়ে থাকি। ফ্রি কনসাটেন্সীর জন্য যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)।

(শেষ পাতার পর) জাতিসংঘ ভবনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে ড. ইউনূসের বৈঠক হবে। যা জাতিসংঘের ইতিহাসে তিন দশকের রেকর্ড ভাঙতে চলেছে। কেননা, সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট অধিবেশনে যোগদানের সময় কোন সরকার বা রাষ্ট্র প্রধানের সাথে জাতিসংঘ ভবনে বৈঠকে মিলিত হন না। সেক্ষেত্রে 'বাইডেন-ইউনূস বৈঠক' ঐতিহাসিক রেকর্ড আর ইতিহাস গড়তে চলেছেন। দেশ-বিদেশের সকল বাংলাদেশীর প্রত্যাশা ড. ইউনূস এবারের জাতিসংঘ অধিবেশনের নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা তুলে ধরবেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া গুরুত্ব পাবে এবং আগামী দিনে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে সকল দেশের সার্বিক সহযোগিতা পাবেন। যা হাতে কোনা কয়েকটি দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলোর সরকার বা রাষ্ট্র প্রধানগণ ইতোমধ্যেই বলেছেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত

MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

১৩৮১ কাসেলহিল এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

NIGAR SULTANA
LICENSED REALESTATE AGENT
929-561-9226
TEXT NSL TO 85377 FOR DIGITAL BUSINESS CARD

ইমিগ্রেশন ও আপনি

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

সেপ্টেম্বর ২০২৪ ভিসা বুলেটিন:

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট (ডিওএস) সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিচে পারিবারিক ভিত্তিতে ২০২৪-এর ভিসা বুলেটিন এর **প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো:**

উল্লেখ্য যে, ফাইনাল এ্যাকশন ডেট হচ্ছে সেই ডেট যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে। তারপর আপনার প্রায়োরিটি তারিখ হবে তার পূর্বে। সেপ্টেম্বর ২০২৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসা ক্যাটাগরিতে তেমন কোন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

ফ্যামিলি স্পন্সর অগ্রাধিকার

প্রথম: (এফ-১) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা: অক্টোবর ২২, ২০১৫।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র কন্যা।

এ. (এফ ২ এ): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান: নভেম্বর ১৫, ২০২১।

বি. (এফ ২বি): পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা ২১ নিম্ন বা তদুর্দ্ধ বয়সী: মে ০১, ২০১৬।

তৃতীয়: (এফ ৩) ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্রকন্যা: এপ্রিল ০১, ২০১০।

চতুর্থ: (এফ ৪) প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

নিউইয়র্ক থেকে এফ রহমানের প্রশ্ন:

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি বাংলাদেশে অবস্থান করি। আমার সন্তানদের জন্য আবেদন করায় তারা এদেশে এসেছে। আমি এখন আমার ওই সন্তানদের সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে চাই। আমি ইমিগ্রেশন বিষয়ে তেমন অভিজ্ঞ নই তাই আপনার কাছে পরামর্শের প্রত্যাশায় এই চিঠিটি লিখলাম। আশাকরি আমার প্রশ্নের উত্তর পাবো।

এফ রহমানের প্রশ্নের উত্তর:

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে আপনার সন্তানদের জন্য গঠন করেন এর মধ্যে আবেদন করায় তারা এদেশে এসেছে। এখন আপনি তাদের সিটিজেনশীপ এর জন্য আবেদন করতে চান। আপনি আপনার চিঠিতে উল্লেখ করেননি যে আপনার সন্তানেরা ১৮ নিম্ন বয়সী নাকি ১৮ উর্ধ্ব বয়সী। আপনার ১৮ নিম্ন বয়সী সন্তানের কখন সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারবে? আপনার সন্তানের বয়স ১৮ নিম্ন হলে এবং আপনি ইউএস সিটিজেন হলে আপনার সন্তানের গ্রিন কার্ড পাবার পরই তাদের সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে একজন সিটিজেন তার ১৮ নিম্ন এবং ১৮ উর্ধ্ব বয়সী সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারবে। আপনাকে ফরম পূরণের সময় নিম্নে উল্লেখিত তথ্য পত্র সংযোগ করে দিতে হবে।

১. গ্রিন কার্ডের কপি,
২. পাসপোর্টের কপি,
৩. সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেটের কপি,
৪. মা-বাবার সিটিজেনশীপের কপি,
৫. ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি,
৬. এবং দুই কপি করে ছবি।

ইউএস সিটিজেনের ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তানেরা সাক্ষাৎ আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের আর অপেক্ষা করতে হয় না গ্রিন কার্ড পাওয়ার জন্য। উল্লেখ্য যে, ইউ এস সিটিজেনের মা বাবা স্পাউস এবং অনূর্ধ্ব ২১ বছরের অবিবাহিত সন্তানেরা সাক্ষাৎ আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নির সাথে প্রয়োজন বোধে আলোচনা করতে পারেন।

কুইন্স থেকে মহসিন আলীর প্রশ্ন:

আজ আমি আমার এক আত্মীয়ের হয়ে এই চিঠিটি লিখছি। আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে সিটিজেনের সাথে বিয়ে হলে এবং শেষে সেই বিয়ে না টিকলে অর্থাৎ ডিভোর্স হলে তখন গ্রিন কার্ডের অবস্থা কেমন হয়। গ্রিনকার্ড বাতিল হয়ে যায়, নাকি ঠিকই থাকে।

মহসিন আলীর প্রশ্নের উত্তর:

এই ধরনের অনেক কেসের ক্ষেত্রে পার্মানেন্ট রেসিডেন্টের গ্রীন কার্ড পেতে অনেক নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। কেউ কেউ আইন সম্মত রেসিডেন্ট হিসেবে অনেকদিন পর গ্রিনকার্ড পেয়ে থাকেন। বিয়ের স্ট্যাটাস সরাসরি ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না। আবার কখনো কখনো ডিভোর্স সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে ইউএসসিআইএস বিয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা সুযোগ হিসেবে কাজে লাগায়। কোন ইউএস সিটিজেন বা কোন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট-কে বিয়ের শর্তসাপেক্ষে গ্রীন গার্ড পাওয়ার পর ডিভোর্স হলে সে ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে দুই বছর শর্তসাপেক্ষে সময়ের মধ্যে ডিভোর্স হলে শর্ত মওকুফের জন্য যৌথ আবেদন জরুরি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নির সাথে আলোচনা করা ভালো।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:

২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

বাংলাদেশের বন্যার্তদের জন্য নিউইয়র্কে বিএএনবি'র তহবিল সংগ্রহ

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক ১৩-তে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সংগঠন বাংলাদেশী এলায়েন্স অফ নর্থইস্ট ব্রঙ্কস (বিএএনবি) সম্প্রতি বাংলাদেশে আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে তহবিল সংগ্রহের আয়োজন করে। মরিস পার্ক মদিনা মসজিদ প্রাঙ্গনে আয়োজিত এই উদ্যোগে অনেক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন। বিশেষত বাংলাদেশী কমিউনিটি ছাড়াও পাকিস্তানী, আরব এবং আফ্রিকান মুসল্লিরা মুক্তহস্তে দান করেন। পরে সংগ্রহনকৃত অনুদান মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) পার্কচেস্টার চ্যাপ্টারে প্রদান করা হয়। মুনা তাদের মানবিক শাখা নাহারের মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সরবরাহ এবং পূর্ণবাসন কর্মসূচিতে এই অনুদান ব্যয় করবে। বিএএনবি'র প্রেসিডেন্ট মামুন আলী সংগ্রহকৃত অর্থ মুনার নর্থ জোনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রাশেদুজ্জামানের কাছে হস্তান্তর করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিএএনবি'র উপদেষ্টা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এজাজ হোসাইন, উপদেষ্টা জিয়াউস শামস চৌধুরী ও আনোয়ারুল হক, পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ইমতিয়াজ চৌধুরী ও মুস্তাফিজুর চৌধুরী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশের বন্যার্তদের সাহায্যার্থে

বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএ'র অনুদানের চেক হস্তান্তর

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি ইউএসএ। সংগঠনটি গত ১৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে বাংলাদেশী মুদ্রায় ৬ লাখ টাকার আর্থিক সহযোগিতার চেক হস্তান্তর করে। সংগঠনের সভাপতি সেবুল খান মাহবুব ও সাধারণ সম্পাদক শিহাব উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হুদার হাতে এই আর্থিক সহযোগিতার চেক তুলে দেন। এসময় সংগঠনের উপদেষ্টা ইফতেখার সিরাজ ও হাজি মনির আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আযম আলী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক লিয়াকত আলী উপস্থিত ছিলেন।

বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা বলেন, এমন সময় এই বন্যা হলো যখন দেশ একটি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এসময় আপনারা অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পক্ষ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, প্রবাসীরা দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। তারা দেশের সংকটকালীনসহ সবসময় পাশে থাকেন। কনসাল জেনারেল বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের সেবায় কনস্যুলেট আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এসময় বিশ্বনাথ প্রবাসী কল্যাণ সমিতি'র কর্মকর্তারা বলেন, আমরা সবসময় কমিউনিটিসহ দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও বন্যার্তদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ভবিষ্যতেও আমাদের এধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাল্লাহ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নিউইয়র্কে ভাটেরা ফুটবল

(শেষ পাতার পর)

টুর্নামেন্টে সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন ভাটেরা টাইগারের মারজানুল ইসলাম শিপন। ম্যান অফ দা ম্যাচ ও বেস্ট প্লেয়ার নির্বাচিত হন কন্নু তালুকদার, সর্বোচ্চ গোলদাতা মোহাম্মদ মজনু আহমদ, বেস্ট ডিফেন্ডার তারেক হাসান মুন্না। চমৎকার খেলার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্ট সমাপ্তি হয়।

ফাইনাল খেলা শেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে আতুল ইসলাম লিঠুর পরিচালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার কর্মকর্তা আতাউর রহমান সেলিম, আব্দুল হাসিম হাসনু, নিউজার্সি থেকে আগত মোমেন খালেক, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কামরান হোসেন, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশনের সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, বিশিষ্ট মুরুব্বি মকবুল হোসেন, মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী সেফুল, টাইম টেলিভিশন-এর পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, কমিউনিটি নেতা হারুনুর রশিদ তালুকদার, বদরুল ইসলাম মিন্টু, এনামুল ইসলাম খান, সালাউদ্দিন সালাই, আবুল হোসেন, আব্দুল জলিল, শহীদ মিয়া। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক কমিউনিটির অন্যতম সুমন আহমেদ, আব্দুস সামাদ, রাহাত বিন ওয়াহিদ, সায়েফ আহমদ, টিপু মিয়া, পারভেজ আহমদ, নোমান সিদ্দিকী, তারেক আহামদ, অলিউর রহমান, শিপন আহমদ, তানভীর তালুকদার, এনাম বান্নু, মতিউর রহমান খান মিতিক, হেলাল আহমদ, জসিম সিদ্দিকী, বদরুল সিদ্দিকী, জুয়েল আহাম্মদ, শাহ মিজান, ফাহিম সৈয়দ টিপু, মুন্না, নিজাম, সৈয়দ রাসেল, বাবলু, অপু, মামুন আহম্মদ, রাহাত, জাবের আহমদ সহ আরো অনেকে। টুর্নামেন্টে প্রথম পুরস্কার স্পন্সর করেন সৈয়দ রুহুল ইসলাম। দ্বিতীয় পুরস্কার স্পন্সর করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব বাফেলো'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান তাজু, তৃতীয় পুরস্কার সানরে সিডি পাপ এবং জার্সি স্পন্সর করেন হারুনুর রশীদ তালুকদার, শাহ রিপন আহমদ ও মোমেন খালেক।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে টুর্নামেন্টটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। এবারের ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর 'ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামেলি' ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হবে বলে জানান ভাটেরা ফুটবল ক্লাব নিউইয়র্ক ইউএসএ আয়োজক কমিটি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার

(প্রথম পাতার পর)

২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার থেকে বিশ্বনেতাদের অংশগ্রহণে অধিবেশনের মূল পর্ব শুরু হবে। ২৮ সেপ্টেম্বর অধিবেশনটি শেষ হবে।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *প্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence *পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

তারেক হাসান খান, সিইও
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
• INCOME TAX
• IMMIGRATION
• ACCOUNTING
• TAX AUDIT
• BUSINESS SETUP
• TRAVELS
irs e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

UtshobGroup

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে
বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইন্যান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিজিট করুন
www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
BUILD
RUPAYAN GROUP
Committed to touch your imagination
FDL lifestyle awaits

ড. ইউনূস-জো বাইডেন বৈঠক মঙ্গলবার

(প্রথম পাতার পর) জাতিসংঘ ভবনে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ড. ইউনূসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হবে। এজন্য পূর্ব প্রস্তাবিত ২৪ সেপ্টেম্বরের বদলে ২৩ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টা নিউইয়র্ক আসছেন। তার সফরসঙ্গী পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব রিয়াজ হামিদুল্লাহ এরই মধ্যেই নিউইয়র্ক পৌছেছেন।

ঢাকা ছাড়ার আগে রিয়াজ হামিদুল্লাহ বলেন, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের বৈঠকের একটি সম্ভাবনা রয়েছে। ওয়াশিংটনের তরফে একটি শিডিউল বা স্লট প্রস্তাব করা হয়েছে। শেষ সময়ে বৈঠকে এটি এসেছে জানিয়ে অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব বলেন, শীর্ষ বৈঠকটি এখনো প্রস্তাবিত। কারণ নির্ধারিত সময়ে দু'জনের নিউইয়র্কে উপস্থিতিসহ অন্যান্য অনেক বিষয় এর সঙ্গে জড়িত। তবে যেকোনো ফর্মে বৈঠকটি হওয়ার বিষয়ে ঢাকা আশাবাদী। এদিকে নিউইয়র্কে বাংলাদেশের এক কূটনীতিক বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকের কারণেই প্রধান উপদেষ্টার সফর একদিন এগিয়ে এসেছে। ওই কর্মকর্তা বলেন, কেবলমাত্র টাইমিংয়ের কারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার দেখা হচ্ছে না। যদিও বৈঠকটির বিষয়ে উভয়ের আগ্রহ ছিল। কিন্তু না, প্রধান উপদেষ্টা নিউইয়র্কে পৌঁছানোর আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী পূর্ব নির্ধারিত একটি কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাবেন। তবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন ও ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের মধ্যকার বাংলাদেশ-ভারত বৈঠক হবে বলে নিশ্চিত করেন তিনি।

নিউইয়র্কে দেখা হচ্ছে না ড. ইউনূস-মোদির, তবে বাংলাদেশ-ভারত বৈঠক হবে: ওদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে নিউইয়র্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখা হচ্ছে না বলে জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। তবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের তার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হবে বলে নিশ্চিত করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার দেখা-সাক্ষাৎ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, উনাদের দু'জনের নিউইয়র্কে উপস্থিতি একসঙ্গে হচ্ছে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক ছাড়ার পরপর প্রধান উপদেষ্টা পৌঁছাবেন। কাজেই তাদের সেখানে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে তার বৈঠকের আলোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এস জয়শঙ্করের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে যে একধরনের টানাপোড়েন চলছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। সমস্যার সমাধান করতে হলে সমস্যার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে চলবে না। তিনি আরও বলেন, আমরা অবশ্যই টানাপোড়েন দূর করার চেষ্টা করবো এবং ওয়ার্কিং রিলেশন (কাজের সম্পর্ক) যেন হয়। তবে সম্পর্কটা হতে হবে মর্যাদা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে। এর ভিত্তিতে সম্পর্ক এগিয়ে নেয়া সম্ভব এবং আমরা সেই চেষ্টাই করবো।

বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকে চার ইস্যু

এদিকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অঙ্গনে আগ্রহের কেন্দ্র এখন অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বৈঠক। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সাইড লাইনে এক বিরল বৈঠক করতে যাচ্ছেন দুই সরকার প্রধান। সাধারণত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ অধিবেশন চলাকালে নিউইয়র্কে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন না। এ ধরনের বৈঠকগুলো হয়ে থাকে ওয়াশিংটনে। তাই বাইডেনের সঙ্গে ইউনূসের এই বৈঠক রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছে কূটনৈতিক মহলে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখানে বাংলাদেশকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ই জানান দিচ্ছে। বলা যায়, এতেকরে অনন্য উচ্চতায় উঠেছে বাংলাদেশ।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনসহ একাধিক সূত্র বলছে, গত ৩০ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের রাষ্ট্র কিংবা সরকার প্রধানকে বেছে নিয়েছেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন সূত্রে জানা গেছে, সব ঠিক থাকলে নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ নেতারা বৈঠকে বসবেন। বাংলাদেশের পক্ষে ড. ইউনূসের সঙ্গে থাকবেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। বহুল আলোচিত এই বৈঠকে চারটি প্রস্তাবনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বাংলাদেশের প্রত্যাশার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরা হবে। প্রস্তাবনার প্রথমে গত ৫ আগস্টের আগে এবং পরে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন খাতের সংস্কারের বিষয়টি তুলে ধরা হবে।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা এবং কোম্পানির কাছে থাকা ঋণ পরিশোধের সময় চাওয়া হবে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের আরও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হবে। চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানানো হবে। প্রস্তাব দেওয়া হবে সরেজমিনে বাংলাদেশ পরিদর্শন করে সিদ্ধান্ত নিতে।

ঢাকা ও নিউইয়র্কের উচ্চপর্যায়ের সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকালে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে ইউনূস-বাইডেন বৈঠকের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সাধারণত জাতিসংঘ অধিবেশনে তাঁর নির্ধারিত বক্তৃতার দিন সকালে নিউইয়র্কে পৌঁছান। তিনি সেদিন সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বক্তৃতা দেন। এরপর বিকালে জাতিসংঘের অধিবেশনে আগত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সম্মানে সংবর্ধনার আয়োজন করেন। সেখানেও বাইডেনের সঙ্গে ফের দেখা হবে ড. ইউনূসের।

তীব্র শীতে গ্রী ম্যাকানিকেলের একইসাথে এনার্জি সেভিং হিটিং এন্ড কুলিং প্রযুক্তি

(শেষ পাতার পর) হয়। নিউইয়র্ক সিটির ৫ বোরোতে সিটি কর্তৃপক্ষ এনার্জি সেভিংস ও পরিবেশবান্ধব হিটিং এবং কুলিং প্রযুক্তি স্থাপন উদ্বুদ্ধ করতে রিবেটসহ বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারে পাওয়া যাবে নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদান-রিবেট। বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এনার্জি সেভিং পরিবেশবান্ধব হিটিং প্রযুক্তি স্থাপনে এবং রিবেট সুবিধা নিয়ে এসেছে ব্রঙ্কসের ইয়োঙ্কার্সে অবস্থিত বাংলাদেশী মালিকানাধীন গ্রী ম্যাকানিক্যাল।

গ্রী ম্যাকানিক্যাল-এর কর্ণধার তোফায়েল চৌধুরী জানান, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে বাসা কিংবা অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এ প্রযুক্তি স্থাপন করলে ট্যাক্স রিটার্নের সময় পাওয়া যাবে ২ হাজার ডলার পর্যন্ত রিবেট। এ ছাড়াও সিটির ৮ হাজার ডলার পর্যন্ত রিবেট পাওয়া যাবে। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে শীতকাল বা গরমকালে পৃথক পৃথকভাবে কুলিং ও হিটিং সিস্টেম লাগানোর ঝামেলা থেকেও মুক্তি মিলবে জানান তিনি।

প্রবাসী বাংলাদেশী ফোরামের ১৩ দফা দাবি পেশ

(৩য় পাতার পর) আদালতে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করা ও প্রবাসীদের জন্য ঢাকায় চালু করা 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' কার্যকর করা। ৯. প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থে গড়ে ওঠা অর্থনীতির লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার বন্ধ করাসহ পাচারকারীদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। ১০. বাংলাদেশ সফরকালে প্রবাসীদের জানমালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। ১১. বাংলাদেশে প্রবাসীদের ঘর-বাড়ি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা। ১২. কনস্যুলেট সেবা বৃদ্ধি করে প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়ন, জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, দেশের সম্পত্তি হস্তান্তরে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি প্রদানের মতো কাজগুলো সহজ করা এবং ১৩. যেকোনো প্রবাসী বাংলাদেশির মরদেহ বিনা খরচে দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

জাতিসংঘে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ড. ইউনুস

(প্রথম পাতার পর) করেন অধীর আগ্রহে, দারিদ্র বিমোচনে যার দর্শন জাগিয়েছেন নতুন আশাবাদ। বিভিন্ন দেশের পাঠ্যসূচীতে যার দর্শন এখন পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বনন্দিত সেই ব্যক্তিত্ব ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস জাতিসংঘের ৭৯তম অধিবেশনে যোগ দিতে যিনি নিউইয়র্ক এসে পৌঁছেন ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার। এবারের ভাষনে তিনি বিশ্ব দরবারে তুলে ধরবেন বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট। দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্খা, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন খাতে সহায়তার আহবান জানাবেন বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে।

এ বছরের অধিবেশনে দ্বন্দ্ব নিরসন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করার মতো বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে।

'কাউকে পেছনে ফেলে নয় : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শান্তি, টেকসই উন্নয়ন ও মানবিক মর্যাদার অগ্রগতির জন্য একযোগে কাজ করা।' এই প্রতিপাদ্যের ওপর এবারের অধিবেশনে বাংলাদেশ অংশ নিচ্ছে। সরকার প্রধান হিসেবে মুহাম্মদ ইউনূস এবারের অধিবেশনে ৭ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেবেন। এই দলের বাইরেও নিরাপত্তা টিম, মিডিয়া প্রতিনিধি, প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর এবং পররাষ্ট্র ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অপরিহার্য কর্মকর্তা মিলে ডেলিগেশনে থাকছেন মোট ৫৭ সদস্য। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম মুহাম্মদ ইউনূস সবচেয়ে ছোট প্রতিনিধি দল নিয়ে জাতিসংঘে সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন। সাত সদস্যের মূল প্রতিনিধি দলের মধ্যে রয়েছেন-পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, শিল্প উপষ্টো আদিলুর রহমান খান, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ, অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত বাংলাদেশের বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহিদুল আলম, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম, প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচিব শাব্বীর আহমদ ও বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আয়েশা সিদ্দিকা তিথি।

তাঁর জাতিসংঘ সফরের সময় উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে: ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে সাক্ষাৎ, বাইডেন আয়োজিত নৈশভোজে যোগদান।

এছাড়াও নিউইয়র্কে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি, বাহরাইনের ক্রাউন প্রিন্স হামাদ বিন ঈসা আল খালিফা, নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী ডিক শফ, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েনের সঙ্গে বৈঠক করবেন ড. ইউনূস। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরও মুহাম্মদ ইউনূসের সাথে বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। এসব বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে আলোচনা হবে বলে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে।

এছাড়া জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক, বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রধান কৌঁসুলি করিম খান, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার পরিচালক সামান্থা পাওয়ার, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘে বাংলাদেশের ৫০ বছর পূর্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন। অধিবেশনে মূল ভাষণ দেবেন ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। অধিবেশণে ড. ইউনূস তাঁর ভাষণে দেশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের গৌরবগাথা আর বাংলাদেশকে তুলে ধরবেন। শ্রদ্ধা জানাবেন অভ্যুত্থানে নিহত সকল শহীদের প্রতি।

জানা গেছে, বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকের পর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতিসংঘের একটি মিলনায়তনে 'জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য হওয়ার ৫০ বছর পূর্তি' অনুষ্ঠান হবে। সেখানে বিশ্ব নেতাদের স্বাগত জানাবেন ড. ইউনূস। গত ৫ দশকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে এবং বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের অবদানের প্রসঙ্গসহ সামনের দিনগুলোতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ানোর আহবান জানাবেন ড. ইউনূস। তবে, নিউইয়র্ক সফরের আলোকে স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে মুহাম্মদ ইউনূসের মিলিত হওয়ার বিষয় এখনো ঠিক হয়নি। এর আগেই ২৬ সেপ্টেম্বর নাগরিক সমাবেশে মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যের কর্মসূচি বাতিল করা হয়।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

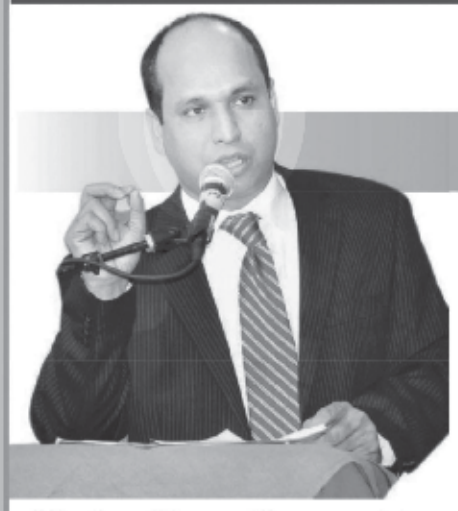

এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোস অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক, নির্বাচন ২০২৪
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর, রবিবার ২০২৪
সেলিম-আলী
পরিষদ
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
সমাজকল্যাণ সম্পাদক প্রার্থী
শিক্ষা, পেশা, সামাজিক কার্যক্রম ও সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ
এম এম (কামিল আল হাদিস) ২০০৬
শাহবাগী জে ইউ কামিল মাদ্রাসা, সিলেট
এমবিএ ২০১৩-২০১৪ লন্ডন স্কুল অব মার্কেটিং (এ আর ইউ)
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও ঃ
এন ওয়াই সি প্রিপেইড ওয়ারলেস ইনক
নির্বাহী সম্পাদক ঃ ইয়র্ক বাংলা
সাধারণ সম্পাদক ঃ
ফাউন্ডেশন অফ গ্রেটার সিলেট, নিউইয়র্ক
সাবেক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ঃ
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক, ২০১৯/২০২২
সাবেক সহকারী শিক্ষক ঃ ইসলাম শিক্ষা
হযরত শাহপরান(রঃ) উচ্চবিদ্যালয়, সিলেট। ২০০৬-২০১০
আজীবন সদস্য ঃ
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক
সদস্যঃ নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব
A10
জামিল আনসারী
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A19) FOR SELIM-ALI PANEL
সেলিম-আলী পরিষদকে A লাইনে আপনার মূল্যবান ভোট দিন
আপনাদের মূল্যবান ভোট ও দোয়া প্রার্থী
সেলিম-আলী পরিষদ
আপনার ভোট ও দোয়া প্রার্থী
PLEASE VOTE FOR
SALIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

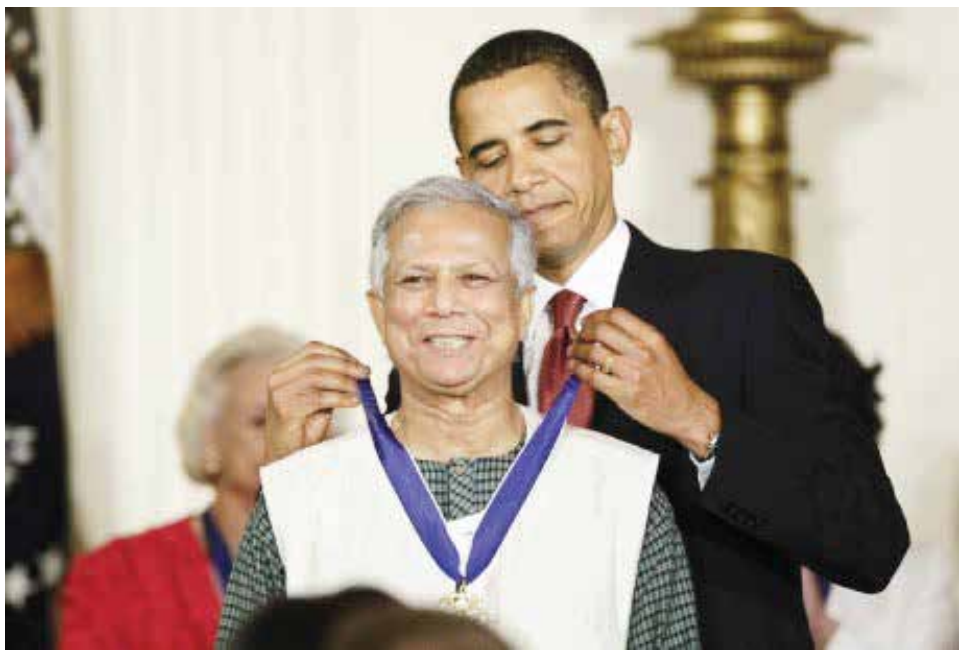

(৪র্থ পাতার পর) বাংলাদেশেই নয় বরং অন্যান্য অনেক দেশেও। আর্থিক নিরাপত্তা ছাড়াই দরিদ্র মানুষদের ঋণ দেওয়া অসম্ভব ধারণা মনে হয়েছিল। তিন দশক আগে বিনয়ী সূচনা থেকে, ইউনুস, প্রধানত গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে, ক্ষুদ্রঋণকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত করেছেন।'

নরওয়েজীয় নোবেল কমিটি

তিনি প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পান। গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারের খবর পাওয়ার পর, ইউনূস ঘোষণা করেন যে তিনি ১৪ লক্ষ (২০২৪ সালে প্রায় ২১ লক্ষের সমতুল্য) পুরস্কার অর্থের একটি অংশ ব্যবহার করে দরিদ্রদের জন্য কম খরচে, উচ্চ পুষ্টির খাবার তৈরির জন্য একটি কোম্পানি গড়ে তুলবেন; বাকিটা তার নিজ জেলা চট্টগ্রামে ইউনুস বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বাংলাদেশে দরিদ্রদের জন্য একটি চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করবেন। প্রাক্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ইউনুসকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার পক্ষে জোরালো সমর্থন প্রদান করেন। তিনি রোলিং স্টোন ম্যাগাজিনে এবং তার আত্মজীবনী মাই লাইফ-এ এই বিষয়ে লিখেন। ২০০২ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলিতে দেওয়া একটি ভাষণে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ইউনুসকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, 'একজন ব্যক্তি হিসেবে যার অনেক আগেই নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল এবং আমি এই কথা বলতেই থাকব যতক্ষণ না তারা অবশেষে তাকে এটি দেয়া হয়। অপরদিকে, দি ইকোনমিস্ট স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, যদিও ইউনুস দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে চমৎকার কাজ করছেন, এটা তাকে শান্তি পুরস্কার দেওয়ার জন্য যথাযথ নয়, উল্লেখ করেঃ ".....নোবেল কমিটি আরও সাহসী এবং কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারত যদি তারা ঘোষণা করত যে এবার কোনো পুরস্কারপ্রাপ্ত নেই।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ

২০০৬ সালের শুরুর দিকে, ইউনুস এবং নাগরিক সমাজের অন্যান্য সদস্যরা যেমন রেহমান সোবহান, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, কামাল হোসেন, মতিউর রহমান, মাহফুজ আনাম এবং দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সৎ এবং পরিচ্ছন্ন প্রার্থীদের সমর্থনে একটি প্রচারে অংশ নেন। সেই বছরের শেষের দিকে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করার কথা বিবেচনা করেন। ২০০৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী ইউনুস একটি খোলা চিঠি লিখেন, যা বাংলাদেশী সংবাদপত্র 'ডেইলি স্টার'-এ প্রকাশিত হয়। তিনি নাগরিকদের তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে মতামত চেয়ে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, যার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সঠিক নেতৃত্ব এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। চিঠিতে তিনি সবাইকে সংক্ষেপে লিখতে বলেন যে তিনি কীভাবে এই কাজটি করবেন এবং তারা কিভাবে এতে অবদান রাখতে পারেন। অবশেষে ইউনুস ঘোষণা করেন যে তিনি ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সালে নাগরিক শক্তি নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে ইচ্ছুক।

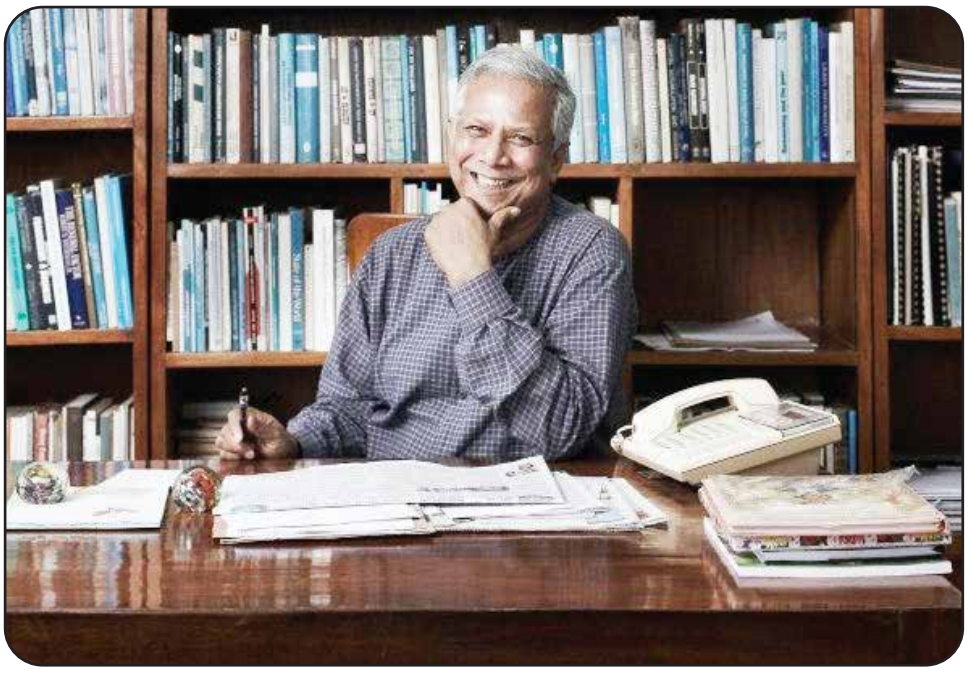

সে সময়ে জনশ্রুতি ছিল যে, সেনাবাহিনী তাকে রাজনীতিতে আসার জন্য সমর্থন করেছিল। তবে ৩ মে ইউনুস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ফখরুদ্দিন আহমেদের সাথে সাক্ষাতের পর তিনি তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনা পরিত্যাগের ঘোষণা দেন।

২০০৭ সালের জুলাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে, নেলসন ম্যান্ডেলা, গ্রাসা মাচেল এবং ডেসমন্ড টুটু বিশ্ব নেতাদের সমন্বিত একটি গ্রুপ করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী কঠিন সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য তাদের প্রজ্ঞা, স্বাধীন নেতৃত্ব এবং সততার মাধ্যমে অবদান রাখা। নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁর ৮৯তম জন্মদিনের উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে এই নতুন গ্রুপ 'দ্য এল্ডার্স' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। ইউনুস এই গ্রুপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি এল্ডার পদ থেকে পদত্যাগ করেন, তাঁর কাজের ব্যস্ততার কারণে সদস্যপদে যথাযথ অবদান রাখতে অক্ষম বলে উল্লেখ করেন।

ইউনুস আফ্রিকা প্রগ্রেস প্যানেল (এপিপি)-এর সদস্য, একটি দশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রুপ যারা আফ্রিকার ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই উন্নয়নের পক্ষে উচ্চ পর্যায়ে প্রচারণা চালায়। প্রতি বছর এই প্যানেল একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, আফ্রিকা প্রগ্রেস রিপোর্ট, যা মহাদেশের জন্য তাৎক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তুলে ধরে এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রস্তাব করে। ২০০৯ সালে জুলাইয়ে ইউনুস দারিদ্র নিরসনে সহায়তা করার জন্য এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য হন। এই বোর্ড উন্নয়ন সংস্থার মূল বিষয় ও নীতি প্রণয়নে পরামর্শ প্রদান করে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ইউনুস 'এসএনভি নেদারল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন'-এর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য হন। এই বোর্ড সংস্থাটির দারিদ্র্য নিরসনের কাজকে সহায়তা করে। ২০১০ সাল থেকে ইউনুস 'ব্রডব্যান্ড কমিশন ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট'-এর একজন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এটি একটি জাতিসংঘ উদ্যোগ, যা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবহার করতে চায়। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি-মুন কর্তৃক স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের কমিশনের সদস্য হিসেবে নিয়োগ পান। এই কমিশনের সহ-সভাপতি ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমা। ২০১৬-২০১৭ সালের রোহিঙ্গা গণহত্যার পর, ইউনুস মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করার আহবান জানান।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

মুহাম্মদ ইউনূস ১৯৯৬ সালে সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণআন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর বাংলাদেশে রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি হয়। এসময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মুহাম্মদ ইউনূসকে বাংলাদেশ সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে প্রস্তাব করে। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে তাকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৮ আগস্ট ২০২৪ তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন।

বিতর্ক

শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারী গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম পর্যালোচনার ঘোষণা দেয়। ফেব্রুয়ারীতে মেরি রবিনসন-সহ বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক নেতা ইউনূসের পক্ষে সমর্থন বাড়াতে শুরু করেন, এর মধ্যে অন্যতম উদ্যোগ হচ্ছে 'ফ্রেন্ডস অফ গ্রামীণ' নামে একটি আনুষ্ঠানিক সমর্থক নেটওয়ার্ক গঠন।

২০১১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ঘোষণা করেন যে তদন্ত চলাকালীন ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক থেকে 'দূরে থাকা' উচিত। ২০১১ সালের ২ মার্চ মুজাম্মেল হক- ব্যাংকের একজন প্রাক্তন কর্মচারী, যাকে সরকার জানুয়ারীতে চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছিল- ঘোষণা করেন যে ইউনূসকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক জান্নাত-ই-কাওনাইন একটি বিবৃতিতে জানান যে বিতর্কের আইনি দিকগুলো পর্যালোচনা না হওয়া পর্যন্ত ইউনূস 'তার পদে বহাল' রয়েছেন।

২০১১ সালের মার্চে ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ থেকে তাকে অপসারণের বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। একই দিনে, গ্রামীণ ব্যাংকের নয়জন নির্বাচিত পরিচালক দ্বিতীয় একটি রিট আবেদন দাখিল করেন। ইউএস সিনেটর জন কেরি ৫ মার্চ ২০১১ তারিখে একটি বিবৃতিতে ইউনূসের প্রতি তার সমর্থন প্রকাশ করেন এবং এই ঘটনায় তিনি 'গভীরভাবে উদ্বিগ্ন' বলে ঘোষণা করেন। একই দিনে বাংলাদেশে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ করে এবং ইউনূসকে সমর্থন করতে মানববন্ধন গঠন করে।

রিট আবেদনগুলোর শুনানি ৬ মার্চ ২০১১ তারিখে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু স্থগিত করা হয়। ২০১১ সালের ৮ মার্চ আদালত ইউনূসের বরখাস্ত নিশ্চিত করে।

'সুদখোর' অভিযোগ এবং ক্ষুদ্রঋণের কার্যকারিতা'

মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এমন একটি প্রেক্ষাপটে করা হয়েছিল যেখানে কিছু মানুষ ক্ষুদ্রঋণের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিলেন। এর পেছনে ছিল ভারত ও মেক্সিকোর কিছু লাভজনক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (এমএফআই) কার্যকলাপ। কিছু নির্দিষ্ট এমএফআই-তে ঋণ আদায়ের জন্য জোর-জবরদস্তি, সামাজিক চাপ এবং শারীরিক হয়রানি ব্যবহার করা হতো বলে জানা যায়। ক্ষুদ্রঋণের বাণিজ্যিকীকরণের কারণে ইউনূস বলেন যে তিনি 'কখনও কল্পনাও করেননি যে একদিন ক্ষুদ্রঋণ নিজস্ব ধরনের সুদখোর সৃষ্টি করবে।'

মুনাফার লোভে কিছু লাভজনক এমএফআই প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) করতে আকৃষ্ট হয়, যার মধ্যে রয়েছে ভারতের সবচেয়ে বড় এমএফআই, এসকেএস মাইক্রোফিনান্স, যারা ২০১০ সালের জুলাইয়ে একটি আইপিও করে। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে ইউনূস এই আইপিওর সমালোচনা করেন; ক্লিনটন গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ সভায় এসকেএস-এর প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম আকুলার সাথে একটি বিতর্কে তিনি বলেন, 'ক্ষুদ্রঋণ গরিবদের থেকে অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষকে প্রলোভিত করার বিষয় নয়। আপনি সেটাই করছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল বার্তা।' প্রকৃত সুদের হার গণনা বিভিন্ন রকম হলেও, একটি হিসাবে গ্রামীণের গড় হার প্রায় ২৩% (মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে তুলনীয়) বলে দেখা যায়। ২০০৬ সালের আরেকটি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতির হারকে ছাড়িয়ে গিয়ে অনেক বেশি সুদের হার দেখা যায়।

অভিযোগের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

২০১০ সালের ডিসেম্বরে নরওয়ে সরকার গ্রামীণ ব্যাংককে তহবিল অপব্যবহার বা আত্মসাতের সব অভিযোগ থেকে দ্রুত নির্দোষ ঘোষণা করা সত্ত্বেও ২০১১ সালের মার্চে বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ ব্যাংকের সকল কার্যক্রমের উপর তিন মাসের একটি তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তের কারণে মুহাম্মদ ইউনূস ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

২০১১ সালের জানুয়ারীতে ইউনূস একটি মানহানির মামলায় আদালতে হাজির হন। এই মামলাটি ২০০৭ সালে একটি ছোট বামপন্থী দলের স্থানীয় এক রাজনীতিবিদ দায়ের করেছিলেন। মামলার কারণ ছিল ইউনূস এএফপি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া একটি বক্তব্য, 'বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্য কাজ করেন। এখানে কোনো আদর্শ নেই'। শুনানিতে ইউনূসকে জামিন দেওয়া হয় এবং পরবর্তী শুনানিগুলিতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

এই তদন্তগুলি সন্দেহের উদ্রেক করে যে এমন অনেক আক্রমণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে, যার কারণ হতে পারে ২০০৭ সালের শুরুর দিকে থেকে শেখ হাসিনা এবং ইউনূসের মধ্যে কঠিন সম্পর্ক, যখন ইউনূস নিজের একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন, যদিও তিনি ২০০৭ সালের মে মাসে সেই প্রচেষ্টা বাদ দেন।

অংশীদারদের সম্পর্কিত অভিযোগ : খাদ্য মামলা এবং ফোন মামলা

২০১১ সালের ২৭ জানুয়ারীতে ইউনূস ঢাকা সিটি করপোরেশন (ডিসিসি) খাদ্য নিরাপত্তা আদালতের দায়ের করা একটি খাদ্য ভেজাল মামলায় আদালতে হাজির হন। এই মামলায় তাকে 'ভেজাল' দই উৎপাদনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, যার চর্বি উপাদান আইনগত ন্যূনতম মাত্রার নিচে ছিল। এই দই গ্রামীণ ডানোন দ্বারা উৎপাদিত হয়, যা গ্রামীণ ব্যাংক এবং ডানোনের মধ্যে একটি যৌথ সামাজিক ব্যবসায় উদ্যোগ। এর উদ্দেশ্য হলো দই বিক্রেতাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা এবং পুষ্টি-সমৃদ্ধ দইয়ের মাধ্যমে শিশুদের পুষ্টির উন্নতি করা। ইউনূসের আইনজীবীর মতে, এই অভিযোগগুলি 'মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন'।

২০১২ সালের একটি স্বাধীন পাবলিক কমিশনের তদন্ত গ্রামীণ ব্যাংক পরিদর্শন করে বলে যে ইউনূস তার কর্তৃত্বকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং তার পরিচালনার সময়কালে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠিত হয় যে ইউনূসের কার্যকালে গ্রামীণ ব্যাংকের জামিনদার হিসেবে কাজ করার এবং স্বাধীন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদান করার আইনি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে (ক) গ্রামীণফোন প্রতিষ্ঠা ও অর্থায়ন সম্পর্কে, যা একটি লাভজনক টেলিকমিউনিকেশনস সংস্থা যা প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের জন্য একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নরওয়েজীয় সরকারি মালিকানাধীন বহুজাতিক টেলিনর-এর সাথে ইউনূস দ্বারা, এবং (খ) ইউনূস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলির একযোগে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা অর্থায়নে গ্রামীণ ব্যাংকের সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে। কমিশন গ্রামীণ ব্যাংকের আইনি অবস্থানও পরীক্ষা করে এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে এটি আইনগতভাবে সরকারি অর্থাৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান, যার উপর রাষ্ট্রের অযোগ্য তত্ত্বাবধান এবং অতীতে ইউনূস কর্তৃক (সম্ভবত অজ্ঞাতসারে) ভুল উপস্থাপনার ফলে ব্যক্তিগত মালিকানার জনপ্রিয় ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। কমিশনের প্রতিবেদনে বর্তমান গ্রামীণ ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, টেলিনরের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সরকার এবং ইউনূসের সমর্থকদের দ্বারা কমিশনের তদন্তে বাধা সৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবেদনের পূর্ণ তাৎপর্য এখনও বাংলাদেশের রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া বা ইউনূস-সমর্থক প্রেস রিলিজে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা হয়নি, যেখানে এগুলি ইউনূসকে অন্তত বাংলাদেশী সরকারি-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে দুর্নীতির সহযোগী হিসেবে অন্য পক্ষের সাথে ষড়যন্ত্রে জড়িত বলে ইঙ্গিত করে।

বিচার

ইউনূস বাংলাদেশে ১৭৪টি মামলার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যার মধ্যে ১৭২টি ছিল দেওয়ানি মামলা, কারণ আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতায় থেকে গিয়েছিলেন। অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল শ্রম আইন লঙ্ঘন, দুর্নীতি এবং অর্থ পাচার, যা ইউনূস দাবি করেছিলেন রাজনৈতিকভাবে প্রণোদিত।

হাসিনা ইউনূসের বিরুদ্ধে একাধিক বিচার শুরু করেন। প্রথমে তিনি ২০১০ সালে ইউনূসকে বিচারের মুখোমুখি করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে অপসারণ করেন, তার বয়সের কারণ দেখিয়ে। ২০১৩ সালে তিনি দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেন, কারণ তিনি কথিত অনুমতি ছাড়া আয় করেছিলেন, যার মধ্যে ছিল তার নোবেল শান্তি পুরস্কারের অর্থ এবং বই বিক্রির রয়্যালটি। ইউনূসের বিরুদ্ধে এই ধারাবাহিক বিচার বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করে, গ্রামীণ ব্যাংকের ৮৩ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত নারী থেকে শুরু করে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে পর্যন্ত।

বিকাশ বাজাজ ২০১৩ সালের ৭ নভেম্বর লিখেছিলেন:

বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ ব্যাংক এবং এর প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে চলা অভিযানে তাদের সর্বশেষ ট্রাম্প কার্ড খেলেছে। গত সপ্তাহে আইন প্রণেতারা একটি আইন পাস করেছেন যা কার্যত ব্যাংকটিকে জাতীয়করণ করেছে। এই ব্যাংকটি দরিদ্র মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার ধারণার পথিকৃৎ ছিল। নতুন আইনের মাধ্যমে ৮.৪ মিলিয়ন গ্রামীণ মহিলা, যারা ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ারের মালিক, তাদের কাছ থেকে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

২০২৪ সালের ১ জানুয়ারী বাংলাদেশের একটি আদালত ইউনূস এবং গ্রামীণ টেলিকম-এর তিনজন কর্মচারীকে শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছিল। তবে আদালত আপিলের জন্য জামিন মঞ্জুর করেছিল। আদালতের রায়ের প্রতিক্রিয়ায় মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, যে দোষ আমরা করি নাই, সেই দোষের ওপরে শাস্তি পেলাম। এটা আমাদের কপালে ছিল, জাতির কপালে ছিল, আমরা সেটা বহন করলাম।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইউনূসের দোষী সাব্যস্তকরণকে বিচার ব্যবস্থার 'স্পষ্ট অপব্যবহার' বলে ঘোষণা করেছিল। পরবর্তীতে আপিলের প্রেক্ষিতে ২০২৪ সালের ৭ আগস্ট ড. ইউনূসসহ অন্যরা খালাস পান।

(বাকি অংশ ৩৫ এর পাতায়)

প্রসঙ্গ ঃ

টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা

আজিজুর রহমান

নিউইয়র্ক থেকে প্রচারিত টাইম টেলিভিশন এর অনুষ্ঠানাদি এবং বাংলা পত্রিকা'র খবরাখবর নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর কাছে গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয়। শুধু বাংলাদেশী নয়, এদেশে বসবাসরত ভিন্ন ভাষার ভিন্ন পেশার ও অবস্থানের মানুষের কাছেও এই প্রচারণা ও প্রকাশনার গুরুত্ব আমার বা আমাদের মতো অনেকের কাছেই পরিলক্ষিত হয়েছে এবং অহরহ হচ্ছে। আমরা দেখি আমেরিকার মূলধারার রাজনীতির উচ্চ অবস্থান বিশেষ করে সিনেটর থেকে শুরু করে রাজনীতি ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও ব্যক্তিদের কাছে এই দুটি সংস্থার গুরুত্ব বহমান।

এটি শুধু কথার কথা নয় এসবের রয়েছে সুস্পষ্ট প্রমাণ। প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বিশেষের সুচিন্তিত বক্তব্যে ও মন্তব্যে। এসব মন্তব্যে বা বক্তব্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্যায়ন সহ প্রতিষ্ঠান গুলোর প্রতি একনিষ্ঠ দরদ। মূল্যায়িত এসব বক্তব্য বা মন্তব্য যখনই উচ্চারিত হচ্ছে তখনই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে চলে আসছে এর মধ্যমণি জনাব আবু তাহেরের নাম তার জন্ম, পেশা ও কর্ম সম্পর্কে প্রশংসা যুক্ত নানান মত ও বর্ণনা।

বাংলাদেশের সিলেট জেলায় জন্ম নেয়া একজন তরুণ সাংবাদিক সংবাদপত্রসেবীর বর্তমান আমেরিকার নিউইয়র্কের অবস্থান বাংলাদেশী সমাজেও প্রশংসনীয়। ব্যক্তিগতভাবে অমায়িক, বন্ধুবাৎসল ও ধীর স্থীর স্বভাবের মানুষ আবু তাহেরের রয়েছে বিদেশি স্বদেশী ও স্বভাষী সহ স্বজনদের কাছে সুদৃঢ় গ্রহণযোগ্যতা। পেশা জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আবু তাহের আজ আমেরিকান সমাজেও একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। আর তার এই নিজের গ্রহণ যোগ্যতা ও বিজ্ঞতার সফল প্রকাশই হলো আজকের এই বাংলা পত্রিকা আর টাইম টেলিভিশন। এই প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়োজিত রয়েছে আমেরিকান রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার মান অবস্থান নিয়ে তৎপর। আর এ তৎপরতার লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণ সাধন। শুধু আমেরিকাই নয় এই প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের জন্মভূমি তথা বাংলাদেশ নামক আমদের রাষ্ট্র নিয়েও উপরোল্লিখিত নীতি নিয়মে রয়েছে সদা তৎপর।

পত্রিকায় নিয়োজিত সাংবাদিক সহ সব কর্ম কুশলীরাও রয়েছেন আমেরিকা সহ বাংলাদেশ ও সমাজ নিয়ে তৎপর। তাদের এই মহৎ তৎপরতায় উপকৃত হচ্ছেন আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। নিত্য নতুন খবরাখবর সাথে সুচিন্তিত সম্পাদকীয়, মতামত ও সাহিত্য সৃষ্টির তৎপরতার দ্বারা বাংলা পত্রিকা একদিকে যেমন দায়িত্বে সফল অন্যদিকে স্বদেশী বাংলা ভাষাভাষীর কাছে গ্রহণীয় ও বরণীয়।

একদল ত্যাগী সংবাদসেবী বা সংবাদ কর্মীর সাথে একজন বিজ্ঞ সম্পাদকের সম্মিলনে আজ এই সংবাদপত্রটির আজকের এই অবস্থান বলে আমার বিশ্বাস। আমি বা আমরা বাংলাদেশী সমাজ আশাবাদী নিশ্চয়ই আগামীতে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবে প্রিয় বাংলা পত্রিকা।

বাংলা পত্রিকা'র সাথে টাইম টেলিভিশন ও আগামীতে আরো সফল হবে বলে বিশ্বাস।

২০১৩ সালে আমেরিকায় আসার পর প্রথম সাক্ষাৎ হয় টাইম টেলিভিশন অফিসে সিইও আবু তাহেরের সাথে। সাক্ষাৎ এর পর আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি জানান যে, টাইম টেলিভিশন নামে একটি সম্প্রচার কেন্দ্রের কাজ শুরু করেছেন। শুনে খুবই খুশী হলাম কারণ দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ পরে যখন উনার সাথে আবারও দেখা করতে আসছিলাম তখনই শুনেছিলাম তার নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে এই বাংলা পত্রিকা। আর পত্রিকার সাথে টেলিভিশন সম্প্রচারের খবরে তখন খুবই উচ্ছসিত হয়েছিলাম।

১৯৮৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারীতে আবু তাহের সাহেবের সাথে সেময়ের শেষ দেখা হয় সিলেটের সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা ময়দানে। মাদ্রাসা ময়দানে বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীর নামাজে জানাজার অনুষ্ঠানে। সেখান থেকে আমরা একসাথে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর দরগাহ শরীফের কবরস্থানে বঙ্গবীরের লাশ দাফনে অংশগ্রহণ করি। দাফন শেষে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর আর দীর্ঘদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। কোনো খবর নেয়ারও সুযোগ হয়নি। খুব সম্ভবতঃ ২০১০ সালে উনার ভাই আবু সাঈদের মাধ্যমে প্রথম জানতে পারি উনার আমেরিকা অবস্থানের খবর। এবং এর কয়েকদিন পর দেখতে পাই বাংলা ভিশনের একটি আমেরিকান প্রতিবেদনে।

২০১৯ সালে যখন আবারো আল্লাহর মেহেরবানীতে টাইম টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্রের অফিসে সিইও'র সাথে দেখা তখন জানলাম সে সময়ে সেখান থেকে সম্প্রচার চলছে। খবরাখবর প্রচার, টকশো ও জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। এসব সফলতার খবরে মুগ্ধ হলাম এবং যাওয়ার পথে প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে টাইম টেলিভিশন-এর লোগো ধরে স্মৃতি হিসাবে সিইও আবু তাহের বা আমাদের প্রিয় তাহের ভাইয়ের সাথে একটা ছবি নিলাম।

আবার ২০২১ সালে আমেরিকা আসার পর সুযোগ হলো টাইম টিভি ও বাংলা পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার। জমকালো এ অনুষ্ঠানে ইউএস কংগ্রেসম্যান সহ আমেরিকার মূলধারার বিভিন্ন স্তরের রাজনীতিবিদ সহ বাংলাদেশী কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বিশেষের উপস্থিতি দেখে অভিভূত হলাম। তাদের মুখে ব্যক্তি আবু তাহের ও তার সম্পাদিত বাংলা পত্রিকা এবং টাইম টেলিভিশন এর প্রশংসায় মুগ্ধ হলাম।

পত্রিকা প্রকাশ ও টিভি সম্প্রচারের দ্বারা তার সমাজ সেবায় সফলতায় আনন্দিত হলাম। উপভোগ করলাম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাতের আহার। এরপর আর দেশে যাওয়া হয়নি। এমনই অবস্থায় ২০২৩ সালে আরেকটি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। গণ্যমান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সফল অনুষ্ঠান নিজ প্রয়োজনে পুরো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারিনি। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেও ভালো লাগলো দুই প্রবীণ সাংবাদিক বন্ধু'র সাথে দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ লাভে।

রাতের ভোজ, মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনতে না পারার আফসোসটুকু সাংবাদিক ইব্রাহিম চৌধুরী ও হেলাল উদ্দিন রানা'র সাক্ষাৎ পাওয়ায় যেনো লাঘব হলো।

এমন-ই অবস্থায় আবারো আয়োজন হতে চলছে প্রতিষ্ঠান দু'টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান। এমতাবস্থায় অন্তরের অন্তস্থল থেকে কামনা করি প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক সফলতা। প্রচার ও প্রসারে ধন্য হোক প্রিয় টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা। সিইও সহ সকল সাংবাদিক ও কলা-কুশলীদের জন্য রইলো অফুরান শুভ কামনা।

নিউইয়র্ক।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক, নির্বাচন ২০২৪

BANGLADESH SOCIETY INC. ELECTION 2024

প্রবাসে বাংলাদেশী পার্লামেন্ট

"ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি ও মূলধারায় অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে জনকল্যাণে পরিক্ষিত সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সার্বজনীন"

২৭ অক্টোবর নির্বাচনে

রুহুল-জাহিদ

পরিষদ

রুহুল আমিন সিদ্দিকী
সভাপতি
RUHUL AMIN SIDDIKI
PRESIDENT

জাহিদ মিন্টু
সাধারণ সম্পাদক
JAHID MINTO
GENERAL SECRETARY

PLEASE VOTE FOR RUHUL-JAHID PANEL

ফারুক চৌধুরী
সিনিয়র সহ সভাপতি
FARUK CHOUDHURY
SENIOR VICE PRESIDENT

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
সহ সভাপতি
AMINUL ISLAM CHOWDHURY
VICE PRESIDENT

সরোয়ার খান বাবু
সহ সাধারণ সম্পাদক
SARWOR KHAN BABU
ASST. GENERAL SECRETARY

নওশেদ হোসেন
কোষাধ্যক্ষ
NOASHED HOSSAIN
TREASURER

মোঃ সাদী মিন্টু
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD. SAADI MINTU
ORGANIZING SECRETARY

মনিকা রায় চৌধুরী
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
MANIKA ROY CHOWDHURY
CULTURAL SECRETARY

নাদির আহমেদ আইয়ুব
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
NADIR AHMED AYUB
SOCIAL WELFARE SECRETARY

রোমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক
ROMANA AHMED
LITERATY SECRETARY

আলমগীর হোসেন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
ALAMGIR HOSSAIN
SPORTS & ENT. SECRETARY

শাহনাজ হোসেন
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
SHAHANAZ HOSSAIN
SCHOOL & EDUCATION SECRETARY

আবদুর রব মিয়া
কার্যকরী সদস্য
ABDUR RAB MIA
EXECUTIVE MEMBER

মোঃ তাজু মিয়া
কার্যকরী সদস্য
MD. TAJU MIAH
EXECUTIVE MEMBER

নজরুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
NAZRUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER

রফিকুল ইসলাম ডালিম
কার্যকরী সদস্য
RAFIQUL ISLAM DALIM
EXECUTIVE MEMBER

মোঃ সাইফুল ইসলাম
কার্যকরী সদস্য
MD. SAIFUL ISLAM
EXECUTIVE MEMBER

রুহুল-জাহিদ পরিষদ আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী

রুহুল-জাহিদ পরিষদ

আপনাদের ভোট ও দোয়া প্রার্থী

PLEASE VOTE FOR

RUHUL-JAHID PANEL

প্রচারেঃ রুহুল-জাহিদ পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

সবাস বাংলাদেশ

স্বাগতম ও শুভেচ্ছা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নোবেল লরিয়েট ড. মুহাম্মদ ইউনূস-কে

আপনার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশকে সুখী ও সমৃদ্ধির দিকে যেভাবে নিয়ে যাচ্ছে তাতে আমরা জাতি হিসেবে গর্বিত

বিপ্লবোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে প্রথম জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদানে সারা জাতি আজ গর্বিত ও আনন্দিত

স্যার, আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি

ড. শওকত আলী

অর্থনীতিবীদ

অধ্যাপক, লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক

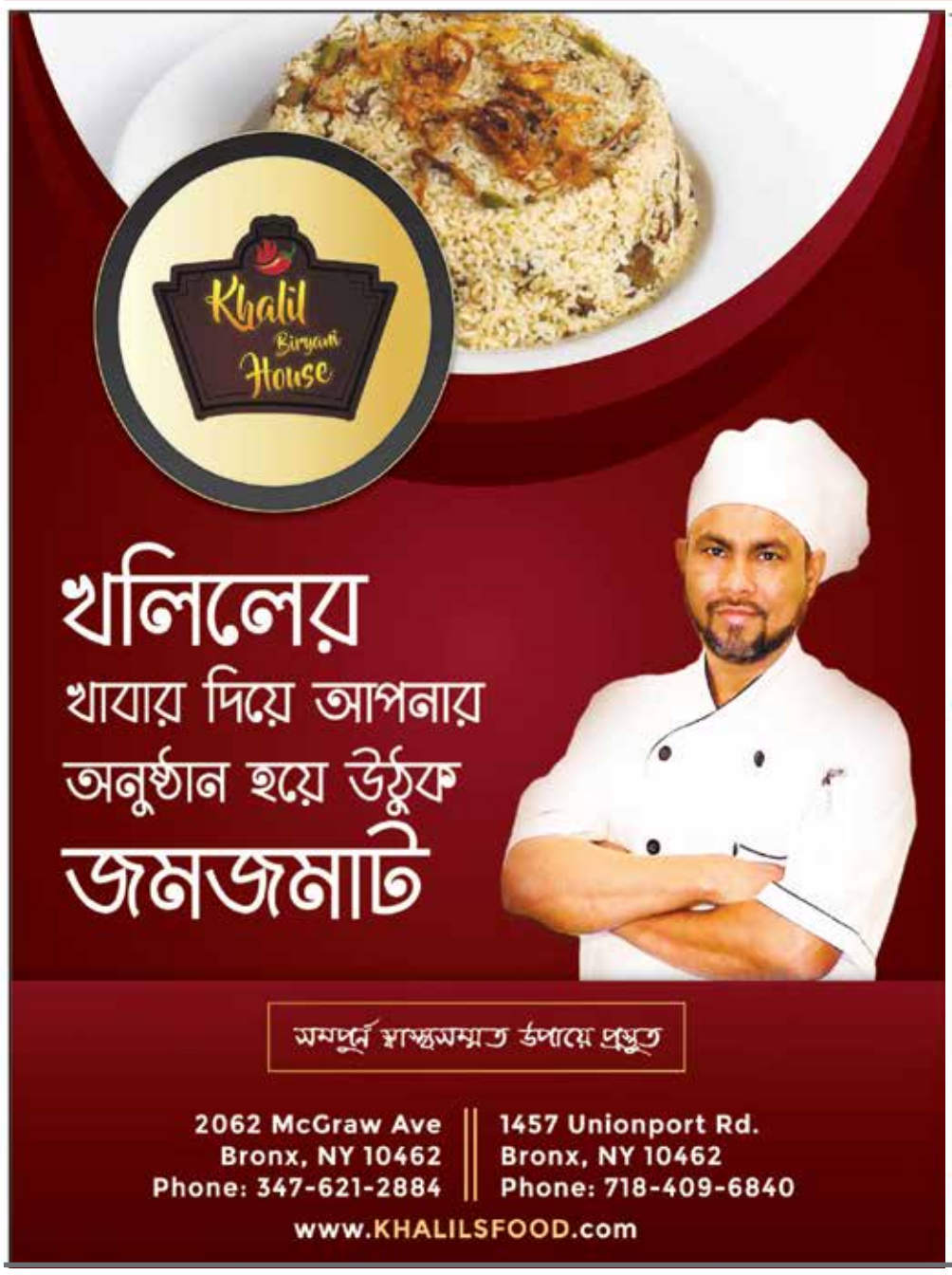

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এবং এলামনাই এসোসিয়েশন'র সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রথমেই স্মরণ করছি ৫ আগস্ট আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে যে অভ্যুত্থান হয়ে গেছে, সেই অভ্যুত্থানের রূপকার সকল শহীদ ভাই-বোনদের। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছে এবং পঙ্গুত্ব বরণ করে এখনো হাসিমুখে দেশকে নিয়ে আগামীর শুভদিনের স্বপ্ন দেখছে।

শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা তাদের সকলের পরিবার-পরিজনের প্রতি যারা ধৈর্য্য ধরে আছে এবং এই পুরো সময়টা সবরকম সহায়তা দিয়ে গেছেন। দেশের প্রতিটি মানুষ যারা নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে শেষ মূহুর্তে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। দিয়েছেন খাবার, অর্থ, ঔষধ, সাহস এবং ভরসা; সেই সকল মানুষদের জানাই বিপবের লাল সালাম। আপনারা আমরা আজ সকলেই একই কাতারে একই উদ্দেশ্যে সফল।

উপস্থিত সকল গুনী সাংবাদিকবৃন্দ, আমার সহপাঠি এবং বড়ভাই বোন, আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকের এই আয়োজনে অংশ নেবার জন্য। সালাম, আদাব এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই সংবাদ সম্মেলন।

আমরা বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এবং এলামনাই এসোসিয়েশন, দেশের যে কোনো ক্রান্তিলগ্নে সর্বচ্চো চেষ্টা করেছি দেশের জন্য কাজ করতে। প্রাকৃতিক দূর্যোগ পরবর্তী ক্রাউড ফান্ডিং করে দেশে ত্রাণ সহায়তা থেকে, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, কোটা সংস্কার আন্দোলন, এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশের নিরীহ জনতা এবং ছাত্রদের প্রতি আমাদের একাত্মতা এবং সংহতি বরাবরের মতোই ছিলো। আমরা সংহতি প্রকাশ করেছি ইউএন অফিসের সামনে, বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের সামনে। এমনকি জনমত গঠন করে আন্দোলন করেছি জ্যাকসন হাইটস, হিলসাইড এবং টাইমস স্কয়ারের মতোন জায়গাতে। নিয়মিত সোচ্চার থেকেছি বেশ কিছু টেলিভিশনের নিয়মিত টকশোতে। এবং সেই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি কিছু দাবী তুলে ধরতে।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে অভিবাদন এবং অভিনন্দন জানাই। সেই সাথে শুভেচ্ছা জানাই উপদেষ্টা পরিষদের সকল সদস্যমন্ডলীদের। দেশের প্রতি একনিষ্ঠতার সাথে আপনারা দায়িত্ব পালন করে দেশকে একটা অবকাঠামোগত সংস্কারের সূচনা আপনাদের হাত ধরে আসবে এইটা দেশের সকল মানুষের প্রত্যাশা।

আজকে আমরা যারা উপস্থিত আছি এখানে, 'বাংলাদেশ' আমাদের সবার কাছে একটা কমন ইমোশন। এক ছাদের নীচে আমরা সবাই বাংলাদেশী। আদর্শিক বা মূলচিন্তাধারা সকলের এক না হলেও, আমরা সবাই জানি দীর্ঘমেয়াদি সরকারব্যবস্থা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে একনায়কতন্ত্র কায়েম করছিলো। উন্নয়নের বুলি দিয়ে ক্ষুন্ন করা হয়েছে মানুষের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারকে। আমরা যে বাংলাদেশকে ছোট থেকে অসাম্প্রদায়িক বলে জেনে এসেছি, সেই দেশে ডিভাইড এন্ডপ্রুল জারি করে ধীরে ধীরে বাইনারি রাজনীতি কায়েম করা হয়েছে। এবং এই বাইনারি রাজনীতির প্রধান হাতিয়ার করা হয়েছিলো মুক্তিযুদ্ধকে। একটা রাজনৈতিক দল ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের মতোন মহান অর্জনকে নিজের দলের স্বার্থে ব্যবহার করে দেশের সাধারণ মানুষকে ঠেলে দিতো একটা চরমপন্থী পরিচয়ের দিকে। এবং গনতান্ত্রিক সরকারের ফ্যাসিস্ট হয়ে ওঠার প্রথম ধাপ ছিলো এটা। আমরা চাই বাংলাদেশে এমন বাইনারি রাজনীতি আর থাকবে না। আমরা বিএনপি বনাম আওয়ামিলীগ, হিন্দু বনাম মুসলিম, জামাতি বনাম বামাতি, প্রগতিশীল বনাম প্রতিক্রিয়াশীল দেখতে চাইনা। পরবর্তী সরকার কেবিনেটে আমরা চাই একটা মিশ্র পার্লামেন্ট যেখানে সবাই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দেশের প্রায়োজনীয় উন্নয়ন এবং অগ্রগতিতে কাজ করবে।

একটা জাতিকে আপনি যদি সারাজীবনের জন্য পঙ্গু করে দিতে চান তবে তাদেরকে মূর্খ করে রাখুন। আমার এই একটা লাইন আপনাদেরকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিগত কয়েক বছর বা কয়েক দশকের ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে যাবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিমান অযৌক্তিক পরিবর্তন আমরা প্রতিবছর দেখি, স্কুল পর্যায়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেওয়ার খুবই সুক্ষ্ম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে আসছে। সিলেবাস, বই, পরিক্ষা, কিংবা ক্লাস কারিকুলাম হাতের মোয়া না যে আমরা প্রত্যেক বছর ইচ্ছা হলেই পরিবর্তন করে নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করবো। আজকে শর্ট সিলেবাস কালচার, আর অনুকরনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে আমাদেরকে স্কুল এবং কলেজের কারিকুলামে যৌক্তিক বিষয়ের উপর পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে। আমরা সবাই হয়তো নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে চিনি, 'তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দিবো'! আইরোনিক্যালি বাবা মা যদি পড়াশুনা না জানেন তাও একটা সন্তান কিন্তু অনেক দূর যেতে পারে শিক্ষাদিক্ষা নিয়ে। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিতিদের মধ্যে খুঁজলেই এমন পেয়ে যাবো। কিন্তু সমস্যাটা কোথায় জানেন? যারা আমাদেরকে শিক্ষা দিবে তাদের মাঝে। আমরা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক নিয়োগে রাজনৈতিক মদদ দেখেছি। একটা ফ্যাসিস্ট সরকার পরিবর্তনের পর যত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজে থেকে পদত্যাগ করেছেন, এমন লজ্জার নজির অন্য কোনো দেশে আছে কি না আমরা জানিনা। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষক ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন উনার রেসুম্যি ৬৫ পৃষ্ঠার। অথচ এর আগে নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসি শুধু আওয়ামিলীগ করলেই হইতো। রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে তো ভিসি লবিং এর মাধ্যমে নিজের মেয়ে জামাইকে লেকচারার পদে আসীন করেছিলেন। আমরা চাই এসব বন্ধ হোক। ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানীরা বুদ্ধিজীবী নিধন করে গেছিলো যেনো একটা জাতি মেধাশুন্য হয়ে যায়। সেই প্রক্রিয়া আমরা রাজনৈতিক দলের কর্মীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার মাধ্যমে দ্বিতীয়বার জাতিকে মেধাশুন্য করার উদ্দেশ্য হিসেবে ধরে নিতেই পারি। দেশের সর্বচ্চো বিদ্যাপিঠে আমরা চাই যোগ্য শিক্ষক, যারা রাজনীতি নয় বরং রিসার্চ এবং ইনোভেশন নিয়ে কথা বলবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় জাতি ধর্ম বর্ণ আদর্শ সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকলেও সবাইকে একটা বিষয়ে আপনি একইভাবে দেখতে পাবেন, সেটা হচ্ছে 'মব জাস্টিস'। মব জাস্টিসের যে ধারাবাহিকতা এইটা আসছে রাজা বাদশাহদের আমল থেকেই। ইংরেজরা এই মব জাস্টিসের ফায়দা নিয়ে বহু মানুষকে নির্যাতন করেছে। এবং এই বর্তমান সময়ে এসেও আমরা নিত্যদিন দক্ষিন এশিয়ার কোনো না কোনো দেশে এই বিচার বহির্ভূত মব জাস্টিস দেখতে পাই। অভ্যুত্থান পরবর্তী সরকার ব্যবস্থায় যে জেনারেশনাল একটা পরিবর্তন এসেছে, আমরা বিশ্বাস করি এখনই উত্তম সময় এই মব জাস্টিস তথা বিচার বহির্ভূত বিচার ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে নির্বাহী তথা শাসন বিভাগ আর বিচার বিভাগকে ঢেলে সাজাতে হবে। নির্বাহী বিভাগকে সর্বচ্চো ব্যবহার করে আমাদের জনগন এবং জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের ধর্মীয় উৎসব বা জাতীয় উৎসবে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত সহ, সামাজিক যে কোনো অপরাধ, বাজার নিয়ন্ত্রন, সাইবার ক্রাইম রোধে আমাদের শাসন বিভাগের নিরপেক্ষ ভূমিকা নিশ্চিতকরণ আবশ্যিক। বিগত দিনের অহেতুক জনগনকে হয়রানি সহ যারা, সরকার কর্তৃক গুম খুন হত্যার সাথে যুক্ত ছিলো তাদেরকে বহিষ্কার সহ, দলীয় লেজুড়বৃত্তিক সদস্যদের ইস্তফা দিয়ে দেশপ্রেমিক এবং দায়িত্ববান সদস্য নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে হতে হবে জনবান্ধব।

একটা দেশের মানুষ তখনই সরকারব্যবস্থার উপর আস্থা হারায় যখন সেখানে কোনো জবাবদিহি থাকে না। সাগর রুনির হত্যার বিচার ৪৮ ঘন্টা থেকে এখন ৪৮ বছরের অপেক্ষায়। ক্যান্টনমেন্টের মতো সিকিউর এলাকায় তনু ধর্ষন যার রহস্য আজও কাওকে জানতে দেওয়া হয়নি, পাবলিক ট্রান্সপোর্টে নিত্যদিনের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট থেকে মাদ্রাসায় বলাৎকারের মতোন জঘন্য ইনসিডেন্ট। ভূমিদখল, প্রসাশনিক কাজে ঘুষ, লাঞ্চের পর আসেন কালচার, ঘাট থেকে শুরু করে টোল বুথের নামে চাঁদাবাজি। এসকল কিছু বন্ধ কেবল সেদিনই সম্ভব, যেদিন আইন সবার জন্য সমান হবে। নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত, এবং সুপ্রিম কোর্টকে স্বাধীন করতে হবে। যখন দেশের সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে চিফ জাস্টিস সহ সকল উচ্চ পদস্থ বিচারকমন্ডলী পদত্যাগ করতে চায়, তখন আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে এই বিচার ব্যবস্থা কতটা কোরাপ্টেড, ম্যানুপুলেটেড এবং একতরফা ছিলো। আপনি বলতে পারেন, এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আদালত আস্থা হারিয়েছে। ওয়েল, ইন দ্যাট কেস আদালত একমাত্র উইং যারা জনগনের পক্ষে কিংবা নিউট্রাল গ্রাউন্ড থেকে সরকারকে পরামর্শ দিতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে আদেশ করতে পারে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি একমাত্র কোরাপশান আর দলীয় মতাদর্শ না থাকলে এহেন গুরুদায়িত্ব ছেড়ে পালাবার কথা কেউ ভাববে না। তবে বিগতদিনের কালো অধ্যায় ছাপিয়ে আমরা চাই কন্সটিটিউশনাল ল' কে সংস্কার করতে, ব্রিটিশ শাসনের শিখিয়ে যাওয়া নানান অসংগতিপূর্ন বিচার ব্যবস্থা থেকে বের হয়ে সকলের জন্য সমান আইন নিশ্চিত করতে।

একটা গনতান্ত্রিক দেশের মূলনীতি সবসময় 'অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল নীতিতে চলে।' যখন আপনি এখানে একটা 'কিন্তু, অথচ, অথবা' নিয়ে আসতে চাইবেন তখনই দেশে ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কতন্ত্র কায়েমের পক্ষে আপনি কথা বলছেন। সুতরাং জনগনের দ্বারা নির্বাচিত, জনগনের টাকায় চলা জনপ্রতিনিধিকে প্রপার এডুকেটেড হতে হবে। সেটা সেন্ট্রাল গভমেন্ট থেকে লোকাল গভমেন্ট পর্যন্ত। মিনিমাম একটা লেভেল পর্যন্ত শিক্ষা না থাকলে তারা প্রতিনিধিত্ব করার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

সেই সাথে নির্বাচন কমিশনকে হতে হবে নির্ভিক এবং প্রত্যেক টার্ম শেষে ফেয়ার ইলেকশন নিশ্চিত করতে হবে। ভোটডাকাতি, রাতের ইলেকশনের মতোন টার্ম বিলুপ্ত করতে হবে। এবং ইলেকশন সম্প্রচারের এক্সেস ইজি করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

আপনার কি মনে হয় এই যে এতো এতো সমস্যা এর পিছে দায়ী কে আসলে?

এর উত্তর আপনি হয়তো যার প্রতি আক্রোশ তাকে দিয়ে দিবেন। কিন্তু না। এর পিছে দায়ী একটা সমাজব্যবস্থা। আপনারা সবাই জানেন, তারপরেও আমরা একটু ব্যাপারটাতে আলোকপাত করি আসেন।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা একটা শব্দের সাথে অনেক বেশি পরিচিত হয়েছি। 'ফ্যাসিস্ট' বা 'ফ্যাসিজম' যার উৎপত্তি বিখ্যাত/কুখ্যাত মুসোলিনির হাত ধরে। ফ্যাসিস্ট হচ্ছে যারা সরকারের জন্য কাজ করে, যারা প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে শ্রমিকদের দমিয়ে রাখে, শিক্ষিত বেকার তৈরি করে এবং যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাস করে।

পলিটিক্যাল আর্মি!! অমুক ভাইয়ের ক্যাডার, অমুক কমিটির সহসভাপতি, অমুক দলের নেতা!!

এদের আইডেন্টিটি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রন করা হয়, যেনো তাদের পৃথক কোনো সত্ত্বা, জীবনের দর্শন বা ইচ্ছা, শখ বলে কিছু নাই। এই কারনে আপনারা দেখবেন নিজের ক্যারিয়ার বা পরিবারের আগে এরা দলকে বা রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রাধান্য দেয়। এবং এই গ্রুপের সবচেয়ে বড় অংশটাই শিক্ষিত যুবক বেকার। কোনো এক বিশেষ ব্যক্তির ছত্রছায়ায় ক্যাডার হয়ে জীবন পার করাতেই এদের সার্থকতা। আপনারা এদেরকে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রশিবির হিসেবে চিনে থাকবেন। পরবর্তীতে এরাই যুবলীগ, যুবদল হয়ে টেন্ডারবাজি , চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হয়। এবং যার কারনে সরকারি বেসরকারি সব খাতে দেখি দুর্নীতি, বা ভাগ বাটোয়ারা। ১০০ কোটি টাকার কাজ হয়, ১০০০ কোটি টাকা।

এই দুর্নীতি মনোপলি থেকে বের হতে চাইলে আমাদের প্রয়োজন বেকারত্ব দূর করা। কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীন প্রয়োজন পার্ট টাইম কাজের সূযোগ করে দেওয়া। বিভিন্ন কোম্পানির আভারে যোগ্যতা অনুযায়ী ইন্টার্নির সূযোগ দেওয়া, বা সরকারি কাজে সহায়তার সূযোগ করে দেওয়া। এতে ছাত্রসমাজ, যুবসমাজ কোনো ভাইয়ের তাবেদারি করবে না। শিক্ষাজীবন শেষে কর্ম ক্ষেত্রে যাওয়ার সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকবে কাজের অভিজ্ঞতা এবং সরকারি চাকরির প্রতি কমবে চাহিদা। কারিগরি শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে। আমরা ছাত্রসমাজকে যতো বেশি ক্রিয়েটিভ রাখবো, আমাদের দেশের মানবসম্পদ ততো বেশি ডাইভার্সড এবং শক্ত হবে।

আমাদের দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি গার্মেন্টসের পরেই কৃষি। আমাদের দেশের কৃষক শ্রমিকদের অবস্থা বোধ করি এখন সবচেয়ে খারাপ। দেশের জিডিপি ২৬৮৮.৩১ পয়সা। যেখানে কৃষকেরা সামান্য সারটুকু কিনতে হিমসিম খায়। আমাদের পাটকল, চিনিকল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের চা শ্রমিকেরা নামে মাত্র মজুরি পাচ্ছে। শিল্প কারখানায় বেতন আটকে রাখা হচ্ছে। দেশের সরকার যদি এনার্জির সাপাই সবচেয়ে বেশি দিয়ে থাকে, তবে সেটা শিল্প কারখানায়। গ্যাস, বিদ্যুৎ, এবং ভর্তুকি এ সবকিছু নিয়ে ক্যাপিটালিস্ট শ্রেণী অধিক মুনাফা অর্জন করেই যাচ্ছে আর এসবের পিছে গরীব শ্রমিক শ্রেণী এখনো দিনের নায্য মজুরি টুকু পাচ্ছে না। মার্কেট লবিং করে অল্প দামে ফসলাদি কিনে মজুদ করে বাজারে পন্যের কৃত্তিম সংকট তৈরি করে অধিক দামে একই ফসলাদি বিক্রি করা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় চাল, ডাল থেকে কাঁচাবাজার পর্যন্ড় এর অন্ড়র্ভুক্ত। কিছুদিন আগে মাংসের বাজার কেমন ছিলো আমরা সবাই দেখেছি। রমজান মাসে বাজার কেমন থাকে তাও আমাদের অজানা নয়।

এই সরকার যদি ক্যাপিটালিস্ট গোষ্টীর এই আগ্রাসনকে শেষ না করতে পারে দেশ তবে আরেক ফ্যাসিবাদের রূপ দেখতে পাবে। কৃষকদের নায্য মজুরি দেওয়া থেকে শুরু করে চাষাবাদের প্রয়োজনীয় সকল উপাদির মূল্যে সরকারের ভর্তুকি দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে সেই সাথে বাজার নিয়ন্ত্রনে বিশেষ ইউনিট গঠন এখন সময়ের দাবি। নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট যদি কোনো অবৈধ কারখানা খুঁজে পায় তবে সেগুলো সিলগালা করে পার্মানেন্ট বন্ধ করতে হবে। চাহিদা অন্যায়ী পন্য বাজারে সরবরাহ যদি বন্ধ থাকে, তবে সেই সিন্ডিকেটের প্রত্যেকের লাইসেন্স বাতিল করতে হবে। বাজারে কোনো পন্যের দাম সরকার কর্তৃক বেধে দেওয়া দামের তুলনায় বেশি রাখতে চাইলে সেখানেও বিলম্ব না করে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। একটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ যদি না খেয়ে থাকে তবে সেই দেশের আক্ষরিক উন্নতি আশা করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।

এই দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা আমরা রাজধানী কেন্দ্রিক। ঢাকা ছাড়া একটা কাজ আপনি নিজ শহর থেকে করতে পারবেন না। অন্য শহরে কোনো চাকরি, হাসপাতাল, গভমেন্ট সার্ভিস নাই, গ্রামাঞ্চলের কথা বাদই দিলাম।

তাই রাজধানী ঢাকা বিকেন্দ্রিকরণ অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এডমিনিস্ট্রেটিভ কাজের ক্ষেত্রে দেশকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করে সেক্টর অনুযায়ী লজিস্টিকস ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে হবে। নগরায়নের ক্ষেত্রে প্রোপার প্ল্যানিং করতে হবে। যেখানে সেখানে ফ্লাইওভার, ব্রিজ আর টানেল নির্মান মানেই উন্নয়ন না এই বাস্তবতা বিশ্বাস করতে হবে। আপনি উদাহরণ হিসেবে এই নিউইয়র্ক শহরকেই দ্যাখেন। উন্নত নগরায়নের উদাহরণ দেখতে খুব বেশিদূর যেতে হবে না।

একই কাজ করা হচ্ছে পাহাড়ে। যেখানে সেখানে পাহাড় কেটে রিসোর্ট তৈরি, আদিবাসী গ্রাম দখল এবং সেটেলাররা যা করছে তাতে পাহাড় ধ্বস সহ জুমচাষ কমে যাচ্ছে। আদিবাসীরা অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে। আদিবাসীদের উদাহরণ দিতে যেয়ে তাদের খুঁজে না পেয়ে ব্যবহার করতে হচ্ছে নায়ক সিয়াম আহমেদ এবং তার বৌয়ের ছবি। একটা দেশের জন্য এইটা চরম লজ্জার। অথচ পর্যটনখাতকে উন্নত করে আমরা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করতে পারি। বাংলাদেশের দর্শনীয় সকল স্থানকে জাতীয়করণ এবং সংস্কার করে সেগুলোর যথাযথ প্রচার করা আবশ্যিক। (উদাহরন ইনক্লুড করা লাগবে)

আজকে দেশের এই দুরাবস্থার জন্য দায়ী যদি কাউকে করতেই হয় তবে সেটা ক্যাপিটালিস্ট ব্যবসায়ী, ফ্যাসিস্ট সরকার এবং পাহাড়ি সেটেলারদের দিতে হবে। আপনি নিজের দেশীয় পন্য বাদ দিয়ে যখন অন্য দেশের পন্য কিনবেন, তখন সেই প্রোডাক্টটা যে দেশ উৎপাদন করছে তাদের সফট কলোনীতে আপনি রূপান্তরিত হচ্ছেন। নাহলে কোনো দেশকে বয়কট করার পর আপনাকে অল্টারনেটিভ দেশীয় পন্য খুঁজতে হতো না। আজকে দেশীয় পোষাক থেকে শুরু করে, খাবার এবং সকল নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য আমরা অন্য দেশের থেকে আমদানি করে কিনছি। এবং সেই সাথে ঐতিহ্য হারিয়ে বিলুপ্ত হচ্ছে আমাদের দেশীয় পন্য। এবং যারা এই সকল উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে জড়িত ছিলো, তারাও কাজ হারিয়ে হচ্ছে নিঃস্ব। দেশের সরকার যদি এই সেক্টরে আলোকপাত না করে তবে দিন দিন আমরা বাংলাদশী সকল ঐতিহ্য হারিয়ে পরনির্ভর একটি দেশে পরিণত হবো।

আজকে আমরা দেখছি ইউরোপ সহ বিশ্বের সকল দেশ ফুয়েল এনার্জি থেকে বের হয়ে নেভার এন্ডিং সাস্টেইনেবল এনার্জির দিকে ধাবিত হচ্ছে। সেখানে আমাদের কয়লাবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সহ অধিক মূল্যে কেনো বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে হচ্ছে, এই প্রশ্নের উত্তর সবার অজানা। চেরনোবিলের পর কমবেশি সব দেশ পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কনসেপ্ট থেকেও সরে আসছে। সেখানে রূপপুর তো নয়া হটকেক বাংলাদেশের এনার্জি প্রোডিউসের ক্ষেত্রে। এখন দেখার বিষয় বাংলাদেশের মতোন জনবহুল এই দেশে দক্ষজনবল দিয়ে কতো সুক্ষ্মভাবে এই প্রোজেক্ট চালিয়ে যেতে পারে। আজকে লক্ষ কোটি টাকা ঋণ আমাদের এই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষাতে। আমরা যদি দ্রুততম সময়ের মধ্যে রি-ইউজেবল রিসোর্স এরাতে না ঢুকতে *(বাকি অংশ ২১ এর পাতায়)*

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2024
বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
নির্বাচন ২৭ অক্টোবর ২০২৪
আমাদের প্রতিশ্রুতি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে মূলধারায় শক্ত অবস্থান প্রতিষ্ঠা,
নতুন প্রজন্মের সাথে বাংলাদেশ সোসাইটির সেতুবন্ধন সুদৃঢ় করে সোসাইটিকে
আরো গণমুখী, কল্যাণকর ও জবাবদিহিতামূলক সার্বজনীন সংগঠনে রূপান্তর করা
সেলিম–আলী
পরিষদে ভোট দিন
A1
আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি
Athaur Rahman Salim
President
A4
মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক
Mohammad Ali
General Secretary
A2
মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি
Md. Mohiuddin Dewan
Senior Vice President
A3
কামরুজ্জামন কামরুল
সহ-সভাপতি
Mohammad Kamruz Zamani
Vice President
A5
আবুল কালাম ভূইয়া
সহ-সাধারণ সম্পাদক
Abul Kalam Bhulyan
Asst. General Secretary
A6
মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)
কোষাধ্যক্ষ
Mafijul Islam Bhulyan (Rome)
Treasurer
A7
ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক
MD Z.H. Khan (Duke Khan)
Organizing Secretary
A8
অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
Mostofa A. Raj
Cultural Secretary
নির্বাচিত
রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক
Rezu Mohammed
Public & Publicity Secretary
A10
জামিল আনসারী
সমাজকল্যাণ সম্পাদক
Md. Jamil Ansary
Social Welfare Secretary
A11
মোঃ আক্তার বাবুল
সাহিত্য সম্পাদক
Mohammed A. Akhter
Literary Secretary
A12
আশ্রাব আলী লিটন
ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক
Md. Asrab Ali Khan
Sports & Entertainment Sec
A13
মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক
Mohammed Hassan
School & Education Sec
A14
মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী
কার্যকরী সদস্য
Md. A. Siddique
Executive Member
A15
হারুন চেয়ারম্যান
কার্যকরী সদস্য
Harun Chairman
Executive Member
A16
আবুল কাশেম চৌধুরী
কার্যকরী সদস্য
Abul Kashem Chowdhury
Executive Member
A17
জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
কার্যকরী সদস্য
Jahangir Shahid Suhrawardhy
Executive Member
A18
মুনসুর আহমেদ
কার্যকরী সদস্য
Mansur Ahammad
Executive Member
সেলিম–আলী পরিষদে
আপনার ভোট দিন
PLEASE VOTE FOR SELIM-ALI PANEL
প্রচারে: সেলিম–আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি
A19
হাসান খান
কার্যকরী সদস্য
Hasan Khan
Executive Member
PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A19) FOR SELIM-ALI PANEL

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

জেবিবিএ'র জমজমাট পথমেলায় ঐক্যের উচ্ছ্বাস

(শেষ পাতার পর) পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশীদের মিলন মেলায়। বিপুল সংখ্যক বিদেশী ছাড়াও সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীরা দিনভর জেবিবিএ'র মেলা উপভোগ করেন।

রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে পথমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেবিবিএ'র কর্মকর্তারা। মেলায় মূলধারার রাজনীতিকদের মধ্যে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, ষ্টেট অ্যাসেম্বলী মেম্বার জেনিফার রাজকুমার ও অ্যাসেম্বলী মেম্বার স্টিভেন রাগা।

মেলার বিভিন্ন পর্যায়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মেলার টাইটেল স্পন্সর গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের কর্ণধার ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, জেবিবিএ'র একাংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ, ডেমোক্রেটিক পার্টির কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম. আজিজ, জেবিবিএ'র সাবেক সভাপতি জাকারিয়া মাসুদ জিকো, জেবিবিএ'র অপরাংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, আরেক অংশের সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, খলিল ফুডসের কর্ণধার শেফ খলিলুর রহমান, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সারোয়ার খান বাবু ও কামরুজ্জামান বাচ্চু প্রমুখ।

কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য মেলায় শাহ নেওয়াজ ও গিয়াস আহমেদকে সাইটেশন প্রদান করেন নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেমম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার।

এদিকে আগামী ২৭ অক্টোবর রেববার অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ সোসইটি'র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেবিবিএ'র পথ মেলায় নির্বাচনী হওয়া বিরাজ করে। মেলায় সরব ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুই প্যানেল 'রুহুল–জাহিদ' ও 'সেলিম–আলী' প্যানেলের প্রার্থীরা। প্রার্থীরা মেলায় উপস্থিত থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা ভোটারদের সাথে কুশলাদি বিনিময় এবং ভোট আর দোয়া কামনা করেন। মেলার উদ্যোক্তারা উভয় প্যানেলের প্রার্থীদের মঞ্চে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন 'সেলিম–আলী' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও 'রুহুল–জাহিদ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী রুহুল আমিন সিদ্দিকী।

মেলায় বসেছিল অর্ধ শতাধিক স্টল। এরমধ্যে ছিলো মুখরোচক খাবার, শাড়ী-কাপড়, ইমিটেশন গহনা আর ইন্স্যুরেন্স-মর্টগেজ প্রতিষ্ঠান সহ নানান স্টল। আয়োজন ছিলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে দেশ ও প্রবাসের শিল্পরা গান ও নৃত্য পরিবেশন করেন। শিল্পীদের পরিবেশনায় শত শত দর্শক-শ্রোতার উচ্ছ্বাসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে পুরো এলাকা। সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভীন ও নতুন প্রজন্মের প্রতীক হাসান এবং প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী রানো নেওয়াজ, কৃষ্ণা তিথি, নীলিমা শশী, কামরুজ্জামান বকুল, ত্রিনিয়া হাসান, শাহ মাহবুব, রায়ান তাজ, শামীম সিদ্দিকী, আমানত হোসেন, অনিক রাজ প্রমুখ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও মেলায় ছিল ১০টি আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র, যার প্রতিটি পুরস্কার ছিল নগদ অর্থ, সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ হাজার ডলার। প্রথম পুরস্কার ছিল নগদ পাঁচ হাজার ডলার। যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন রুহুল সরকার, সাদিয়া খোন্দকার ও সোনিয়া।

উল্লেখ্য, জেবিবিএ'র পথমেলা সফল করতে বিভক্ত জেবিবিএ'র দুই কমিটির নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে বিশেষ করে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ-কে চেয়ারম্যান, কামরুজ্জামান কামরুল-কে আহবায়ক ও তারেক হাসান খান-কে মেম্বার সেক্রেটারী করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। এই কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন সেলিম হারুন, সমন্বয়ক ছিলেন জেড আলম নমি, মনসুর চৌধুরী, মোল্লা মাসুদ ও মফিজুর রহমান।

জ্যামাইকায় এলহাম ইসলামিক স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় এলহাম ইসলামিক স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর শনিবার ৮৭-৪১, ১৬৫ স্ট্রিট জ্যামাইকায় এ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রাম্পের নিরাপত্তায় বিল পাস

(প্রথম পাতার পর) পরিচালক রোনাল্ড রো শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, 'দায়িত্বে নিয়োজিত এজেন্টদের মধ্যে একধরনের গা-ছাড়া ভাব ছিল। এর ফলে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। দায়ী এজেন্টদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে তাঁদের শাস্তি দেওয়া হবে।' গত ১৩ জুলাই পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের বাটলার শহরে একটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতার সময় পার্শ্ববর্তী একটি ভবনের ছাদ থেকে গুলি করে ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। বন্দুকধারী মোট আটটি গুলি ছোড়েন। একটি গুলি ট্রাম্পের কানের নিচের অংশে লাগে। বন্দুকধারীর গুলিতে সমাবেশে অংশগ্রহণকারী ১জন নিহত এবং ২জন আহত হন। বন্দুকধারী এজেন্টদের গুলিতে ঘটনাস্থলে মারা যান। এ ঘটনা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে সিক্রেট সার্ভিসের তৎকালীন পরিচালক কিম্বারলি চিটল পদত্যাগ করেন। এদিকে গত রোববার ফ্লোরিডার গলফ মাঠে খেলার সময় ট্রাম্পকে দ্বিতীয়বার হত্যার চেষ্টা করা হয়। মাঠের কয়েক'শ গজ দূরে বন্দুক হাতে এক ব্যক্তি গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন। সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা সন্দেহভাজনকে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে গুলি ছোড়েন। ৫৮ বছর বয়সী রায়ান ওয়েসলি রুথ নামের ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। এদিকে প্রতিনিধি পরিষদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি বিল সর্বসম্মতভাবে পাস হয়েছে। 'এনহ্যান্সড প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি অ্যাক্ট' নামে এই বিলটি এখন সিনেটে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এবার প্রতিনিধি পরিষদে দুই দলই তার নিরাপত্তার ব্যাপারে সমর্থন দিয়েছে। জানা যায়, শুক্রবার উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি ৪০৫-০ ভোটে পাস হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এবং এলামনাই

(বাকি অংশ ১৮ এর পাতার পর) পারি তবে এই নেভার এন্ডিং লুপ অফ ডেট চলতেই থাকবে। সোলার প্যানেল থেকে জলবিদ্যুৎ এবং উইন্ডমিল, একটা প্রোপার প্ল্যানিং এর মাধ্যমে জ্বালানি বন্টন নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের অবকাঠামোগত সংস্কার এবং উন্নয়নের জন্য যে রাস্তায় আমাদের হাঁটা দরকার, সেই রাস্তা অনেক লম্বা। স্বাধীনতার অর্ধশতক পার করেও আমরা হয়তো বুঝিনি, বুঝছিনা কিংবা ইচ্ছা করেই বুঝতে চাচ্ছিনা। আমরা মুখ খুলিনা, কথা বলিনা। আমরা বিগত বছরগুলোতে দেখেছি যাদের দ্বায়িত্ব ছিলো 'কথা বলা' তারা কেবল চাটুকারিতা করে গেছে। যাইহোক, একটা অভ্যুত্থান আমরা করেছি কেবল মাত্র স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে। এটা সত্য এবং বাস্তব। একমাত্র একটি বিশেষ টিভি চ্যানেল ছাড়া আমাদের পক্ষে কাউকে কাজ করতে দেখিনি। আমরা এই লজ্জা আর চাইনা। আমরা চাই গণমাধ্যম উন্মুক্ত হোক, গনমাধ্যম কথা বলুক। আপনারা প্রশ্ন করলে দুর্নীতিবাজ দুর্নীতি করার আগে দুইবার ভাববে। ঘুষখোররা, ভেজালকারীরা, চাঁদাবাজরা যে কোনো অন্যায়কারীরা অন্যায়ের আগে দুইবার ভাববে। তাই বিগত বছরগুলোতে আপনাদেরকে যেমন কুক্ষিগত করে রাখা হয়েছিলো, সেই দশা থেকে বের হয়ে এই মুক্ত বাতাসের স্বাদ নিন। স্বাধীনতার থেকে শান্তিময় আর কি হতে পারে?

তবে আহ্বান একটাই। কথা বলতে পারাটাই সবকিছু না এইটা ভুলে গেলেও চলবে না। আজকে আমরা আমেরিকায় বসে এখানকার প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করতে পারি। গর্বে উদাহরণ টেনে বলি, এই দ্যাখো এইটাই স্বাধীনতা। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন? আপনি এখানে বসে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, ইরাকে চালানো 'মার্কিন আগ্রাসন'-এর কথা বলতে পারবেন না। আপনার কণ্ঠরোধ করা হবে। সুতরাং কথা বলতে পারা আর মত প্রকাশ করতে পারা যে এক না, সেটা ভুলে গেলেও চলবে না। আপনি কারও পক্ষে কথা বললে সেটা দুর্বলের পক্ষে বলুন, সততার পক্ষে বলুন। কারও বিরুদ্ধে গেলে অন্যায়ের পক্ষে যান।

আমাদের সকল দাবীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবিটি এখন আমরা তুলে ধরবো-

জুলাইয়ের বিপ্লব চলাকালীন যারা গনহত্যার মদদ দাতা ছিলো এবং যারা এই গণহত্যার অংশ ছিলো, সকলকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

যারা দেশ ত্যাগ করেছে তাদেরকে দ্রুত বিচার ট্রাইবুনালের আভারে দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তির সম্মুখীন করতে হবে।

নিহতের পরিবারের পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা এবং আহতদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলে চেয়ে দেশ বড়

প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখপাত্র

১০ বছর পেরিয়ে ১১ বছরে পদার্পণ

TiME television

সফলতার ২৮ বছর পেরিয়ে ২৯এ পদার্পণ বাংলা পত্রিকা

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার

কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার, নিউইয়র্ক

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি।

প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বাংলাদেশ আমেরিকান ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস।
সভাপতি, বাংলাদেশ আমেরিকান বিজনেস এলায়েন্স।
ডিরেক্টর, ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স।

বাংলাদেশ ঃ এক পা, সামনে দুই পা পেছনে?

হাসান ফেরদৌস

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িকতার কথা মুখে যত বলা হয়েছে, কাজে-কলমে তা করে দেখানো ততটা নয়। বস্তুত ঘটেছে উলটো। আমাদের জাতীয় জীবনে-সরকারী পৌরহিত্যে-ধর্ম ও ধর্মাচার এখন সর্বব্যাপী। ধর্মীয় রাজনীতিকদের স্পষ্ট চাপে পাঠ্যপুস্তকের ধর্মীয়করণ ঘটেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা লাফিয়ে লাফিয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে, এমনকি সে শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের বলে স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে আওয়ালী লিগ সরকারের পতনের পর স্বাভাবিকভাবেই অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। কোথাও কোথাও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে, সংখ্যালঘুর গৃহ আক্রান্ত হয়েছে, পুরানো শত্রুতা বশত প্রতিহিংসামূলক ঘটনাও ঘটেছে। এসব অনভিপ্রেত হলেও অভাবিত নয়। অন্তবর্তীকালীন সরকার থিতু হয়ে বসলে, আইনশৃঙ্খলা অবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভেতরে চলে এলে অবস্থা পরিবর্তিত হবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়।

কিন্তু ভয় অন্যত্র। চলতি সরকার, হোক না তা অন্তবর্তিকালীন, তার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যদি দেশের-জাতির-মোদ্দা চরিত্রে দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তা উদ্বেগের জন্ম দেবে। এই রকম একটি সিদ্ধান্ত, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের ছুটি বাতিল। একথা ঠিক শোক দিবসের ছুটির সিদ্ধান্ত দলীয় ছিল, কিন্তু শোক দিবস পালন প্রশ্নে বাংলাদেশের মানুষ খুব যে দ্বিধাবিভক্তি ছিল, আমার তা মনে হয় না। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের যে আন্দোলন, তা আওয়ালী লিগ সরকার বিরোধী ছিল, কিন্তু তা বঙ্গবন্ধু বা বৃহত্তর অর্থে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী, একথা ভাবার কোন কারণ নেই। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ, এই তিনটি বিষয় সমার্থক। আর ঠিক সেকারণেই ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালন না করা বা এইদিন সরকারী ছুটি বাতিল, শুধু হতাশা নয়, উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

একথা ঠিক, বহিষ্কৃত হাসিনা সরকার বঙ্গবন্ধুকে জাতীয় শ্রদ্ধার পাত্র থেকে জাতীয় পরিহাসে পরিণত করে ফেলে। নতুন প্রায়-প্রতিটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা বঙ্গবন্ধুর নামে উৎসর্গ করা, অথবা টেলিভিশনে নিরন্তর অঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করা আমরা যারা বিগত প্রজন্মের সদস্য তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও নতুন প্রজন্মের- যাদের 'জেন জি' নামে ডাকা হচ্ছে- তাদের কাছে বিদ্রুপে পরিণত হয়েছিল। অনুমান করি, ৫ আগস্টের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর স্থাপত্যের ওপর হামলার ঘটনা মূলত এই সমীকরণ থেকেই উদ্ভূত।

অপরাধটা বঙ্গবন্ধুর নয়, যারা জাতির পিতাকে নিজেদের রাজনৈতিক অদুরদর্শিতার জন্য এমন হাসির পাত্রে পরিণত করে ফেলেছিলেন তাঁদের। কিন্তু অস্বীকার করি কীকরে, তিনিই বাঙালী জাতির পিতা, তিনিই আমাদের স্বাধীনতার ও সংগ্রামের প্রতীক। ১৫ আগস্ট যে তাকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়, সেতো এইজন্যই যে হন্তারকেরা চেয়েছিল বাঙালীর সেই সংগ্রামের ইতিহাস ও অর্জনের পুনর্লিখন। ১৫ আগস্টকে সরকারী ছুটি ঘোষণা হয়ত একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল, কিন্তু এই দিবসটি জাতীয়ভাবে উদযাপনের মাধ্যমে বাঙলী কেবল তার জনককেই স্বরণ করে না, তার স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাংখার প্রতি অঙ্গিকার পুনর্ব্যক্ত করে। ঠিক সে কারণে, নির্বাহী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১৫ আগস্টের ছুটি বাতিল ঘোষণা ও সরকারী আয়োজন ছাটাই আমার কাছে অহেতুক ও অসম্মানজনক মনে হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্বেগ, প্রতিবেশী ভারতের প্রতি অকূটনৈতিকসুলভ বক্তব্য। রাজনৈতিক বা নাগরিক পর্যায়ে এইসব বক্তব্য সীমিত থাকলে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু থাকত না, কিন্তু চলতি সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তাব্যক্তিদের মুখেও সমালোচনামূলক বক্তব্য শোনা গেছে। আপাত নিরীহ এইসব বক্তব্য হয়ত অতিরিক্ত গুরুত্ব পেত না, কিন্তু হাসিনা সরকারের পতন আমাদের দুই দেশের মধ্যে অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। এইসব বক্তব্য ব্যবহার করে- কখনো কখনো তা বিকৃতভাবে পরিবেশন করে- ভারতীয় তথ্য মাধ্যমে খোলামেলা ভাবেই বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা শুরু হয়েছে। ভারতের কোন কোন কেন্দ্রীয় নেতা সে সমালোচনা ও বিরুদ্ধ প্রচারে গলা মেলাচ্ছেন।

আমাদের কোন বক্তব্য বা সিদ্ধান্ত যাতে সে প্রচারে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরী। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে টিকে থাকার এক লড়াইতে লিপ্ত। আমাদের বৃহত্তম এই প্রতিবেশী দেশটি পাশে থাকলে সে লড়াই সামাল দেওয়া আমাদের জন্য সহজতর হয়। তারচেয়েও বড় কথা, সে যদি বৈরী অবস্থান নেয়, তার ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানো কঠিন হবে। হাসিনা সরকার পরাস্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোর কোন চেষ্টা সে করবে না তার নিশ্চয়তা নেই। তারা যদি প্রতি-বিপ্লবের কোন গোপন চক্রান্ত ফাঁদতে চায়, তা যে ভারতের মাটিতে ও তার সমর্থনপুষ্ট হয়েই হবে, তা ভাবা একদম অযৌক্তিক নয়। সেকারণে ভারতের প্রশ্নে আমাদের সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ভয়ের আরেক কারণ, হাসিনা সরকারের পতন হতে না হতেই ধর্মীয় রাজনীতিকদের মঞ্চে পুনরাবির্ভাব। ধর্মকে পুঁজি করে যেসব দল রাজনীতি করে তারা ঠিক কখনোই মাঠ ছেড়ে চলে যায়নি, শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে সুযোগ এখন দ্বারপ্রান্তে, ফলে তাদের প্রকাশ্যে আসার আর কোন বাধা নেই।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িকতার কথা মুখে যত বলা হয়েছে, কাজে-কলমে তা করে দেখানো ততটা নয়। বস্তুত ঘটেছে উলটো। আমাদের জাতীয় জীবনে-সরকারী পৌরহিত্যে-ধর্ম ও ধর্মাচার এখন সর্বব্যাপী। ধর্মীয় রাজনীতিকদের স্পষ্ট চাপে পাঠ্যপুস্তকের ধর্মীয়করণ ঘটেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা লাফিয়ে লাফিয়ে সম্প্রসারিত হয়েছে, এমনকি সে শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের বলে স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক আবহ লালিত নতুন প্রজন্মের অনেকেই এখন বোলচালে ধর্মীয় সংস্কৃতিতে অত্যন্ত পারদর্শী। যারা চলতি আন্দোলনের সমন্বয়ক হিসাবে জনপ্রিয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ খোলামেলাভাবেই রাষ্ট্রীয় ভাবে ঐসলামিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি চালুর পক্ষে। এরা নারী স্বাধীনতা বিরোধী, পর্দা প্রথার সমর্থক, এবং তৃতীয় লিঙ্গের কোন অধিকার আমলে আনতে নারাজ। এদের ধারণা, এসবই ইসলামি শিক্ষার অন্তর্গত। একজন সমন্বয়ক তার ফেসবুক পাতায় লিখেছেন, তিনি একজন 'প্রাকটিসিং মুসলিম' হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে চান। অনুমান করি, এই ধর্মীয় চেতনা থেকেই কেউ কেউ দেশের বিভিন্ন স্থানে অমূল্য ভাস্কর্য সমূহ ভেঙ্গে ফেলেছেন।

এই ধর্ম বিশ্বাস যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে তাতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধর্মাচার রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হলে বিপদ ঘটবে। লক্ষ্য করেছি, কেউ কেউ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করার দাবী তুলেছেন, কারণ তাদের দাবী বেগম রোকেয়ার অনেক লেখায় ইসলাম-বিরুদ্ধ বক্তব্য রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের দাবী ছিল, উপদেষ্টা পরিষদে একজন 'আলম'কে অন্তর্ভূক্ত করা হোক। সে দাবী মেনে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় নেতা ও ইসলামি আলেম আ ফ ম খালিদ হুসাইনকে ধর্ম অন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি জাতীয় ও ব্যক্তিজীবনে ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার যে ছকটি দিয়েছেন, তা পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি। তিনি চলতি শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পক্ষপাতি। ধর্মীয় শিক্ষা, তাঁর বিবেচনায়, একটি সাংবিধানিক অধিকার। তিনি প্রাথমিক থেকে এম এ পর্যন্ত 'ইসলামি তালিম' অন্তর্ভূক্ত করতে চান। তিনি এক ওয়াজে জানিয়েছেন, দেশে যারা ধর্মীয় শিক্ষার বিরোধী তাদের মধ্যে রয়েছে উদীচী ও ছায়ানট। তাঁর চোখে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের অন্যতম হল রমনা বটমূলে নববর্ষ উদযাপন ও মঙ্গল শোভাযাত্রা। পাঠ্যপুস্তকে লালন শাহের উল্লেখ আছে, এমনকি নৃত্যকলার চিত্র রয়েছে। সেই ওয়াজে তিনি বলেছেন, 'হু ইজ লালন শাহ? লালন শাহ আমাদের আদর্শ নয়, আমাদের আদর্শ হজরত ওমর।'

আমি উদ্ধৃতি লম্বা করতে চাই না, মোদ্দা ছবিটি এথেকেই বেশ স্পষ্ট। অন্যের কথা জানি না, আমি তাঁর কথা শুনে রীতিমত ভীত হয়েছি। তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির কিয়দংশও যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে তালিবানি আফগানিস্তানের কোন প্রভেদ থাকবে না। শুনেছি, সেখানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ধর্মীয় পুলিশ পাহারায় থাকে। মেয়েদের পর্দায় সামান্য খামতি হলে বেতের বাড়ি। প্রত্যেককে নির্ধারিত দৈর্ঘের দাড়ি রাখার বিধান রয়েছে। শুনেছি, সেখানে একসময় ধর্মীয় পুলিশ ফিতে দিয়ে মেপে দেখত সে দৈর্ঘ্য মেনে চলা হয়েছে কিনা।

বিপ্লব ভাল। আরো ভাল বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন। কিন্তু এই অর্জনের মূল্য যদি হয় ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় নীতির প্রবর্তন ও ব্যক্তিগত অধিকার হরণ, তাহলে সে বিপ্লবের যৌক্তিকতা আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিষ্ট, রাজনীতি বিশ্লেষক

স্থানীয় ভাবে ভোটার নিবন্ধনের নোটিশ

শনিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত
বৃহস্পতিবার, ১০ অক্টোবর, ২০২৪ দুপুর ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

নিউ ইয়র্ক শহরের বোর্ড অফ ইলেকশনসের নির্বাচনী আইনের ৪-১১৯ এবং ৫-২০২ ধারা অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত কাউন্টিতে উপরে উল্লেখ করা দিন এবং সময়সূচী অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে ভোটার নিবন্ধন অনুষ্ঠিত হবে:

বর্তমানে নিবন্ধিত ভোটারদের এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।

ব্রনক্স
কিংস(ব্রুকলিন)
কুইন্স

নিউ ইয়র্ক (ম্যানহাটান)
রিচমন্ড (স্টাটান আইল্যান্ড)

আপনার স্থানীয় ভোটার নিবন্ধনের ঠিকানা জানার জন্য দেখুন আমাদের ওয়েবসাইট

vote.nyc

অথবা কল করুন টোল ফ্রি: **(866) 868-3692**
টিটিওয়াই নম্বর: **(212) 487-5496**

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন
দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office, 32 Broadway, 7th Floor
New York York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস
Rodney L. Pepe-Souvenir—প্রেসিডেন্ট
Frederic M. Umane—সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Carol R. Edmead
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Simon Shamoun
Michele A. Sileo
Keith Sullivan

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখপাত্র

বস্তুনিষ্ঠতায় অবিচল থাকুক

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের

বর্ষপূর্তীতে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা

গিয়াস আহমেদ

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক

চেয়ারম্যান, ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ার এলএলসি

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখপাত্র

বস্তুনিষ্ঠতায় অবিচল থাকুক

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের

বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা

বেলাল চৌধুরী

প্রেসিডেন্ট, ফোর স্টার ইমপোর্ট এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ইনক

সিইও, নয়া ডিস্ট্রিবিউশন ইনক

প্রেসিডেন্ট, ফ্লাশিং মেডো স্টার ইনক

প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, আমেরিকান বাংলাদেশী বিজনেস এলায়েন্স

উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখপাত্র

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র
২৯ বর্ষে পদার্পণে

টাইম টেলিভিশনের
১১তম বর্ষে পদার্পণে

আন্তরিক শুভেচ্ছা

শুভেচ্ছান্তে

সোহেল আহমেদ

কর্ণধার

বনফুল গ্রোসারী

৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক।

উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখপাত্র

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র
২৯ বর্ষে পদার্পণে

টাইম টেলিভিশনের
১১তম বর্ষে পদার্পণে

আন্তরিক শুভেচ্ছা

আলহাজ সোলায়মান ভূঁইয়া

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক

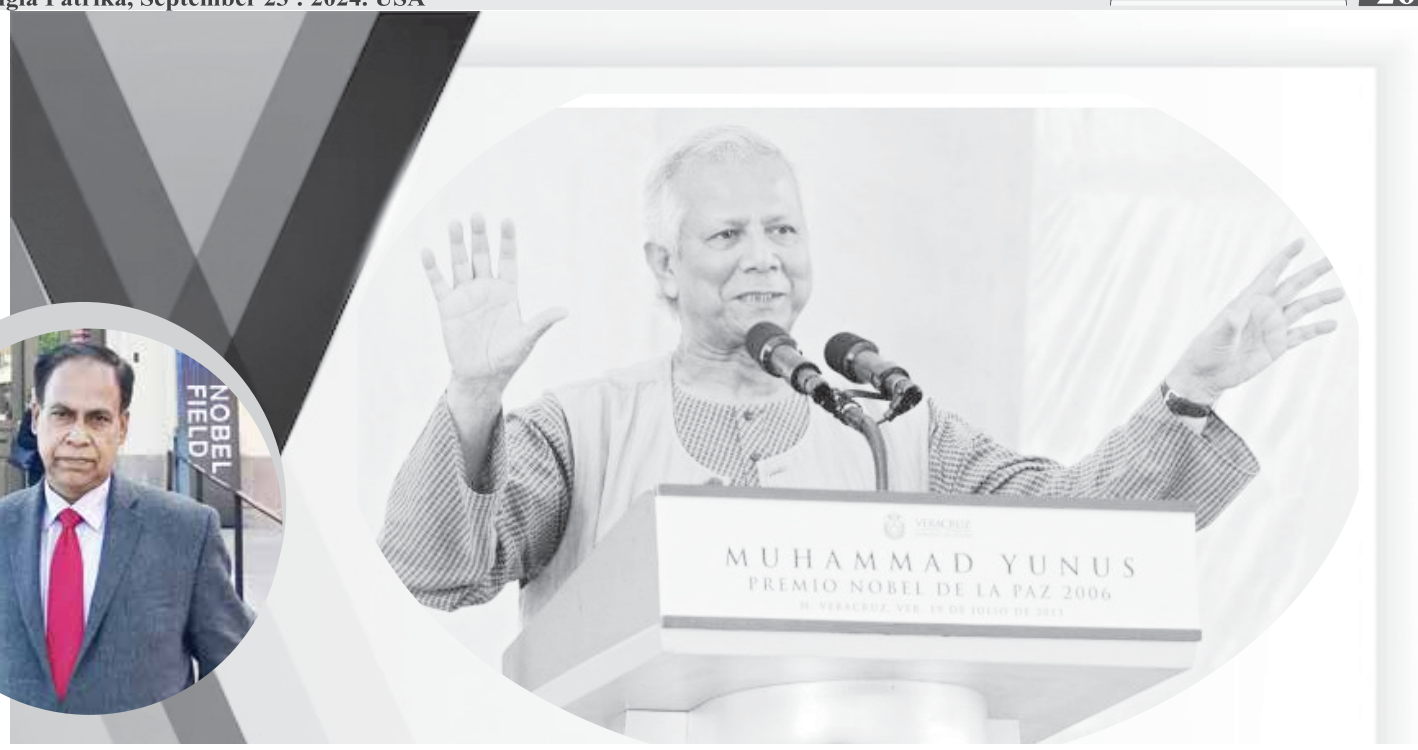

অসলোর নোবেল পিস সেন্টার এবং একজন ড. ইউনূস

হাবিব রহমান

২০০৬ সালের ১০ ডিসেম্বর এই অসলোতে দাঁড়িয়ে ড. ইউনুস মাথা উঁচু করে শুনিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বপ্নের কথা। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। বাংলাদেশের জনশক্তির অপার সম্ভাবনার কথা বলতেও তিনি ভুলেন নি। ড. মুহাম্মদ ইউনূস। যার মননের সবটাই জুড়ে ছিলো নিজ দেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন আদায় করতে আমেরিকায় বসে গঠন করেন 'বাংলাদেশ সিটিজেন কমিটি'। আমেরিকায় অবস্থিত দূতাবাসগুলোতে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে থাকেন। ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলে বাংগালীদের অবস্থান কর্মসূচীতে যুক্ত হন অবিচ্ছেদ্য কর্মী হিসাবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় চাকুরি ছেড়ে যিনি ফিরে এসেছিলেন যুদ্ধ পীড়িত বাংলাদেশে। নেমে পরেছিলেন আরেকটি যুদ্ধে। কাদামাটির উঠোনে বসে শুনেছিলেন সেসব মানুষদের কথা সমাজের উঁচু শ্রেনীর কাছে যারা ছিলো গুরুত্বহীন। প্রথাগত ব্যবস্থার বিপরীতে গড়ে তুল্লেন একটা নতুন থিম। সমগ্র প্রথাগত ব্যবস্থার বিপরীতে গড়ে তুলেন একটা অর্থনৈতিক সংগ্রাম। মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়ার সংগ্রাম। যার নাম গ্রামীন ব্যাংক। তার সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মডেল গ্রহন করলো বিশ্বের উন্নত দেশগুলো। তার মুখ থেকে বিশ্বের ঘুনে ধরা ব্যবস্থাকে বদলে দেয়ার বাণী শুনতে দেশ বিদেশে তাঁকে অতিথি করার জন্য কাড়াকাড়ি চলে। বহু উন্নত দেশের পাঠ্য বইয়ে পড়ানো হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে ড. ইউনূসের নামে বাংলাদেশকে চেনে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস যেন বাংলাদেশের এক প্রতিচ্ছবি। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ঝুলিতে নোবেল প্রাইজসহ ১৪৫টি পুরস্কার রয়েছে। ইউনূস সেন্টার সূত্রে জানা যায়, ১৯৭৮ সাল থেকে অদ্যবধি ড. ইউনূস প্রায় ১৪৫টি পুরস্কার অর্জন করেছেন।

ছবির চেয়ে সুন্দর, পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন একটি দেশ। সুন্দর প্রকৃতি আর প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক দেশটি। কোথাও কোন অপরাধের দেখা পাওয়া ভার। মানুষগুলো শান্ত ও খুবই মানবিক। দেশটি নাম নরওয়ে। বিশ্বে শান্তির দেশের মধ্যে যে দেশটি মাঝে মাঝেই হয় সকলের সেরা। নরওয়ে বিশ্বের সবচেয়ে শান্ত জনপদ। দীর্ঘায়ু, শারীরিক সুস্থতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সামাজিক সহায়তার জন্য জনগন শান্তির আধারে বাস করেন। এছাড়াও নরওয়ের অপরাধ প্রবণতা একেবারে কম এবং এই দেশটি জীবন ধারনের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। নিশীথ সূর্যের দেশ নরওয়ের অভিযোগ করার কিছু নেই। নরওয়ে বললে নোবেল শান্তি পুরস্কারের কথাও মনে আসে। রাজধানী অসলোতে রয়েছে 'নোবেল পিস সেন্টার'। সেখানে শান্তিতে নোবেলজয়ীদের বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। অসলোর গ্র্যান্ড হোটেলের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীরা।

রাজধানী অসলো। বলা হয় এটি বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর এবং গোছানো রাজধানীর একটি। আসলে বলা যায় সাজানো গোছানো একটা গ্রাম। সবুজের ছড়াছড়ি সর্বত্র। নরওয়েজিয়ানরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিকূল আবহাওয়াকে জয় করে বন্ধুর ভূমিতে পত্তন করেছে এই অসলো শহরটিকে।

নরওয়ের রাজধানী অসলোর মাটিতে পা রাখলেই আপনার চোখ আটকে যাবে চার দিকের দীর্ঘ গাঢ় নীল পর্বতমালায়, যা বিমানবন্দর এবং শহরটিকে ঘিরে রেখেছে। শৈল্পিক ও আভিজাত্যমণ্ডিত বাড়িগুলির আকৃতি ও নির্মাণশৈলী, পথের দু'পাশে সুদৃশ্য, সুসজ্জিত স্বল্প আলোকিত রেস্তোরাগুলি ও শহরের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। পাথর বাঁধানো ঝকঝকে পথের দু'পাশে বিশালাকায় সুদৃশ্য গামলা আকৃতির টবে থরে থরে মরসুমি ফুল সাজানো। প্রতি রাস্তায় দশ পা হাঁটলে পাশে পাওয়া যাবে পুষ্পশোভিত উদ্যান।

রাজধানী অসলোর সিটি হলের উল্টো পাশে অসলো ফিয়ুজের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে নোবেল পিস সেন্টারটা। প্রতিবছরের ডিসেম্বরে অসলো সিটি হলে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হয়। নোবেল পিস সেন্টারটি মূলত নোবেল পুরস্কারের জাদুঘর ও প্রদর্শনীশালা। নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় এখানে।

নোবেল পিস সেন্টারে এলে অনেক স্মৃতি এসে ভর করে মনের গহীনে। মনে পড়ে ২০১২ সালের ৯ অক্টোবরের কথা। পাকিস্তানে এক স্কুল-ছাত্রীকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল একদল তালিবান, জঙ্গি। একরত্তি মেয়েটি কোনও কিছু বোঝার আগেই এ কে ৪৭ গর্জে ওঠে। রক্তে ভেসে যায় তার স্কুলের পোশাক। তারপর সেই যমে-মানুষে টানাটানি। অবশেষে জঙ্গিদের গুলি হার মানে। তখন সে ছিল কিশোরী। সকালে বাস এলে আর পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রীর মতোই স্কুলে যেত। পাশাপাশি শিক্ষায় নারীর অধিকার নিয়ে বিবিসি'র ব্লগে প্রতিবাদ চালিয়ে যেত। সেদিনের একরত্তি মেয়েটিই আজ বিশ্বের কনিষ্ঠতম নোবেল-জয়ী মালালা ইউসুফজাই।

দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে দু'বছর। তারপর থেকে ঘটে গিয়েছে অনেক কিছু। তাঁর লড়াইকে ইতিমধ্যেই কুর্নিশ জানিয়েছে বিশ্ব। তালিবানি গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া মালালা ইউসুফজাইয়ের লড়াইকে আরও একবার সালাম জানাতে অভিনব উদ্যোগ নিল অসলো। জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া মালালার সেই রক্তাক্ত স্কুল ইউনিফর্ম তামাম দুনিয়াকে দেখাতে সংগ্রহশালায় রাখল অসলোর নোবেল পিস সেন্টার। নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের সম্মানার্থেই এমন একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে অসলো। সেই প্রদর্শনীতেই স্থান পায় মালালার রক্তমাখা সেই স্কুল পোশাক।

হালকা হলুদ রঙের ভবনে ঢুকতেই বড়সড় লবি। একপাশে টিকেট কাউন্টার আর স্যুভেনির শপ। টিকেট কেটে নিচতলার গ্যালারিতে ঢুকতে হয়। করিডর ধরে এগোতেই দেখা মিলবে নোবেল পুরস্কারের কয়েনের। ১৮ ক্যারেটের সোনা দিয়ে তৈরি এই কয়েনকে কাচের ওপাশে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছিল ১৯২১ সালে নরওয়ের রাজনীতি গবেষক ক্রিশ্চিয়ান এল ল্যাংকে।

জাদুঘরের প্রাণকেন্দ্র 'নোবেল ফিল্ড'। কাচ দিয়ে ঘেরা হলটি নীলচে আলোয় আলোকিত। ঘরজুড়ে আইপ্যাডের সমান অনেক স্ক্রিন, স্ট্যান্ডের ওপর বসানো। অন্ধকার ঘরে নীলচে আলো আর জ্বলজ্বলে স্ক্রিন মিলে অন্য রকম একটা আবহ তৈরি হয়েছে।

১৯০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন, তাঁদের সবার প্রোফাইল স্ক্রিনে ভেসে উঠছে। প্রত্যেকের নিজস্ব স্ক্রিন রয়েছে। শিরিন এবাদি থেকে মালালা ইউসুফজাই। নেলসন ম্যান্ডেলা থেকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দালাই লামা থেকে বারাক ওবামা। পৃথিবীর নানাদেশের লোক এসেছেন এখানে। বাংলাদেশী আমরা মাত্র দু'জন। আমি এবং দৈনিক ইত্তেফাকের বিশেষ প্রতিনিধি শহীদুল ইসলাম। সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছেন। তবে নিজের দেশের নোবেল লরিয়েটদের সামনেই বেশি সময় ব্যয় করছেন। একটু পরেই স্কীনে ভেসে উঠলো ড. ইউনূসের ছবি। স্ক্রিনের সামনে আমরাও বেশ কিছুক্ষণ থাকলাম। ড. ইউনূসের ছবি, তাঁর নোবেল পাওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তার নানা উক্তি ভেসে উঠছিলো।

এরপর গেলাম 'দ্য ওয়াল পেপার' নামের দেয়ালটি দেখতে এই দেয়ালে পাঁচটি বড় বড় ইন্টার-অ্যাকটিভ স্ক্রিন রয়েছে। নোবেল লরিয়েটদের বিস্তারিত জীবনী ও কাজের বিবরণ এখানে দেওয়া আছে। ভিডিও, এনিমেশনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁদের অবদান তুলে ধরা হয়। আবার থামতে হলো। এখানেও ড. ইউনুস। এই দেয়াল ধরে একটু সামনে গিয়ে পাওয়া গেলো 'নোবেল চেম্বার'। এই চেম্বারের ইন্টার-অ্যাকটিভ স্ক্রিনে আছে আলফ্রেড নোবেলের বর্ণিল জীবনকাহিনি।

দোতলা থেকে নীচে নামলেই টকটকে লাল রং করা স্যুভেনির শপ। বিশ্বের নানা দেশের তৈরি হস্তশিল্প বিক্রি হচ্ছে। আছে নোবেল লরিয়েটদের ওপর লেখা বই, তাঁদের পোস্টকার্ড, উক্তি, নোবেল কয়েনের আদলে তৈরি চকোলেট ইত্যাদি। এসব বিক্রির অর্থ দাতব্য কাজে ব্যয় করা হয়।

স্যুভেনির শপে নোবেল লরিয়েটদের অসংখ্য ছবি সারি সারি সাজানো।

ফিলিপ লেনার্ড, গাব্রিয়েল লিপম্যান, মাক্স প্লাংক, শার্ল রিশে, জুলে বর্দে আরো শত শত নোবেল লরিয়েটদের নামের ভীড়ে আমি বাংলাদেশের গর্ব ড. ইউনুসের ছবির পোস্টকার্ড খুঁজি। ছবি খুঁজতে দেখে স্টাফদের একজন এসে কোন হেল্প লাগবে কিনা জানতে চাইলো। ড. ইউনুসের ছবির কথা বলতেই দ্রুত তার ছবিটা বের করে দিলো হাতে।

ছবিটা হাতে নিয়ে আমি শিহরিত হই।

ইনি সেই ইউনুস।

আমাদের ড. ইউনুস।

নোবেল লরিয়েট ড. মুহাম্মাদ ইউনুস।

বাংলাদেশের গর্ব ড. মুহাম্মাদ ইউনুস।

যার মনের সর্বস্ব জুড়ে একটি দেশ-নাম বাংলাদেশ।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক। তিনি ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। মুহাম্মদ ইউনূস এবং তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে ২০০৬ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে এই পুরস্কার লাভ করেন।

২০০৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ও এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে এখানেই নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। নোবেল কমিটি তাই মোহাম্মাদ ইউনূস ও গ্রামীন ব্যাংককে একেবারে নিচে থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন জারিত করার জন্য তাদের কর্ম তৎপরতার স্বীকৃতি হিসেবে দুই সমান ভাগে ২০০৬-এর নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কমিটির প্রশস্তিপত্রে বলা হয় যে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী যদি দারিদ্র্যের বৃত্ত ভেঙে ফেলার উপায় খুঁজে না পায় তাহলে স্থায়ী শান্তি অর্জিত হতে পারে না। মাইক্রোক্রেডিট হল এরকমই এক উপায়।

নোবেল কমিটি আরো বলে, মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব পদক্ষেপের রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। তা থেকে লাভবান হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং শুধু বাংলাদেশেই নয়। ইউনূস ক্ষুদ্র ঋণকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই-এ ক্রমশই এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার করে তুলেছেন। ইউনুস আর গ্রামীণ ব্যাংক দেখিয়েছে যে দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও তাদের নিজেদের উন্নতি অর্জন করতে সক্রিয় হতে সক্ষম। যে-সমাজে বিশেষ করে মেয়েদের নিগ্রহমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে যুঝতে হয় সেই সমাজে ক্ষুদ্র ঋণ মুক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ওলে ডানবোল্ট ম্যোয়েস বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে গ্রামীণ ব্যাংকের ধারণার স্ফূরণ ঘটেছে অধিকাংশত মুসলিম প্রধান এক দেশে। এবং তার ইতিবাচক প্রসার ঘটেছে সারা বিশ্বে। একশোটির মত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামীণ ব্যাংক ১.৩৬ মিলিয়ন ডলারের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হয়ে প্রফেসর ইউনূস মন্তব্য করেছেন, আমার জন্য আমার দেশের জন্য এটা দারুণ এক আনন্দের সংবাদ। তবে আরো বেশি দায়িত্বও চাপলো। বাংলাদেশকে অবশ্যই দারিদ্র্য দূর করতে হবে। বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য মুছে ফেলতে আরো বেশি উদ্যোগও তাকে নিতে হবে।

গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য বাংলাদেশের একটি অজ পাড়া জোবরা গ্রামও বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। ক্ষুদ্রঋণ নামে নতুন একটি ধারণা নিয়ে ১৯৮৩ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নেয় গ্রামীণ ব্যাংক। ড. মুহাম্মদ ইউনূস এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এর ভিত্তি কিন্তু রচিত হয়েছিল আরও অনেক আগে, চট্টগ্রামের হাটহাজারীর প্রত্যন্ত গ্রাম জোবরায়। তখন ওই গ্রামের প্রায় শতভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। সবাই ছিল 'দিন আনে দিন খায়' অবস্থার।

১৯৭৪ সালে এই জোবরা গ্রামের হতদরিদ্র মানুষকে নিয়ে কাজ শুরু করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লী অর্থনীতি কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে জোবরা গ্রামে যান। ব্যাংকসুবিধার বাইরে থাকা এসব গ্রামীণ দরিদ্র নারী-পুরুষকে নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেন। পরে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে ওই সব গরিব মানুষের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করেন। এভাবেই জোবরা হয়ে ওঠে ক্ষুদ্রঋণের সূতিকাগার। বর্তমানে দেশের ৮১ হাজার ৬৭৮টি গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক বিস্তৃত আছে। আর প্রতিষ্ঠানটির সদস্যসংখ্যা প্রায় ৯৪ লাখ।

আজ মনে পরে ২০০৬ সালের ১০ ডিসেম্বর এই অসলোতে দাঁড়িয়ে ড. ইউনুস মাথা উঁচু করে শুনিয়েছিলেন বাংলাদেশের স্বপ্নের কথা। তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। বাংলাদেশের জনশক্তির অপার সম্ভাবনার কথা বলতেও তিনি ভুলেন নি।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস। যার মননের সবটাই জুড়ে ছিলো নিজ দেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন আদায় করতে আমেরিকায় বসে গঠন করেন 'বাংলাদেশ সিটিজেন কমিটি'। আমেরিকায় অবস্থিত দূতাবাসগুলোতে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায় করতে থাকেন। ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলে বাংগালীদের অবস্থান কর্মসূচীতে যুক্ত হন অবিচ্ছেদ্য কর্মী হিসাবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় চাকুরি ছেড়ে যিনি ফিরে এসেছিলেন যুদ্ধ পীড়িত বাংলাদেশে। নেমে পরেছিলেন আরেকটি যুদ্ধে। কাদামাটির উঠোনে বসে শুনেছিলেন সেসব মানুষদের কথা সমাজের উঁচু শ্রেনীর কাছে যারা ছিলো গুরুত্বহীন। প্রথাগত ব্যবস্থার বিপরীতে গড়ে তুল্লেন একটা নতুন থিম। সমগ্র প্রথাগত ব্যবস্থার বিপরীতে গড়ে তুলেন একটা অর্থনৈতিক সংগ্রাম। মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়ার সংগ্রাম। যার নাম গ্রামীন ব্যাংক।

তার সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মডেল গ্রহন করলো বিশ্বের উন্নত দেশগুলো। তার মুখ থেকে বিশ্বের ঘুনে ধরা ব্যবস্থাকে বদলে দেয়ার বাণী শুনতে দেশ বিদেশে তাঁকে অতিথি করার জন্য কাড়াকাড়ি চলে। বহু উন্নত দেশের পাঠ্য বইয়ে পড়ানো হয় ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে।

পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে ড. ইউনূসের নামে বাংলাদেশকে চেনে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস যেন বাংলাদেশের এক প্রতিচ্ছবি।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ঝুলিতে নোবেল প্রাইজসহ ১৪৫টি পুরস্কার রয়েছে।

ইউনূস সেন্টার সূত্রে জানা যায়, ১৯৭৮ সাল থেকে অদ্যবধি ড. ইউনূস প্রায় ১৪৫টি পুরস্কার অর্জন করেছেন।

নরওয়ের রাজধানী অসলোর নোবেল পিস সেন্টার থেকে ড. ইউনুস- আপনাকে স্যালুট জানাই।

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখপাত্র

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন

বস্তুনিষ্ঠতায় অবিচল থাকুক

বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা

আহবাব চৌধুরী খোকন

সভাপতি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) শাখা

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখপাত্র

বস্তুনিষ্ঠতায় অবিচল থাকুক

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশনের বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা

সামসুল ইসলাম মজনু

ভাইস চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদ।
আহ্বায়ক, যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদ।

হাসিনা সরকারের টার্গেটে পরিণত হয়েছিলো টাইম টেলিভিশন

(প্রথম পাতার পর) কেনো বৈরিতা তৈরি হয়েছিল, সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের চাপ, গৃহবন্দী, বিশেষ বাহিনীর চাপে সুস্থ থাকার পরেও, ক্যানসারের রোগী বানিয়ে দেয়া হয়েছিলো তাকে।

বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো যখন এর নেপথ্য কারণ অনুসন্ধান করতে পারেননি, সেই মুহূর্তে 'প্রবাসীদের কণ্ঠস্বর' স্লোগান ধারণ করা টাইম টেলিভিশন এই অনুসন্ধানী সংবাদ প্রচার করে। এই সংবাদ প্রচারের পরই, মূলত হাসিনা সরকারের টার্গেটে পরিণত হয় টাইম টেলিভিশন।

বাংলাদেশে গত ১৫টি বছর বাক-স্বাধীনতার পাশাপাশি মুক্ত সাংবাদিকতার চর্চা রুদ্ধ করা হয়েছিলো। শুধু ওখানেই থেমে থাকেনি, সাবেক হাসিনা সরকার। বিরুদ্ধ মত দমনের অনন্য নজির গড়ে প্রবাসের সাহসী কণ্ঠস্বর টাইম টেলিভিশনের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার নীল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। টাইম টেলিভিশনের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার সে সব খবর গুরুত্বের সাথে প্রকাশ পেয়েছে বাংলাদেশের প্রভাবশালী গণমাধ্যম দৈনিক মানবজীবন, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক কালবেলা, ভোরের কাগজ সহ বিভিন্ন মিডিয়ায়।

কোনো পক্ষপাতদুষ্ট না থেকে প্রকৃত সাংবাদিকতার নীতি অনুসরণ করে দেশে-বিদেশের বাংলাদেশী পাঠকদের আশা-আকাংখা পূরণের নীতিতে টাইম টেলিভিশন অবিচল থাকবে বলেও জানিয়েছেন টাইম টেভিভিশন-এর সিইও জনাব আবু তাহের।

মানবজমিন-এর খবরে বলা হয়, ক্ষমতার মসনদকে চিরস্থায়ী করতে দেশ ছাড়াও দেশের বাইরের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকে টার্গেট করেছিল হাসিনা সরকার। সরকারের সমালোচনা বা বিরোধীমতের খবর প্রচার হলেই এসব সংবাদ মাধ্যমের উপর নেমে আসতো হুমকি-ধমকি বা ভয়ভীতির খড়গ। এর সাথে যুক্ত হতো ট্যাগ। সুদূর যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি কমিউনিটির জনপ্রিয় টাইম টেলিভিশনও শ্যান দৃষ্টির শিকার হয়েছিল হাসিনা সরকারের। বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতি অপপ্রচার ছড়িয়েও টাইম টেলিভিশনের কণ্ঠরোধ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল টাইম টেলিভিশনকে। প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তৎকালীন সরকার প্রধানের যেকোনো অনুষ্ঠানে।

জানা গেছে, সাবেক প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তার প্রথম সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে টাইম টেলিভিশন। বিষয়টি সরকারের গোচরীভুত হওয়ার পর পরই টাইম টেলিভিশন ও এর সিইও আবু তাহেরের বিরুদ্ধে শুরু হয় বিভিন্নমুখী অপপ্রচার। এই সাক্ষাৎকারটি যাতে কোনোভাবেই প্রচার না হয় সেজন্য দেয়া হয় বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন, ভয়ভীতি প্রদর্শন। এই পর্যায়ে ২০১৯ সালে জাতিসংঘ অধিবেশনের আগে তৎকালীন স্থায়ী প্রতিনিধি ও পরবর্তীতে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহেরকে তার অফিসে আমন্ত্রণ জানান। আলোচনার এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে কোনো অনুষ্ঠানে টাইম টেলিভিশনকে নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত অবহিত করেন। তাৎক্ষণিকভাবে এর কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, সরকার বিরোধী হিসেবে টাইম টেলিভিশনের ব্যপারে একটি ধারণার জন্ম হয়েছে। এছাড়াও এর আগের স্থায়ী প্রতিনিধি সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন প্রকাশ্যেই এই টেলিভিশনের সাথে ড. মোহাম্মদ ইউনূসের সম্পর্ক রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানিয়েছেন। কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র ধারণার বশবর্তী হয়ে একটি টেলিভিশন চ্যানেল ও এর সিইওর বিরুদ্ধে সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে আবু তাহের সেদিন বেরিয়ে এসেছিলেন। এ সময় সেখানে তৎকালীন প্রেস কাউন্সিলার নুরে এলাহী মিনাও উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে টাইম টেলিভিশনের প্রধান আবু তাহের বলেন, ২০১৪ সালে টাইম টেলিভিশনের যাত্রা শুরু করে। তখন থেকেই বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এর কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর সাথে ছিল হুমকি-ধমকি। এর বাইরে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিমের ছেলের বিপুল সম্পত্তির খবর প্রচার করেছিল টাইম টেলিভিশন। যা ছিল সরকারি চক্ষুশূলের অন্যতম কারণ। ২০১৯ সাল থেকে টাইম টেলিভিশনকে শেখ হাসিনার যেকোনো অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। এরপর বিভিন্নজন আমাকে দেশে যেতে বারণ করেন। মাঝখানে নিউইয়র্কের ৬জন স্টেট সিনেটর আমাকে তাদের সাথে বাংলাদেশে নিয়ে যান। কিন্ত সেখানে ডিজিএফআই থেকে ফোন করা হয় আমার সাথে কথা বলার জন্য। এসব নিয়ে নিরাপত্তাহীনতার কারণে আমি পরবর্তীতে আর বাংলাদেশ সফরে যাইনি।

তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর আমাদের উপর দেয়া সরকারি নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল আছে কিনা আমরা জানতে চেয়ে সদ্য বিদায়ী পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনকে চিঠিও দিয়েছি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ৩০ আগস্ট পররাষ্ট্র সচিবকে দেয়া চিঠিতে বলা হয়, আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাতে চাই যে, বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্র সফরকালীন সময়ে জনপ্রিয় চ্যানেল টাইম টেলিভিশন এবং সাংবাদিক হিসেবে আমাকে ২০১৯ থেকে তার যেকোনো সভা সমাবেশ, অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্মেলনে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো। সেই সময়ে আপনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন এবং সেই সিদ্ধান্তের বিষয়টি আপনিই আমাকে ডেকে নিয়ে অবহিত করেছিলেন আপনার কর্মস্থল জাতিসংঘে বাংলাদেশের মিশন অফিসে। কেন এই নিষেধাজ্ঞা? এই বিষয়ে জানতে চাইলে তখন আপনি বলেছিলেন, সরকার বিরোধী হিসেবে আমার বিরুদ্ধে একটি ধারণা সৃষ্ট হয়েছে! সে সময় (আপনার সঙ্গে আলাপকালে) সেখানে বাংলাদেশ মিশনের প্রেস কাউন্সেলর নুর এলাহি মিনা উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রশ্ন করেছিলাম প্রমাণ ছাড়া কেবলমাত্র অনুমান বা ধারণা থেকে একজন সাংবাদিক এবং একটি মিডিয়াকে সরকার প্রধানের খবর সংগ্রহ করতে নিষেধ করা কতটুকু গণতান্ত্রিক ও যৌক্তিক? আপনি বলেছিলেন এটা সরকারের সিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন আসার প্রেক্ষিতে সেই নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল বা কার্যকর আছে কিনা? বিষয়টি আমাদের জানা প্রয়োজন। আশা করি ব্যাপারটি খোলাসা করে বাধিত করবেন।'

সূত্র বলছে, নিউইয়র্ক স্থানীয় সময় শুক্রবার (৩০ আগষ্ট) রাতে (বাংলাদেশ সময় শনিবার সকাল) চিঠিটি পাঠানো হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ শনিবার বাংলাদেশ সময় রাতেই জবাব পাঠান সচিব। রোববার (১ সেপ্টেম্বর) তিনি সচিব হিসেবে শেষ অফিস করেন। টাইম টিভির সিইও আবু তাহেরকে পাঠানো শনিবারের (৩১ আগষ্ট) বার্তায় বিদায়ী পররাষ্ট্র সচিব লিখেন, 'প্রিয় তাহের ভাই আশা করি ভালো আছেন। আমি নিশ্চিত করছি যে, এখন আর সেই বিধি-নিষেধ নেই। মুক্ত ভাবে সংবাদ সংগ্রহে আপনাকে স্বাগতম।'

জাতীয় সরকার কেন দরকার-

(৭ এর পাতার পর) স্বৈরাচারের সহযোগীরা নতুন করে সংগঠিত হবে। আপাত: চুপ প্রশাসনে ঘাপটিমেরে থাকা কুশীলবরা স্বরূপে ফিরে আসবে। উপদেষ্টারা এক পর্যায়ে এদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। দেখা যাবে এরাই সরকার চালাচ্ছে!

আসল সমস্যা তো এখনও আসেই নাই। দিন যত যাবে, প্রত্যাশা অনুযায়ী সরকার পারফরমেন্স দেখাতে না পারলে রাজনৈতিক দলগুলো সরব হবে। নানা জটীলতা অনিশ্চিয়তা দেখা দেবে। দ্রুত নির্বাচন নিয়ে বেঁধে যাবে দলগুলোর সাথে। শেষে মঈনুদ্দিন-ফখরুদ্দিনদের মত এ সরকারকেও সংস্কারসংস্কার ফেলে নির্বাচন দিয়ে মানেমানে মান সম্মান নিয়ে কেটে পড়তে হবে।

আমার ধারনা যদি এই অবস্থা চলতে থাকে সরকার বড়জোর সামনের বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পেতে পারে। যদি পুরোটা সংস্কার করতে হয় সরকারে এখনই রাজনৈতিক দলগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে এর পরিধি বাড়তে হবে। আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী দলগুলো থেকে প্রতিনিধি নিয়ে সরকারকে জাতীয় সরকারে রূপান্তরিত করতে হবে। পোড়খাওয়া বা বিগত সরকারের হাতে অত্যাচারিত নির্যাতিত রাজনৈতিক নেতারা মন্ত্রীর চেয়ারে বসলে আমলারা থাকবে দৌড়ের ওপর। লাল ফিতা নীল ফিতা দেখিয়ে সরকারকে পেছন থেকে টেনে রাখতে পারবে না। এতে দুইটা সুবিধা- সরকারে অংশগ্রহন করলে দলগুলোর ভেতর একটা ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের ফিলিংস আসবে, দ্বিতীয়ত: আশু নির্বাচনের জন্য অতটা গাইগুই করবে না। ফলে সংস্কার কাজের জন্য বেশী সময় পাওয়া যাবে, সাথে কাজে গতিশীলতা বাড়বে।

আর্মি এবং ছাত্ররা প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে পারেন।

প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
AL-AQSA RESTAURANT & PARTY HALL পার্কচেস্টারে
Trusted Al - Aqsa HALAL PARTY HALL
বাঙালি মালিকানায় সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্ট এবং পার্টি হল

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক

বিশেষ ঘোষণা

ভোটার নিবন্ধন করার তারিখ এবং সময়সূচী:

২৮ সেপ্টেম্বর — শনিবার দুপুর ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

এবং

১০ অক্টোবর — বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

কোথায় ভোটার নিবন্ধন করতে পারবেন জেনে নিন
Vote.NYC
থেকে অথবা কল করুন
866-VOTE-NYC
এবং নিকটস্থ ঠিকানা খুঁজে নিন!

২৬ অকেটাবর, ২০২৪
থেকে ৩ নভেম্বর, ২০২৪
অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে।

৫ নভেম্বর, ২০২৪
নিবাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আমরা চাই আপনি নিবাচন কর্মী হিসাবে আমদের সাথে কাজ করুন।
PollWork.vote.nyc

VOTE NYC

নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির বনভোজনে মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: 'নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি উত্তর আমেরিকা ইনক'এর বনভোজন আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড এলাকায় হ্যাকশেয়ার স্টেট পার্কে প্রায় ৭০০ লোকের সমাগম ঘটেছিল এই বনভোজনে। এরমধ্যে ৬ শতাধিক প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীর উপস্থিতি বনভোজনকে একখন্ড নারায়ণগঞ্জে পরিণত করে। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়া ছাড়াও ভার্জিনিয়া এবং বাফালো শহর থেকে নারায়ণগঞ্জের অভিবাসীরা এই বনভোজনের যোগ দেওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম। এতো বিপুল লোকের সমাগমও অতীতে দেখা যায়নি। ফলে বনভোজন পরিণত হয় মিলনমেলায়।

বনভোজনে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক নূর ই আজম (বাবু) এবং বেলুন উড়িয়ে বনভোজনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও উপদেষ্টা মির্জা ফরিদ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাবেক উপদেষ্টা এবং কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউইয়র্ক-এর সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আকতার হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম ও সাবেক কোষাধক্ষ্য মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা কাজী আজারুল হক মিলন, সিনিয়র উপদেষ্টা মোহাম্মদ মোহসিন, উপদেষ্টা শামসুল আলম লিটন, মোহাম্মদ ইসমাইল ও নাসির উদ্দিন চঞ্চল।

বনভোজন সফল করতে বিশেষভাবে সহযোগিতায় ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা জামাল টিটু, সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন টিটু, বনভোজন কমিটি-২০২৪ এর আহবায়ক মোস্তফা জামাল শামীম, সদস্য সচিব সোহেল আহমেদ, সদস্য এম. আজিজুল হক, মোহাম্মদ ইমাম, কোহিনুর আক্তার এবং পৃষ্টপোষক এস.এম. সায়েম মিঠু, রাফাত হোসেন, দোলন খন্দকার ও আশিক কবির, সেলিম আহমেদ ও শওকত

হোসেন (শ্যামল)। এই বনভোজনে আরো ছিল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আকর্ষণীয় রাফেল ড্র এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচে-গানে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীরা সবুজ অরণ্যের ছায়া নিবিড় পরিবেশকে মাতিয়ে তোলেন। এবারের বনভোজনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে কোন চাঁদা নেয়া হয়নি, যা ছিল আলোচনার বিষয়।

র‍্যাফেল ড্র-তে প্রথম পুরস্কার ছিল 'ঢাকা-নিউইয়র্ক ঢাকা' বিমান টিকেট (স্পন্সর ছিল নাভিলা জুঁই)। দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল স্বর্ণালংকার (স্পন্সর ছিল মাহফুজ আহমেদ মনসুর)। তৃতীয় পুরস্কার ছিল আইফোন (স্পন্সর ছিল খামারবাড়ি সুপার মার্কেট ও আফতাব সুপার মার্কেট)। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে ছিলো- চতুর্থ পুরস্কারঃ ৬৫ ইঞ্চি টেলিভিশন (সৌজন্যঃ এস.এম. কে. ইকবাল, বিএ ডিষ্ট্রিবিউটার), ষষ্ঠ পুরস্কারঃ ল্যাপটপ (সৌজন্যঃ শিমুল খন্দকার), সপ্তম পুরস্কারঃ ল্যাপটপ (সৌজন্যঃ শওকত হোসেন শ্যামল), অষ্টম পুরস্কারঃ ল্যাপটপ (সৌজন্যঃ দুলাল বেহেদু), নবম পুরস্কারঃ টেলিভিশন (সৌজন্যঃ খালেদ আক্তার) এবং ও দশম পুরস্কার: ল্যাপটব (সৌজন্যঃ বেলায়েত হোসেন বেলাল, বাংলা ট্রাভেলস)।

এ ছাড়া মহিলাদের বালিশ নিক্ষেপ খেলায় তিনটি পুরস্কার ছিল। শাড়ি, ব্যাগ ও পারফিউম এর স্পন্সর ছিল নাদিয়া আজম (রিংকু)।

বনভোজন সফল করতে নিরলসভাবে যারা কাজ করেছেন তারা হলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি রুহুল আমীন জুয়েল ও ডা. কাজী জহিরুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক খালেদ আকতার ও ডা. সাউদা সাবরিন পম্পি, সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাকিম আবিদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আতাউর রহমান মিঠু, কোষাধ্যক্ষ মহসিন মাহমুদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক নিপা জামান, ক্রীড়া সম্পাদক শাহাদাৎ হোসেন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কোহিনুর আক্তার কলি, আপ্যায়ন সম্পাদক ইমাম সৈয়দ হায়দার এবং নির্বাহী সদস্য দর্পণ কবীর, নিতাই দাস, মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, এসএম কে. ইকবাল, নিপা আক্তার, মুহাম্মদ পারভেজ ও দুলাল গুপ্ত।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

Heartfelt Congratulations

Chief Adviser
&
All Advisers
Interim Government
People's Republic of Bangladesh

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের
প্রধান উপদেষ্টা
ও
সকল উপদেষ্টাদের

প্রাণঢালা অভিনন্দন

আমি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি
I wish every success of Interim Government

প্রধান উপদেষ্টা নোবেলজয়ী
ড. মুহাম্মদ ইউনূস
আপনার নেতৃত্বে গড়ে উঠবে
তারুণ্যের স্বপ্নের
বাংলাদেশ

Bangladesh of youth
dreams will be
developed under your
leadership
Chief Advisor
Nobel laureate
Dr. Muhammad Yunus

Khalil's Food Foundation

Md. Khalilur Rahman
CEO, Khalil's Food & Founder, American Curry Awards
British Curry Awards 2022 winner

জোবরা থেকে জাতিসংঘ

চয়ন রহমান

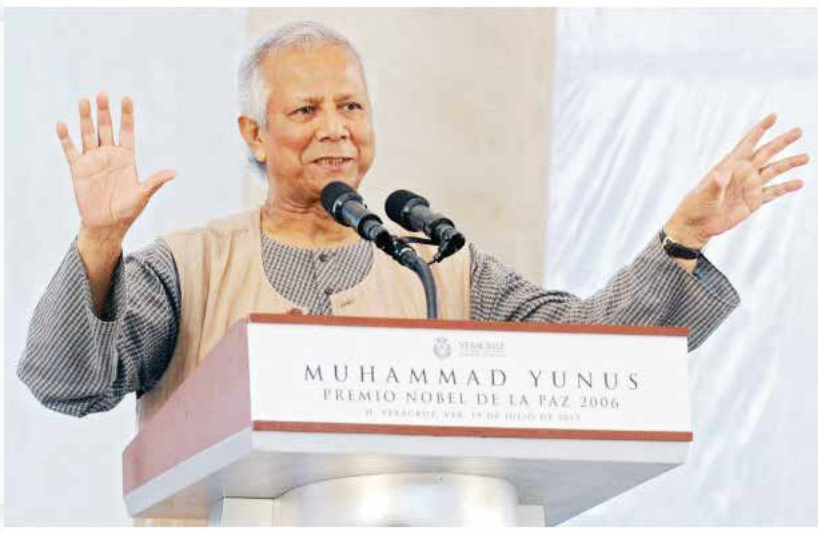

শোষণের গল্প থেকে উঠে দাঁড়াবার প্রত্যয়ে ১৯৭৪ সালে গড়ে উঠেছিলো গ্রামীণ ব্যাংক। মাঝে পার হয়েছে ৫০টি বছর। এবার ভিন্ন আরেক শোষণের গল্প। অধিকার হরণের ইতিহাস। বাক-স্বাধীনতা হরণের ইতিহাস। সুদীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস। দীর্ঘদিনের বঞ্চিত-শোষিত সে সব অধিকার পুনরুদ্ধারে জুলাই-২০২৪ জুড়ে হলো ছাত্র-জনতার গণবিপ্লব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে, হাতে হাত রেখে, ৫ আগস্ট ক্রোধের সে কারাগার ভেঙ্গে গেলো মুহূর্তে। জাগরণের সেই মহারণের সেনাপতি নোবেলজয়ী ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস নিলেন অন্তবর্তী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব। সারা বিশ্বের নেতারা এতোদিন যার বক্তব্য শুনতেন গভীর নিমগ্নে, আজ সেই নেতা বাংলাদেশের পতাকা বহন করে অংশ নিবেন জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে।

চট্টগ্রামের হাটহাজারীর নিভৃত পল্লী বাথুয়া। দারিদ্র্যের আঘাতে, নিষ্পেষিত ভাগ্য বিড়ম্বিত যে জনপদ, ১৯৪০ সালের ২৮ জুন, সেই নিভৃত গ্রামেই জন্ম ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের। মাটির ঘ্রাণে আর গ্রামের স্কুলের খোলা আকাশের নীচে কেটেছে যার দুরন্ত শৈশব, সেই ছোট ছেলেটি যে আজ পরিণত হবে পৃথিবীর সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে....তা জানতো ক'জনা!

স্থানীয় জনপদের ভাগ্য পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা থেকেই, তার মাথায় স্থায়ী রুপ লাভ করে ক্ষুদ্র ঋণকর্মসূচী। চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামের নবযুগ খামার। যা থেকে ১৯৭৬ সালে যাত্রা শুরু হয় গ্রামীণ ব্যাংকের। মূলত .....থেকে ধীরে ধীরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এর কার্যক্রম। অধ্যাপক ইউনূসের স্মৃতিচারণে কেবলই জোবরা গ্রামের ইতিহাস। সেই জোবরা গ্রাম আজ পৌঁছেছে বিশ্ব দরবারে। বাঘা বাঘা জার্নাল-গবেষণায় যেমন স্তুতি রয়েছে। তেমনি অনেক দেশের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে জোবরার ইতিহাস। গ্রামীণ ব্যাংকের ইতিহাস বলতে গিয়ে বারবার তিনি হয়েছেন আপ্লুত। তুলে ধরতে গিয়ে জানাচ্ছিলেন সে সময়কার কথা।

স্মৃতির ঝাপি খুলে দিয়ে বলেছেন- 'তখন জোবরা গ্রামে বাস করতো হত দরিদ্র অনেক মানুষ। অর্থনীতির শিক্ষক হয়েও সে সব মানুষের জন্য কিছু করতে না পারার আক্ষেপ ছিল। তখন আমি ভাবলাম আমি অযথা সময় নষ্ট করছি। এই অর্থনীতি দিয়ে আমি কি করবো যা মানুষকে কোন ধরনের উপকারে আসে না।'

জোবরা গ্রামের সাথে যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে আলোচিত সেই জোবরা গ্রামের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। জোবরা গ্রামের অবস্থান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক পাশে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শেষে প্রতিদিনই জোবরা গ্রামে যেতেন অধ্যাপক ইউনূস।

কথা বলতেন প্রান্তিক কৃষকদের সাথে। তাদের চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করতেন। কৃষিকাজের জন্য কোন পানির ব্যবস্থা ছিল না সেই গ্রামে। ১৯৭৪ সালে এই জোবরা গ্রামের হতদরিদ্র মানুষকে নিয়ে কাজ শুরু করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন শিক্ষক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ব্যাংকসুবিধার বাইরে থাকা সেসব গ্রামীণ দরিদ্র নারী-পুরুষকে নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেন। পরে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে ওই সব গরিব মানুষের জন্য চালু করেন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। এভাবেই জোবরা হয়ে ওঠে ক্ষুদ্রঋণের সূতিকাগার। বর্তমানে দেশের ৮১ হাজার ৬৭৮টি গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংক বিস্তৃত আছে। আর প্রতিষ্ঠানটির সদস্যসংখ্যা প্রায় ৯৪ লাখ।

যে শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বজুড়ে আলোচিত তাঁর থ্রি-জিরো তত্ত্বের জন্য। সেগুলো হচ্ছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনা। আর তা অর্জনে লাগবে তারুণ্য, প্রযুক্তি, সুশাসন ও সামাজিক ব্যবসা। টেকসই উন্নয়নের এই তত্ত্বের প্রয়োগের মাধ্যমেই তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এগিয়ে নিতে চাইবেন বলে ধারণা বিশ্লেষকদের।

গ্রামীণ ব্যাংক ও ক্ষুদ্রঋণ ধারণার প্রবর্তক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আর এই অবদানের জন্য তিনি শান্তিতে নোবেল পান ২০০৬ সালে। এই ক্ষুদ্রঋণ ধারণার মূল লক্ষ্যই ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়া।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াও গোটা বিশ্বেরই চোখ টেকসই উন্নয়নে। বাংলাদেশে এই যাত্রায় প্রায় শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে এই নোবেলজয়ীকে। আর এই লক্ষ্য অর্জনে সামনে থাকছে তাঁর নিজের তত্ত্ব থ্রি-জিরো। এক্ষেত্রে শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও কার্বন নিঃসরণ। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গ্রামীণ ব্যাংক।

মূলত: শোষণের গল্প থেকে উঠে দাঁড়াবার প্রত্যয়ে ১৯৭৪ সালে গড়ে উঠেছিলো গ্রামীণ ব্যাংক। মাঝে পার হয়েছে ৫০টি বছর। এবার ভিন্ন আরেক শোষণের গল্প। অধিকার হরণের ইতিহাস। বাক-স্বাধীনতা হরণের ইতিহাস। সুদীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাস। দীর্ঘদিনের বঞ্চিত-শোষিত সে সব অধিকার পুনরুদ্ধারে জুলাই-২০২৪ জুড়ে হলো ছাত্র-জনতার গণবিপ্লব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে, হাতে হাত রেখে, ৫ আগস্ট ক্রোধের সে কারাগার ভেঙ্গে গেলো মুহূর্তে। জাগরণের সেই মহারণের সেনাপতি নোবেলজয়ী ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস নিলেন অন্তবর্তী সরকারের প্রধানের দায়িত্ব। সারা বিশ্বের নেতারা এতোদিন যার বক্তব্য শুনতেন গভীর নিমগ্নে, আজ সেই নেতা বাংলাদেশের পতাকা বহন করে অংশ নিবেন জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশনে। জুলাই-আগস্টের গণ-বিপ্লবের কথা স্মরণ করে তিনি তুলে ধরবেন আগামী দিনের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে তার সুদীর্ঘ পরিকল্পনার কথা।

লেখক: নিউজ কনসালটেন্ট, টাইম টেলিভশন

সাহিত্য সাময়িকী

ভ্র ম ণ স ঙ্গী

রেজাউদ্দিন স্টালিন

যাচ্ছো কোথায় কোন ঠিকানায়
অংশ নেবে সম্মেলকে,
আশিরনখ রূপসজ্জায়
রাখলে শরীর সমূহকে।

সরোবরের স্বচ্ছ আলোয়
দুলছে আপেল সনির্বন্ধ,
দেখতে দেখতে পাঠ করা শেষ
রহস্যময় মুখবন্ধ।

ধ্বনি প্রতিধ্বনির দোলায়
পড়ছে ঝরে কণ্ঠনালি,
দর্শক খুব উত্তেজিত
ছুড়ছে নিরব করতালি।

অনুষ্ঠানে আমিতো নেই হয়তো
সবই লাগছে ফিকে,
অনুভবের হঠাৎ ঝলক
তুলছে ছবি তাৎক্ষণিকে।

আবার যখন করবে ভ্রমণ
নিমন্ত্রণের বন্যা নিয়ে,
পেছন পেছন ছুটবো তোমার
সোনার মাছি ভনভনিয়ে।

মৌ মি তা

শাহীন রেজা

তুমি কোন দেশের নাগরিক তা আমি জানতে চাই না
তোমার ধর্ম কি এ নিয়েও আমার নূন্যতম আগ্রহ নেই
আমার চোখ জুড়ে ভাসছে একটি অন্ধরাত এবং তুমি-
যার দুটো হাত চেপে ধরেছে সহকর্মী সতীর্থরা
আর কিছু দানব তাকে নিয়ে মেতে উঠছে নির্মম পাশবিকতায়

মৌমিতা তুমি আমার কেউ নও
তবু আমি আজ তোমার জন্য কাঁদছি
আমার চোখ বেয়ে বৃষ্টির কণা মিশে যাচ্ছে গঙ্গায়, পদ্মায়
আমি কণ্ঠ ছেড়ে
চিৎকার করে বলছি, ক্ষমা কর ক্ষমা কর
আমি তোমাকে বাঁচাতে পারিনি বোন
ক্ষমা কর আমার এই ব্যর্থতা-

তোমার লজ্জায় আজ নুয়ে পড়েছে হিমালয়
তোমার মৃত্যুতে পৃথিবীটা যেন এক শোকের কফিন
তুমি রক্ত দিয়ে মুছে দিচ্ছো তোমারই জন্মের পাপ

তোমার শাড়ীর ভাঁজে লুকিয়ে বিষণ্নতা
একাকী একটি চিল উড়ে যাচ্ছে
সীমান্তের দিকে

রো দে র অ ক্ষ রে লে খা হো ক

জাকির আবু জাফর

উঠোনের রোদগুলো ফের সাজিয়ে নিতে চাই
ফের চাই সূর্যের সাথে একান্ত সংলাপ
রোগাক্রান্ত ব্যাধীগ্রস্ত স্যাঁতস্যাঁতে হৃদয়গুলো শুকিয়ে নেয়া ভীষণ জরুরি,
পৃথিবীর ইতিহাস থেকে
যুদ্ধ বিগ্রহ আর আণবিক উত্তাপ থেকে
ঘৃণা ও প্রতিশোধের অগ্নি থেকে এবং
ফেরাউনি নমরূদ ও সকল স্বৈরাচার থেকে
মুক্তির মিছিল হাঁকিয়ে চাই মানবিক সংলাপ!

আমার বুকের ভেতর হাজার হাজার সূর্যের চোখ
সহস্রাধিক মরুভূমি পেরিয়ে চুম্বন করে সবুজ হৃদয়
এ হৃদয়টি রুয়ে দিতে চাই প্রেমে প্রার্থনায় এবং
ভালোবাসার চির বীজতলায়
জানি দৃষ্টির ফুল ফুটলেই সহসা চোখ হবে অর্থপূর্ণ অন্তর্ভেদী এবং নিশ্ছিদ্র দ্রষ্টা
নিপীড়ক অবিচারী এবং জালিম অন্তরগুলো দেখতে কার ইচ্ছে হয় বলুন
তবু মানুষের মানচিত্রে এসব হায়নাদের উল্লম্ফন
শাসন যখন শোষণের হাতিয়ার
তাকে প্রতিরোধে ঝাঁজরা করার ইচ্ছে কি অন্যায়
এইসব ইচ্ছে এখন আন্তর্জাতিক
যেখানে শাসক হয় শোষক, সেখানেই প্রতিরোধ
সেখানেই গণজাগরণ গণঅভ্যুত্থান গণবিপ্লব
সেখানেই মানবিক পতাকা, মানুষের নিশান

রোদের অক্ষরে লেখা হোক মানুষের মর্যাদা!

আ লো র প্র জা প তি

(আবু সাইদ স্মরণে)

দ্বীপ সরকার

দেদারসে ঝুলছে মিহিদানার মেঘ আকাশে–
মিছিলের প্রথম ছেলেটির বুকে মথিত হচ্ছে গুলির চুম্বন
প্রেমিকা রাইফেল আস্ত খুঁটে নিচ্ছে রক্তের কলরব
কী এক অদ্ভুদ বুক চেতিয়ে থাকা!
রৌদ্র রুটিনে যখন আবাবিলরা
মেলে দিচ্ছিলো নরম সূর্যের ঢিল
খুব যতনে ঢলে পড়লো শত শত প্রাণবায়ু

গা ঘেঁষে যখন হেঁটে যাচ্ছিলো বাতাস
কাউকে বলে যাচ্ছে ধ্বংসস্তূপের সংবাদ
ধুকপুকিয়ে ওঠা নতুন শিশুটি
গর্তের অন্ধকার ছেনে হাতড়াচ্ছে আলোর সন্ধান
মিলবে কী আদৌ তা?

যখন করোটিরা বিলিয়ে দিচ্ছে আলোর প্রজাপতি
রাক্ষুসে রাইফেল তখনও সশব্দে খেয়ে যাচ্ছে প্রাণের কলরব

স্ব প্র ণো দি ত অ পা ং ক্তে য়

বদরুজ্জামান জামান

স্বপ্রণোদিত হয়ে অপাংক্তেয়রা বিদ্বেষ পোষে।
আত্মযন্ত্রণার দগ্ধতা তাদের আত্মপ্রচারণায়
চারপাশে বিষবাষ্প ছড়ায় একেবারেই
শুয়োরমুখো নীতিতে।

অসত্য আর মিথ্যার সিঁড়িতে একেবারে ঠুনকো চূড়া,
যেখানে আবর্জনাস্তূপে তারা স্বাগতিক।

স্তুতির স্মৃতিতে তারা গর্ভবতী হয়,
গর্ভযন্ত্রণা বেড়ে গেলে অন্তরে বিদ্বেষ বিষ পোষে
আবর্জনা প্রসব করে চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়ায়।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো Micro Credit ও Micro Finance

- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই

লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন

১০ হাজার ডলারের রিভেট

নতুন বছর উপলক্ষ্যে ৫০% সেল

তোফায়েল চৌধুরী

স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকান্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন

এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে

GREE MECHANICAL YONKERS

আমাদের কল করুন
914-202-9828 / 914-222-9477 / 914-989-0089
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710

GRAND OPENING!
JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশ : কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এগিয়ে যাচ্ছেন ড .মুহাম্মদ ইউনূস

ফে র দৌ স সা লা ম

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের দূর্বার আন্দোলন ও অসংখ্য ছাত্র জনতার রক্তাক্ত আত্মত্যাগে সংঘঠিত হয়েছে ৫ আগস্ট গণ অভ্যুত্থান। বিশ্বের ইতিহাসে প্রাথমিকভাবে অরাজনৈতিক ছাত্র জনতার দ্বারা এ ধরনের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা বিরল। রাজনৈতিক দলমুক্ত শিক্ষার্থীদের যৌথ নেতৃত্বের ফসল এই আগস্ট অভ্যুত্থান। তবে আন্দোলনকারীদের মতে এটি ৩৬ জুলাই গণঅভ্যুত্থান। কারণ ১ জুলাই থেকে সাধারণ ছাত্র সমাজ চাকরির কোটা সংস্কারের লক্ষে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। সরকার আন্দোলন দমনে বেছে নেয় নিপীড়নের পথ- ফ্যাসিস্ট কায়দায় ছাত্র জনতা হত্যার নির্মম পথ। এর ফলে এক পর্যায়ে ভোটারবিহীন নির্বাচিত জনবিচ্ছিন্ন সরকারের বিরুদ্ধে শুরু হয় সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন। যদিও শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী সরকার অনেক আগেই খুন, গুম, হত্যা ও নিপীড়ন করে দেশকে বিরোধী মতামতশূন্য করে দিয়েছিল, সে মুহূর্তে শিক্ষার্থী জনতার রাজপথে নেমে আসাকে শেখ হাসিনার পছন্দ হয়নি। বরং তার সীমাহীন ক্ষমতার গর্ব এবং অহংবোধে এটি ছিল বড় রকমের পদাঘাত। ফলে চূড়ান্ত সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। প্রায় আট শতাধিক ছাত্র জনতা আন্দোলন করতে গিয়ে রাজপথে ঢেলে দেন বুকের খুন। হাসিনার পুলিশবাহিনী এতোটাই হিংস্র হয়ে ওঠে যে তাদের গুলিতে ঘরের বারান্দা জানালায় থাকা দুধের শিশু, মা, মেয়েও নিহত হয়। এ এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে সরকার। গণমানুষের হার না মানা আন্দোলনে ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাতে দেশ ছেড়ে পালাতে হয় শেখ হাসিনাকে। রচিত হয় সফল এক গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস।

এই অভ্যুত্থান ছিল গণমানুষের অধিকার আদায়ের- যে ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। যে ব্যবস্থাটি নির্ধারিত হবে একটি স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থায় জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে। শেখ হাসিনার সরকার বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শুধু ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নির্বাচন ব্যবস্থাপকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এ দেশের মানুষের সকল আশা আকাঙ্খাকে পদদলিত করে তারা ভোটারবিহীন নির্বাচনে নিজেদের প্রায় শতভাগ আসনে জয়ী দেখিয়ে দম্ভ ভরে বলতো এ সরকার নির্বাচিত।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গলা টিপে হত্যার পর বাধ্য করা হয়েছিল তাদের গুনাগুণ করতে। এর সাথে যুক্ত হয় কিছু তেলবাজ বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, উদ্যোক্তা, শিক্ষক। প্রশাসন, বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে গ্রামের স্কুল শিক্ষক পর্যন্ত দলীয়করণ হয়ে যায়। যে কোনও অন্যায়েও শেয়ালের হুক্কাহুয়া শোনা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক। সেই সাথে বাংলাদেশী জাতি সত্বাকে ভোটের বিভাজনে দুই ভাগ করা হয়। বলাতে থাকে আওয়ামী লীগ পক্ষ মানেই স্বাধীনতা পক্ষ আর বিরোধিতা করলেই স্বাধীনতা বিরোধী। এভাবেই দেশের মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করা হয়েছিল। সেই সাথে দলীয় নেতৃত্বের দ্বারা দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যাংকগুলো লুটপাট করা হয়। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয় ক্ষমতাসীনদের উদ্যোগে। এসব কারণেই সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নেয় আন্দোলনে। ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালানোর পর বিপ্লবী ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে ৮ আগস্ট শপথগ্রহণ করে অন্তর্বর্তী অরাজনৈতিক সরকার। ছাত্র সমাজের মনোনয়নে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশের অহঙ্কার নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দেশবাসীও আশ্বস্ত হয়েছে ছাত্রদের এমন একজন যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচনে।

একথা খুবই বাস্তব যে স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন বা পালাবদল আর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান। দলীয়করণ হয়ে যাওয়ায় পুলিশ নির্মমভাবে গণহত্যা চালায়। অনেকটাই স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজাকাররা যেমন পাকিবাহিনীর পক্ষে নীরিহ জনগণকে হত্যা করেছে তেমনই পুলিশ র‍্যাব আন্দোলনরত ছাত্র জনতাকে নির্বিচার হত্যা করেছে। আহত হাজার হাজার মানুষ কেউ চোখের দৃষ্টি হারিয়েছে, কেউ পঙ্গু হয়ে ধুকে ধুকে মরছে।

স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মূল দাবি হচ্ছে স্বৈরাচারী ও খুনী হাসিনা এবং তার সহযোগীদের বিচার। প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ শেষে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছেন তার সরকার শেখ হাসিনাসহ খুনিদের বিচার করবেই। এ ছাড়াও দীর্ঘ ১৬ বছরের খুন ও গুমসহ অসংখ্য অনিয়ম দূর্নীতির বিচার চায় মানুষ। সরকারের উপদেষ্টা পরিষদও এ ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। মানুষের আকাঙ্খা হচ্ছে সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি শক্তিশালী কমিশন। মানুষ চায় সংস্কার- যাতে দেশে আর কোনোদিন স্বৈরাচারী সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সুযোগ না থাকে। ইউনূসের সরকার সে পথ ধরেই হাটছে।

কিন্ত এ সরকারের সামনে অনেক বাধা রয়েছে। প্রথমত শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিবাজ সিভিল প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনসহ প্রায় সকল কাঠামো এ সরকারকে অসহযোগিতা করছে। এর মধ্যেই পতিত সরকারের নানা গ্রুপ ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। ইতোমধ্যে সরকার অত্যন্ত দীর্ঘ সাথে বিচারকদের ক্যু ও আনসারদের অযৌক্তিক আন্দোলন প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া পুলিশদের বিশাল অংশ কাজে যোগ দিলেও এখনো তারা পরিপূর্ণ ভাবে কাজ করছে না। হতে পারে এখন আর ঘুষ দূর্নীতির সুযোগ নেই এজন্য। সরকারের অন্যান্য উইং এর কাজেও প্রায় মন্থর গতি লক্ষ্যণীয়।

অন্যদিকে ভারতের উজান থেকে নেমে আসা পানিতে দেশের এক বিশাল অংশে ভয়ানক বন্যার কবলে প্রায় ১ কোটি মানুষ গৃহহারা হয়েছিল। সরকার ও দেশের মানুষ তা মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। তবে দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনার জরুরি। ভেঙে ফেলতে হবে বাজার সিন্ডিকেট। সরকার আরও একটি চক্রান্ত মোকাবিলা করে সফল হয়েছে। তা হচ্ছে পোষাক খাতকে অস্থির করে তোলা হচ্ছিল। এটিও এখন নিয়ন্ত্রণে। প্রতিবেশি ভারত শুরুতে এ সরকারের বিরোধীতা করলেও এখন তারা পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। নোবেল বিজয়ী ইউনূসের ব্যক্তিত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংক ও এডিবি অর্থ সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে এসে সংস্কার কাজে সহায়তা, পাচারকৃত লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ফেরত আনতে সহায়তার উদ্যোগ নেয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

কিন্ত মুশকিল হচ্ছে বাংলাদেশে ষড়যন্ত্রকারীরা নানা কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। পতিতরা সনাতন ধর্মাবলম্বী দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ এনে আন্দোলন শুরু করেছিল। প্রধান উপদেষ্টা তাদের বলেছেন আমরা এখানে এক পরিবার- সবাই বাংলাদেশী। কেউ সংখ্যালঘু নয়। তবুও তারা নানা কায়দায় রাজপথ অবরোধ করে দাবি তুলছে। এমনকি চিকিৎসক সহ সমাজের নানা শ্রেণী পেশার অনেক মানুষ রাস্তা অবরোধ করে একমাস বয়েসী সরকারকে বিব্রত করছে।

ষড়যন্ত্র থেমে নেই। এখন শান্ত পাহাড়কে অশান্ত করার লক্ষে বাঙালী পাহাড়ী সংঘাত সৃষ্টি করা হচ্ছে। অনেকেরই অভিযোগ এটা ভারতের খেলা! পতিত সরকারের লোকজন তার স্বরে বলে যাচ্ছে এই সরকার সাংবিধানিক সরকার নয়- বলা হচ্ছে হাসিনা পদত্যাগ করেনি। দেশের গণমানুষের সমর্থনের সরকার নিয়ে সমালোচনার কিছু নেই। বরং এ সরকারকে সংস্কারের সুযোগ দিতে হবে। যাতে তারা সুষ্ঠ নির্বাচন কমিশন গঠন করে সর্ব সময়ে স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা নিতে পারে। এ সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অর্জন। অবশ্য দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান স্পষ্ট বলেছেন এই সরকারকে ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না।

জনগণের প্রত্যাশাও তাই। একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য দলের বক্তব্য ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক মানবিক বাংলাদেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করুক। আর সে পথেই কাঙ্খিত নির্বাচিত সরকার আসার সুযোগ সৃষ্টি হোক। তবে এটি বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ইউনূসের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গন সুখকর নয়। প্রতিপদে চলছে হারিয়ে দেয়ার চক্রান্ত। তাকে প্রতিহত করতেই হবে।

SEEMA GULIANI, ESQ / ATTORNY AT LAW

LAW OFFICE OF SEEMA GULIANI

BY APPOINTMENT ONLY

212-691-4343

Em@il seemagulianiesq@gmail.com

198-42 FOOTHILL AVE. HOLLIS NY. 11423

WE SPECIALIZE IN

- VAWA
- ASYLUM
- NVC PROCESS
- NATURALIZATION
- TOURIST VISAS (B1/B2)
- RELIGIOUS WORKER
- UNCONTESTED DIVORCES
- FAMILY BASED PETITIONS
- FIANCE/MARRAIGE VISAS
- LEGAL PERMANENT RESIDENCY
- EMPLOYMENT BASED VISAS

(H-1B. PERM, I-140. EB1, EB2, EB3

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

(১৪ এর পাতার পর)

পটভূমি

অনেক বছর ধরে ইউনূস হাসিনার বাবা শেখ মুজিবের একজন অনুসারী ছিলেন। মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটি-তে অধ্যাপনা করার সময়, ইউনূস বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশ সিটিজেন্স কমিটি (বিসিসি) প্রতিষ্ঠা করেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, বিসিসি ইউনূসকে তাদের 'বাংলাদেশ নিউজ লেটার'-এর সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭২ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। মুজিবের মৃত্যুর পরেও এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। ইউনূস হাসিনার সাথে একটি পেশাদার সম্পর্ক বজায় রাখেন। ইউনূস হাসিনাকে আমেরিকান ফার্স্টলেডী হিলারি ক্লিনটনের সাথে ১৯৯৭ সালে ২-৪ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত একটি ক্ষুদ্রঋণ শীর্ষ সম্মেলনের সহ-সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১৩৭টি দেশের ৫০ জন রাষ্ট্রপ্রধান এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ওয়াশিংটন ডিসিতে দারিদ্র্যের সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে সমবেত হন। এই অনুষ্ঠানে হাসিনা ইউনূসের প্রশংসা করেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, 'অধ্যাপক ইউনূস এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের অসাধারণ কাজ করছে, গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্য দরিদ্রদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে নিয়োজিত ব্যাংকগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে আশাবাদ তৈরি করেছে'। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টেলিফোন সেবা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৯৯৭ সালের ২৬ মার্চ হাসিনার অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামীণফোন ব্যবহার করে হাসিনা প্রথম কল করেন তৎকালীন নরওয়েজীয় প্রধানমন্ত্রী থরবিয়র্ন জ্যাগল্যান্ড-কে। তার কথোপকথন শেষ হলে তিনি আরেকটি কল পান, গ্রামীণফোনের এক কর্মচারী লায়লী বেগমের কাছ থেকে। তবে এই দীর্ঘ সম্পর্কের অবসান ঘটে ২০০৭ সালে, যখন ইউনূস একটি রাজনৈতিক দল নাগরিক শক্তি গঠনের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন।

বন্ধু থেকে শত্রু

শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার গ্রামীণ ও ইউনূসের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, 'তার কর্মকাণ্ড মনে হচ্ছে মি: ইউনূসের ২০০৭ সালে রাজনীতিতে আসার ঘোষণার প্রতিশোধ, যদিও তিনি কখনোই তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেননি'। টাইমস অফ ইন্ডিয়া অনুযায়ী, ইউনূসের বিরুদ্ধে তার সিদ্ধান্তে আরেকটি বিষয় প্রভাব ফেলেছিল: নোবেল শান্তি পুরস্কার।

হাসিনা মনে করতেন যে ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাবেন। ৯ মার্চ, অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম সরকারের মনোভাব প্রকাশ করে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নোবেল

শান্তি পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল'। তিনি নোবেল কমিটির বিচক্ষণতাকেও চ্যালেঞ্জ করেন।

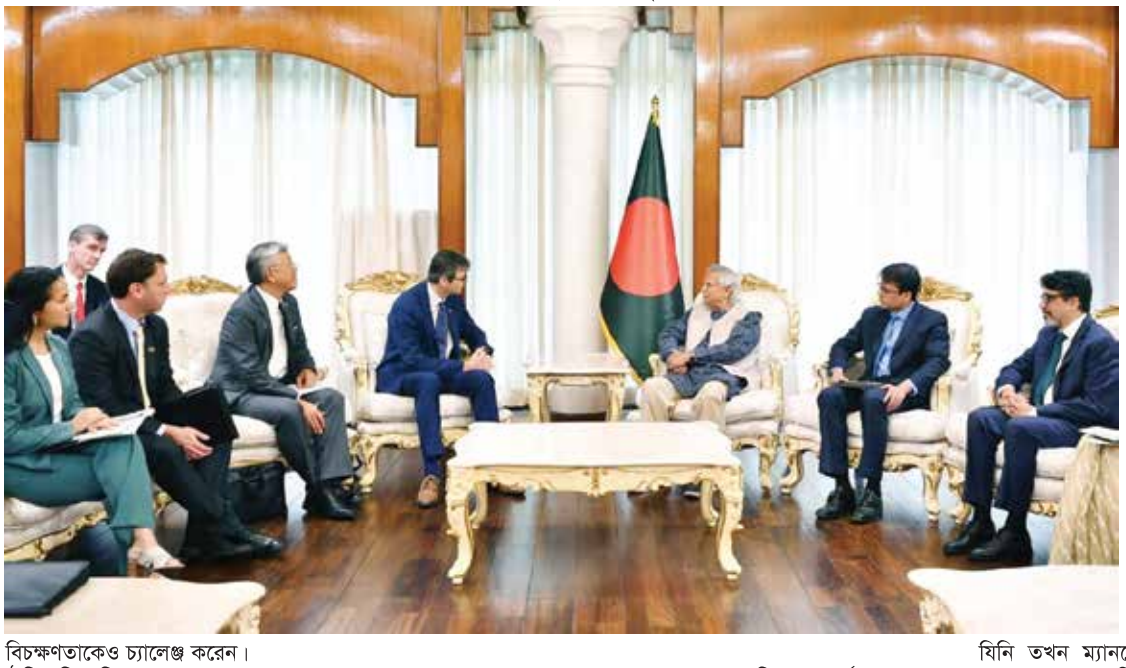

ঐতিহাসিক বিবরণ

২০০৭ সালের সেনাবাহিনীর জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। সেই সময় খালেদা জিয়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দেশের চতুর্থ প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার জন্য জেনারেলের অনুরোধ ইউনূস প্রত্যাখ্যান করেন। তবে ইউনূস জেনারেলকে ফখরুদ্দিন আহমেদকে এই পদের জন্য বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন। ফখরুদ্দিন ১১ জানুয়ারী ২০০৭ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রথম দিনেই স্পষ্ট করে দেন যে তিনি শুধুমাত্র একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে চান না, বরং দুর্নীতি দমন করতেও চান। খালেদা এবং হাসিনা ফখরুদ্দিনের সমালোচনা করেন এবং দাবি করেন যে দুর্নীতি দমন করা তার কাজ নয়, কিন্তু ইউনূস তার সন্তোষ প্রকাশ করেন। এএফপি সংবাদ সংস্থার সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইউনূস মন্তব্য করেন 'এখানে কোনো আদর্শ নেই। হাসিনা ইউনূসের মন্তব্যের প্রতি কঠো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, তাকে 'একজন সুদখোর যিনি শুধু দারিদ্র্য দূর করতে ব্যর্থ হননি, বরং দারিদ্র্যকে লালন-পালন করেছেন' বলে অভিহিত করেন। এটি ছিল ইউনূসের বিরুদ্ধে হাসিনার প্রথম সর্বজনীন বক্তব্য। পরবর্তীতে ইউনূস তার সম্ভাব্য রাজনৈতিক দলের নাম নাগরিক শক্তি ঘোষণা করে বলেন যে, তার দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের একটি মিশন আছে, যাতে এর পরিচয় 'তলাবিহীন ঝুড়ি' থেকে 'উদীয়মান বাঘ'-এ পরিণত করা যায়। তবে ৩ মে তিনি তৃতীয় একটি খোলা চিঠি প্রকাশ করেন এবং তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার সমাপ্তি টানেন।

কার্যধারা

বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালের ডিসেম্বরে ইউনূসের বিরুদ্ধে প্রথম মামলা দেয়, অভিযোগ করে যে ১৯৯৬ সালে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের একটি সহযোগী কোম্পানিতে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার হস্তান্তর করেছিলেন। ইউনূস এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং নরওয়ে সরকার তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করে।

ইউনূস তিনটি ফৌজদারি মামলার আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় আসেন। ২০০৭ সালে রাজনীতিবিদদের সমালোচনা করার জন্য ইউনূসের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মানহানির মামলা দায়ের করা হয়। একজন খাদ্য পরিদর্শক ইউনূসের বিরুদ্ধে আরেকটি মামলা দায়ের করেন, অভিযোগ করে যে গ্রামীণ-ডানোন দ্বারা উৎপাদিত দই ভেজাল ছিল। চূড়ান্ত আঘাত আসে ২০১১ সালের ৩ মার্চ। বাংলাদেশ ব্যাংক একটি চিঠিতে গ্রামীণকে জানায় যে ইউনূসকে বয়স বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করে গ্রামীণ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। নয়জন পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, ২২ হাজার কর্মচারী, এবং ৮৩ লক্ষ গ্রামীণ ঋণগ্রহীতার সমর্থন নিয়ে ইউনূস সরকারি আদেশ অমান্য করেন, ঢাকায় গ্রামীণের সদর দপ্তরে ফিরে আসেন এবং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঢাকা হাইকোর্টে একটি আপিল দায়ের করেন। তবে বিচারপতি মোহাম্মদ মোমতাজউদ্দিন আহমেদ এবং বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর ইউনূসের বিরুদ্ধে রায় দেন, দাবি করে যে ১৯৯৯ সাল থেকে গ্রামীণের এমডি হিসেবে ইউনূসের নিয়োগ বেআইনি ছিল কারণ তিনি তখন ৬০ বছর বয়সে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ (যেমন: হিলারি ও বিল ক্লিনটন), জাতীয় নেতৃবৃন্দ (যেমন: স্যার ফজলে হাসান আবেদ) এবং ৮৩ লক্ষ গ্রামীণ ঋণগ্রহীতার সমর্থন নিয়ে, ইউনূস হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে একটি আপিল দায়ের করেন। প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ ১৫ মার্চ ২০১১ তারিখে আপিলটি শুনানি করে এবং সরকার কর্তৃক ইউনূসের অপসারণ বহাল রাখে।

২০১২ সাল থেকে

২০১২ সালের ২ আগস্ট শেখ হাসিনা 'গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ২০১২'-এর একটি খসড়া অনুমোদন করেন ব্যাংকের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য। সেই ক্ষমতা ব্যাংকের পরিচালকদের হাতে ছিল- নয়জন দরিদ্র মহিলা যারা ৮৩ লক্ষ গ্রামীণ ঋণগ্রহীতা দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। হাসিনা ইউনূসের কার্যক্রম ও আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে একটি নতুন তদন্তের নির্দেশও দেন, কিন্তু গ্রামীণের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে তার শেষের দিকের বছরগুলোতে এই পদক্ষেপকে মানুষ তার ভাবমূর্তি ধ্বংসের চেষ্টা হিসেবে দেখে। প্রধানমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন যে ইউনূস সরকারের প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই তার আয় গ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে তার নোবেল শান্তি পুরস্কারের আয় এবং বইয়ের রয়্যালটি অন্তর্ভুক্ত।

২০১৩ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা একটি নতুন আইনের খসড়া অনুমোদন করে যা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককে গ্রামীণ ব্যাংকের উপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে, দীর্ঘ দীর্ঘদিন ধরে চলমান বিরোধ আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি মন্ত্রিসভার বৈঠকে গ্রামীণ ব্যাংক আইন ২০১৩ অনুমোদিত হয় এবং ২০১৩ সালের ৭ নভেম্বর সংসদে পাস হয়। এটি গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশকে প্রতিস্থাপন করে, যে আইনটি ১৯৮৩ সালে গ্রামীণ ব্যাংককে একটি বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি ছিল। 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' ২০১৩ সালের আগস্টে রিপোর্ট করে:

তারপর থেকে সরকার ব্যাংকটির তদন্ত শুরু করেছে এবং এখন গ্রামীণকে অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা করছে- যার অধিকাংশ শেয়ার এর ঋণগ্রহীতাদের মালিকানাধীন এবং এটিকে ১৯টি আঞ্চলিক ঋণদাতায় বিভক্ত করার পরিকল্পনা করছে।

ব্যক্তিগত জীবন

১৯৬৭ সালে ইউনূস যখন ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছিলেন সেসময় তিনি ভেরা ফরোস্টেনকোর সাথে পরিচিত হন, যিনি ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে রাশিয়ান সাহিত্যের একজন ছাত্রী ছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেন্টন, নিউজার্সীতে রাশিয়ান অভিবাসীদের কন্যা ছিলেন। তারা ১৯৭০ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইউনূসের ভেরার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে ১৯৭৯ সালে চট্টগ্রামে তাদের মেয়ে মনিকা ইউনূসের জন্মের কয়েক মাস পরেই, কারণ ভেরা দাবি করেন যে বাংলাদেশ একটি শিশু পালন করার জন্য ভালো জায়গা নয় এবং নিউজার্সীতে ফিরে যান। মনিকা নিউইয়র্ক সিটিতে একজন অপেরাটিক সোপ্রানো (শাস্ত্রীয় গানের শিল্পী) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ইউনূস পরে আফরোজি ইউনূসকে বিয়ে করেন, যিনি তখন ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের একজন গবেষক ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাদের মেয়ে দীনা আফরোজ ইউনূস ১৯৮৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

ইউনূসের ভাই মুহাম্মদ ইব্রাহিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের একজন প্রাক্তন অধ্যাপক এবং সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (সিএমইএস)-এর প্রতিষ্ঠাতা, যা গ্রামের কিশোরীদের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা পৌঁছে দেয়। তার অন্য ভাই মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (মৃত্যু ২০১৯) বাংলাদেশে একজন টেলিভিশন উপস্থাপক এবং সামাজিক কর্মী ছিলেন।

ইউনূস সেন্টার

ঢাকায় অবস্থিত ইউনূস সেন্টার একটি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যা সামাজিক ব্যবসা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এটি ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ড. ইউনূস দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সেন্টারটি সামাজিক ব্যবসার দর্শন প্রচার করে এবং সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলির জন্য একটি রিসোর্স সেন্টার হিসেবে কাজ করে। এর কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন প্রচারণা, গবেষণা এবং প্রকাশনা, সামাজিক ব্যবসার স্টার্ট-আপগুলির সমর্থন, গ্লোবাল সোশ্যাল বিজনেস সামিট আয়োজন এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে সামাজিক ব্যবসা বিষয়ক একাডেমিক প্রোগ্রামগুলির সম্প্রসারণ।

সম্মাননা ও পুরস্কার

* ১৯৭৮ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ড. ইউনূস জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহ প্রায় ১৪৫টি পুরস্কার অর্জন করেছেন।
* ১৯৮৪ সালে রামোন ম্যাগসেসে পুরস্কার, ফিলিপাইন
* ১৯৮৭ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার, বাংলাদেশ
* ১৯৯৮ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার
* ২০০৪ সালে ফিলাডেলফিয়ার হোয়ার্টন স্কুল অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব পেন্সিলভেনিয়া তাকে গত '২৫ বছরে ২৫ জন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যবসায়িক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন' হিসেবে নির্বাচন করে।
* ২০০৬ সালে তার অর্থনৈতিক কাজের জন্য 'নোবেল শান্তি পুরস্কার'
* ২০০৬ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাকে শীর্ষ ১২ জন ব্যবসায়িক নেতার মধ্যে স্থান দেয়, তাকে 'এশিয়ার ৬০ বছরের নায়ক'দের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করে।
* ২০০৮ সালে ইউনুসকে যুক্তরাজ্যের 'প্রসপেক্ট ম্যাগাজিন' এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'ফরেন পলিসি' কর্তৃক পরিচালিত একটি উন্মুক্ত অনলাইন জরিপে শীর্ষ ১০০ জন পাবলিক ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়।
* ২০০৯ সালে ইউনুস স্লোভাকিয়ার ইনফরমাল ইকোনমিক ফোরাম ইকোনমিক ক্লাব দ্বারা প্রদত্ত সর্বোচ্চ পুরস্কার গোল্ডেন বিয়াটেক অ্যাওয়ার্ড পান। যারা স্লোভাক প্রজাতন্ত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তাদের এটি দেয়া হয়।
* ২০২১ সালে ইউনুস ক্রীড়া (ইউনুস স্পোর্টস হাবের মাধ্যমে) উন্নয়নের জন্য তার বিস্তৃত কাজের জন্য অলিম্পিক লরেল পুরস্কার পান।
* ২০২১ সালে ইউনুসকে ইউনাইটেড নেশনস ফাউন্ডেশনের চ্যাম্পিয়ন অব গ্লোবাল চেঞ্জ পুরস্কার দেওয়া হয়। মানব মর্যাদা, সমতা এবং ন্যায়বিচার বৃদ্ধির জন্য তার আলোকিত নেতৃত্ব এবং উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রকাশিত গ্রন্থ

* ত্রি ফার্মার্স অফ জোবরা; অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; (১৯৭৪)
* প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ: ফরম্যাট, টেকনিক, অ্যান্ড প্রয়োরিটি, অ্যান্ড আদার এসেস; রুরাল স্টাডিস প্রজেক্ট, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; (১৯৭৬)
* জরিমান অ্যান্ড আদার্স: ফেসেস অফ পভার্টি (সহ-লেখক: সৈয়দ মানজারুল ইসলাম, আরিফ রহমান); গ্রামীণ ব্যাংক; (১৯৯১)
* গ্রামীণ ব্যাংক, আস আই সি ইট; গ্রামীণ ব্যাংক; (১৯৯৪)
* ব্যাংকার টু দা পুওর: মাইক্রো-লেন্ডিং অ্যান্ড দ্য ব্যাটেল এগেইনস্ট ওয়ার্ল্ড পভার্টি; জনপ্রশাসন; (২০০৩) আইএসবিএন ৯৭৮-১-৫৮৬৪৮-১৯৮-৮
* ক্রিয়েটিং আ ওয়ার্ল্ড উইথআউট পভার্টি: সোশ্যাল বিসনেস অ্যান্ড দ্য ফিউচার অফ ক্যাপিটালিজম; জনপ্রশাসন; (২০০৮) আইএসবিএন ৯৭৮-১-৫৮৬৪৮-৪৯৩-৪
বিল্ডিং সোশ্যাল বিসনেস: দ্য নিউ কাইন্ড অফ ক্যাপিটালিজম দ্যাট সার্ভস হিউম্যানিটিস মোস্ট প্রেসিং নীডস; জনপ্রশাসন; (২০১০); আইএসবিএন ৯৭৮-১-৫৮৬৪৮-৮২৪-৬
এ ওয়ার্ল্ড অফ ত্রি জিরোজ: দ্য নিউ ইকোনমিক্স অফ জিরো পভার্টি, জিরো আনএমপ্লয়মেন্ট, অ্যান্ড জিরো কার্বন এমিশনস। আইএসবিএন ৯৭৮-৯৮৪-৫০৬-২৫৩-৪ দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড রেড ক্রিসেন্ট হাউস।

এক নজরে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা
দায়িত্বগ্রহণ : ৮ আগস্ট ২০২৪
জন্ম: ২৮ জুন ১৯৪০ (বয়স ৮৪)। হাটহাজারী, চট্টগ্রাম জেলা, বঙ্গ প্রদেশ, ব্রিটিশ ভারত (বর্তমানে হাটহাজারী, চট্টগ্রাম জেলা, বাংলাদেশ)
নাগরিকত্ব: ব্রিটিশ ভারত (১৯৪০-১৯৪৭), পাকিস্তানী (১৯৪৭-১৯৭১), বাংলাদেশী (১৯৭১-বর্তমান)
জাতীয়তা: বাংলাদেশী
রাজনৈতিক দল: নাগরিক শক্তি (২০০৭), স্বতন্ত্র (২০০৭-বর্তমান)
দাম্পত্য সঙ্গী: ভেরা ফরোস্টেনকো (বিবাহ-১৯৭০; বিচ্ছেদ-১৯৭৯), আফরোজী ইউনুস (বিবাহ- ১৯৮৩)
সন্তান: মনিকা ইউনুস দীনা
আত্মীয়-স্বজন: মুহাম্মদ ইব্রাহিম (ভাই)
শিক্ষা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বিএ, এমএ), ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় (পিএইচডি)
পেশা: অর্থনীতিবিদ, উদ্যোক্তা
পুরস্কার : স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৮৭), বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার (১৯৯৪), গান্ধী শান্তি পুরস্কার (২০০০), ভলভো পরিবেশ পুরস্কার (২০০৩), নোবেল শান্তি পুরস্কার (২০০৬), প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম (২০০৯), কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল (২০১০), অলিম্পিক লরেল (২০২০)। (উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে)

RESTAURANT FOR SALE

LOCATION: 4879 NY-30, UNIT 8 AMSTERDAM, NY.12010

CURRENTLY: (INDIAN RESTAURANT)

FOR INQUIRY TEXT: 646-228-9141 OR E-MAIL: zoobearmc@gmail.com

GLOBAL
Tours & Travel

BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA

www.globaltravelbd.com

"We provide 24/7 customer support"

FLIGHT VISA HOTEL

$300 OFF

* Minimum $10000 cash purchase required

CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655

Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE

GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!

MIRZA M ZAMAN

37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার

এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার এ ঠিকানার সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435

Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com

Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.

Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law

225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007

Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত (Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"

আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম

৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬

ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA

Admitted to Practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460

Fax: 718-205-3475

Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

উত্তর আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের মুখপাত্র

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টেলিভিশন

বস্তুনিষ্ঠতায় অবিচল থাকুক

বর্ষপূর্তীতে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা

ASTORIA WELFARE SOCIETY USA INC

Community Organization (Non Profit)

Cell: 347-898-8383 E-mail: mjabed1969@gmail.com

Executive Committee

2022 - 2025

SOHEL AHMED
President

MD. JABED UDDIN
General Secretary

KOYES AHMED
Vice President

ARSHADUL AMIN
Vice President

EMDAD RAHMAN TORAFDER
Treasurer

MOINUL HAQUE CHOWDHURY
Organizing Secretary

SABBIR AHMED
Publisity Secretary

FAHIMUZZAMAN KHAN TAOHID
Social Welfare Secretary

RUBEL AHMED
Cultural Secretary

MIR ZAKIR
Executive Member

FAISAL AHMED
Executive Member

MD. SHAMSUL ISLAM
Executive Member

SHAHIN HASNAT
Executive Member

ANWAR HOSSAIN
Executive Member

HARUN RASHID
Executive Member

ABU SOLAIMAN
Executive Member

MD. MIRZA
Executive Member

MD HUSSAIN AHMED
Executive Member

MD NURUL HAQUE
Executive Member

KAZI MARYAM
Member

SADMAN RASHID
Volunteer

AMED AHMED CHOWDHURY
Advisor

DEWAN SHAHED CHOWDHURY
Advisor

CHOWDHURY SALEH
Advisor

ABDUR RAHMAN
Advisor

SYED MAMUN
Advisor

আগুন ও পানি আল্লাহর বিশেষ দুটো নিয়ামত

(শেষ পাতার পর) থেকে তা তোমরা বর্ষণ করো না তার বর্ষণকারী আমি? আমি চাইলে তা লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি। তা সত্ত্বেও তোমরা শোকরগোজার হও না কেন?"(সুরা ওয়াকিয়া: ৬৮-৭০)

পানি: মহান রব আমাদেরকে ক্ষুধা নিবারনের জন্য শুধু খাদ্যের ব্যবস্থাই করেননি বরং পিপাসা মেটানোর জন্য পানির ব্যবস্থাও করেছেন। আমাদের জীবন ধারনের জন্য যে পানি খাদ্যের চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় তার ব্যবস্থা কোন মানুষ করে নাই। বরং মহান আল্লাহই তা সরবরাহ করে থাকেন। পৃথিবীর সমুদ্রসমূহ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টি সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়। তিনি পানির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যে, একটি বিশেষ মাত্রার তাপে তা বাষ্পে পরিণত হয়। তাঁর অপর বিশেষ সৃষ্টি বাতাস তা বহন করে নিয়ে যায়। আল্লাহ অসীম ক্ষমতা ও কৌশলে বাষ্পরাশি একত্রিত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। তাঁর নির্দেশে এই মেঘরাশি একটি বিশেষ অনুপাত অনুসারে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে যাতে পৃথিবীর যে অঞ্চলের জন্য যে পরিমাণ পানি বরাদ্দ করা হয়েছে তা সেখানে পৌঁছে যায়। তারপর তিনি উর্ধাকাশে এমন এক মাত্রার ঠাণ্ডা সৃষ্টি করে রেখেছেন যার ফলে বাষ্প পুনরায় পানিতে পরিণত হয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম ক্ষমতা ও কর্মকৌশলের এক অতি বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির মধ্যে যে সব অতি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য রেখেছেন তার একটি হচ্ছে, পানির মধ্যে যত বস্তুই মিশে থাকুক না কেন, তাপের প্রভাবে যখন তা বাষ্পে পরিণত হয় তখন সমস্ত মিলে যাওয়া বস্তু নীচে পড়ে থাকে এবং শুধু জলীয় অংশই বাতাসে উড়ে যায়। পানির যদি এই বিশেষত্ব না থাকতো তাহলে পানি অবস্থায় তার মধ্যে মিশে থাকা বস্তুসমূহ বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময়ও তার মধ্যে থেকে যেতো। সুতরাং এমন অবস্থায় সমুদ্র থেকে যে বাষ্প উত্থিত হতো তার মধ্যে সমুদ্রের লবণও মিশে থাকতো এবং ঐ পানি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয়ে গোটা ভুপৃষ্ঠকে লবণাক্ত ভূমিতে পরিণত করতো। সে পানি পান করে যেমন মানুষ বেঁচে থাকতে পারতো না, তেমনি তা দ্বারা কোন প্রকারের উদ্ভিদও উৎপন্ন হতে পারতো না। পানির জন্য তিনি এমন কৃশলী চক্রাকার বা ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করেছেন যে, তা অনাধিকাল থেকে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য উপযোগী করে চলেছে। ভুপৃষ্ঠের প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তিনি মানুষকে শুধু অস্তিত্ব দান করেই বসে নেই। তাদের প্রতিপালনের মত সব ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। অন্যথায় কোন প্রাণীর পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। অথচ তাঁর দয়ায় অস্তিত্ব লাভ করে, তার দেয়া রিযিক খেয়ে এবং তার দেয়া পানি পান করে তাঁর মোকাবেলায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হবে কিংবা তাকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে এ অধিকার মানুষ কোথা থেকে লাভ করে।

যে ব্যক্তির মস্তিস্কে কিছুমাত্র মগজ আছে সে কি এ দাবী করতে পারে যে, অন্ধ ও বধির প্রকৃতিতে আপনা থেকেই পানির মধ্যে এ জ্ঞানগর্ভ বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়েছে। পানির যে বৈশিষ্ট্যের কারণে লবণাক্ত সমুদ্র থেকে পরিস্কার সুপেয় পানি উত্থিত হয়ে বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয় এবং নদী-নালা, খাল-বিল, ঝর্ণা ও কুপের আকারে পানি সরবরাহ ও সেচের কাজ আঞ্জাম দেয়া হয় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যিনি পানির মধ্যে এই বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছেন তিনি বুঝে শুনেই তা করেছেন যেন পানি তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতিপালনের সহায়ক হয়। যে সব জীবজন্তুর পক্ষে লবণাক্ত পানিতে বেঁচে থাকা ও জীবন যাপন করা সম্ভব তাদেরকে সমুদ্রে সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তারা স্বচ্ছন্দে জীবন যাপর করছে। কিন্তু স্থলভাগ ও বায়ুমণ্ডলের বসবাসের জন্য যেসব জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তাদের জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের জন্য সুপেয় মিঠা পানির প্রয়োজন ছিল। সে উদ্দেশ্যে বৃষ্টির ব্যবস্থা করার পূর্বে তিনি পানির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দিলেন যে, তাপে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় তা যেন পানিতে মিশ্রিত কোন জিনিস সাথে নিয়ে উত্থিত না হয়।

যারা এটিকে স্রেফ প্রকৃতির খেলা মনে করে তাদের জানা থাকা উচিত প্রকৃতি ও প্রকৃতির সকল নিয়ম-কানুন আল্লাহরই সৃষ্টি। তারা বলে সমুদ্রের পানি থেকে মেঘমালার সৃষ্টি এবং পুনরায় তা পানি হয়ে আসমান থেকে বর্ষিত হওয়াটা একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলছে। হ্যাঁ , প্রকৃতির সাথে এই নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। প্রকৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী হয়ে যায়নি কোন মানুষ বা দেবদেবীও সৃষ্টি করেনি। প্রকৃতি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রকৃতি তাঁর কথায় কাজ করে। যারা এটিকে আল্লাহর রহমত হিসাবে গ্রহণ করে কেবল তারাই আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নোয়াতে পারে। যারা কাফির, মুশরিক ও পাপাচারে লিপ্ত কেবল তারাই এত বড় না-শুকরী করতে পারে।

আগুন: আগুন আল্লাহর আরেক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এটিও মানুষের জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। মানুষ খাবার পাকানো, আলো পাওয়া ও তাপ গ্রহণ করার কাজে ব্যবহার করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন," তোমরা কি কখনো লক্ষ করেছো-এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও তার গাছ তোমরা সৃষ্টি করো, না তার সৃষ্টিকর্তা আমি? আমি সেটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপকরণ এবং মুখাপেক্ষীদের জন্য জীবনোপকরণ বানিয়েছি।"(সুরা ওয়াকিয়া:৭১-৭৩)

আয়াতে গাছ বলতে জ্বালানী কাঠ বলা হয়েছে। আর আগুনকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপকরণ বানানোর অর্থ হচ্ছে, আগুন এমন জিনিস যা প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রজ্বলিত হয়ে মানুষকে তার ভুলে যাওয়া শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয়। আগুন যদি না থাকতো তাহলে মানুষের জীবন পশুর জীবন থেকে ভিন্ন হতো না। মানুষ পশুর মতো কাঁচা খাদ্য খাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে তা রান্না করে খাওয়া শুরু করেছে এবং আগুনের কারণেই মানুষের জন্য একের পর এক শিল্প ও আবিস্কারের নতুন নতুন দরজা উদঘাটিত হয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট, যেসব উপকরণের সাহায্যে আগুণ জ্বালানো যায় আল্লাহ যদি তা সৃষ্টি না করতেন এবং আগুনে যে সব বস্তু জ্বলে তাও যদি তিনি সৃষ্টি না করতেন তাহলে মানুষের উদ্ভাবনী যোগ্যতার তালা কোন দিনই খুলতো না।

কিন্তু মানুষের স্রষ্টা যে একজন বিজ্ঞ পালনকর্তা যিনি একদিকে তাকে মানবিক যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যদিকে পৃথিবীতে সেসব উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামও সৃষ্টি করেছেন যার সাহায্যে তার এসব যোগ্যতা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে সে কথা মানুষ একদম ভুলে বসে আছে। মানুষ যদি গাফলতি ও অমনযোগীতায় নিমগ্ন না হয় তাহলে সে দুনিয়াতে যা যা ভোগ করছে তা কার অনুগ্রহ ও নিয়ামত সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এক আগুনই যতেষ্ট।

সুতরাং পানি ও আগুনের মতো অতীব প্রয়োজনীয় নিয়ামতের গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞ বান্দা হতে হবে। আর এর বাস্তব শুকরিয়া হলো, পানি পান করানো এবং কেউ আগুন চাইলে তা দান করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম: পানিকে দুনিয়ার তিনটি আশ্চর্যজনক সৃষ্টির একটি বলে উল্লেখ করেছেন। আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ! এমন কি জিনিস আছে যা সংগ্রহে বাধা দেয়া হালাল নয়? তিনি বলেন: পানি, লবণ ও আগুন। আয়েশা রা: বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! এই পানি সম্পর্কে তো আমরা জানি কিন্তু লবণ ও আগুনের ব্যাপারে কেন বাদা দেয়া যাবে না।? তিনি বলেন: হে হুমায়রা! যে ব্যক্তি আগুন দান করলো, সে যেন ঐ আগুন দিয়ে রান্না করা যাবতীয় খাদ্য দান করলো। যে ব্যক্তি লবণ দান করলোম ঐ লবণে খাদ্য যতোটা সুস্বাদু হলো তা সবই যেন সে দান করলো। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে এমন স্থানে পানি পান করালো, যেখানে তা সহজলভ্য, সে যেন একটি গোলামকে দাসত্বমুক্ত করলো এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে এমন স্থানে পানি পান করালো, যেখানে তা দুস্প্রাপ্য, সে যেন তাকে জীবন দান করলো।"(ইবনে মাযাহ:২৪৭৪, পর্ব: কিতাবুল আহকাম বা বিচার ও বিধান, পরিচ্ছদ: বাবু মুসলিমুনা শুরাকায়ু ফি ছালাছি বা মুসলিমগণ তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার)

সাদ ইবনে উবাদাহ রা: সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! উম্মু সা'দ মৃত্যুবরণ করেছেন (তার পক্ষ থেকে) কোন সাদাকা সর্বোত্তম? তিনি বললেন: পানি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি(সা'দ) একটি কূপ খনন করে বললেন, এটা উম্মু সা'দেও জন্য ওয়াকফ। হাদীসটি হাসান।(আবু দাউদ:১৬৮১, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফি ফাদলি সাখুয়েল মায়ে বা পানি পান করানোর ফযিলত)

সবচেয়ে বড় হলো, আল্লাহর সৃষ্টি কৃশলতা নিয়ে তাফাক্কুর তাযাক্কুর করা এবং নিজের ঈমানের ভীতকে শক্তিশালী করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন," যারা বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করে তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর গঠণাকৃতিতে, রাতদিনের অনবরত আবর্তনে, মানুষের প্রয়োজনীয় ও উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগর দরিয়ার চলমান জলযানসমূহ, বৃষ্টিধারার মধ্যে, যা আল্লাহ বর্ষণ করেন ওপর থেকে তারপর তার মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন দান করেন এবং নিজের এই ব্যবস্থাপনার বদৌলতে পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেন আর বায়ু প্রবাহে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।"(সুরা বাকারা:১৬৪) অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের এই যে বিশাল কারখানা মানুষের সামনে প্রতিনিয়ত সক্রিয়, মানুষ যদি নিছক জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টিতে না দেখে বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে বিচার করে এবং মুক্ত মনে চিন্তা-গবেষনা করে তাহলে চতুরদিকে যেসব নিদর্শন সে প্রত্যক্ষ করছে সেগুলো তাকে এই সিদ্ধান্তে পৌছে দেবে যে, এটি আল্লাহর একক ব্যবস্থাপনায় চলছে এখানে অংশীদারীত্বের সামান্যতম অবকাশ নেই।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

banglapatrikausa@gmail.com
সফলতার ২৮ বছর বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

আবশ্যক

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন: southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাইঃ
ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-CS), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্রী চাইঃ
বাংলাদেশে জন্ম আইটিতে কর্মরত শিক্ষিত ৩২ বছর বয়সী সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। **যোগাযোগঃ**
929-288-9461,
bmchoudhury1960@gmail.com

পাত্রী চাইঃ
Handsome young bengali 30 (5'10") (Foundation of project management.)
Looking for a young Hindu u.s citizen girl for marriage. Send current photo and information at :516-697-5975

রুমমেট

রুমমেট আবশ্যক : নিউইয়র্ক সিটির ইস্ট এলমাস্টের নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮১ স্টিটের উপরে এক তলায় এবং দ্বি-তলায় রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪-২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen আব. যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
1st ফ্লোর , একজন চাকুরী জীবি মহিলার নিকট ১লা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। ১৪৪ (১৪৪) স্ট্রিট এফ ট্রেন (F train) সংলগ্ন।
ফোন- ১ (৬৪৬) ৬২৪-৯৪৮৪

রুম ভাড়া:
১লা অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাঁটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে text বা call (কল) করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯- ৬০৩-৬৬৯৬

বাসা ভাড়া :
ব্রুকলিনের ই-নিউইয়র্কে এলাকায় Van sicken subway থেকে ১ ব্লক দূরে (between Pitkin and Miller ave) ৩বেডরুমের বাসা ভাড়া হইবে (৩য় তালা)।
যোগাযোগ- রুবী ৮৪৮-৩৯১-৩৫৪০ ধন্যবাদ ।

বাসা ভাড়াঃ
কুইন্সের জ্যামাইকায় ২ বেড ১বাথ এবং ২ বেড ২ ব্যাথরুমের ২ টি বাসা অগাস্ট/সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগঃ রনজিত সাহা । ৩৪৭- ২৩৫-৭৩২২ (9am-11pm)

বাসা ভাড়াঃ
বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

রুম ভাড়া:
১ অক্টোবর থেকে একটি বড় রুম ভাড়া দেয়া হবে. শুধুমাত্র একজন মহিলার/মেয়ের জন্য। জামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউ এবং ১৮৭ রাস্তার কাছে। পাতাল রেল এবং সমস্ত বাস থেকে হাটার দূরত্ব। বিস্তারিত জানতে কল করুন: ৯১৭-৫৬১-২৭৪৫, ৯২৯-৬০৩-৬৬৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৭৭-২২, ১০৬ রোড, এক ব্লক দূরে বাস স্টপ এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০/১২ মিনিট হাঁটার পথ। বাসার কাছেই মসজিদ। একটি তিন বেড, দুই বাথ, লিভিং রুম, কিচেন, ভাড়া দেয়া হবে। নভেম্বর মাস থেকে। মাসিক ভাড়া ৩০০০ ডলার (সব বিলসহ)। যোগাযোগ করুনঃ ৬৪৬-৩৩১-৫৬৫২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ
October থেকে 2 room full attic বাথরুম কিচেন। গ্যাস বিদ্যু ওয়াইফাইসহ বাংলাদেশি গ্রোসারী, মসজিদ ও F train subway এর নিকটে 187/91 avenue Jamaica ভাড়া হবে।
ফোনঃ ৯১৭- ৬৩৪-৪৮৬৫.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ
উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে।
যোগাযোগঃ
৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

বাসা ভাড়াঃ
Queens G 3 bedrooms, 2 Full Bathrooms, Kitchen, Living Room mn Private house এর ৩ floor ভাড়া হবে। Q53, Q22, MQ16 Bus Ges A Train 1 ব্লক এর মধ্যে। ভাড়াটিয়া বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, গরম পানি, হিটিং বিল pay করবে। Section 8 এবং NYCHA program গ্রহণযোগ্য।
Address: 216 Beach 97 street, Rockaway Beach NY 11693. যোগাযোগ : 347-635-0705.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

স্টুডিও ভাড়াঃ
একটি স্টুডিও ভাড়া হবে। ১লা আগস্ট থেকে। মাত্র ২ মাসের জন্য। ৩৪ এভিনিউ এবং ৭৩ স্ট্রীট-এ। 347-345-5243, 347-653-0632.

সেমিবেজমেন্ট ভাড়া :
কুইন্সের উডসাইডে (৩১-১২, ৬০ স্ট্রিট) দুই বেডরুম, ইট-ইন কিচেন, বাথরুম (স্ট্যান্ডিং শাওয়ার)সহ একটি সেমিবেজমেন্ট আগামী পহেলা আগস্ট থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৬১৭-৪৯১৯।

বাসা ভাড়াঃ
২৪৫ স্ট্রীট বেলরোজ কুইন্স এ সেমিবেসমেন্টে এক বেডরুমের বাসা (লিভিং / ডাইনিং, কিচেন) এবং প্রথম তলায় একটি সিঙ্গেল রুম ভাড়া হবে পহেলা আগস্ট হতে। LIRR 3 minutes walk. Parking available. Ph: 917-605-9315.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা পারসন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেন এর ২ মিনিট হাঁটার দূরত্ব, ৩ বেডরুম এর বাসার একটি রুম/ শেয়ারে ভাড়া হবে। শুধুমাত্র পুরুষ ব্যাচেলারের জন্য। যোগাযোগঃ 929-261- 9941.

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। ৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

House for Rent:
3 bed rooms in Parkchester, Bronx, rent $3200. On sutter Ave. in East New York/ Ozone Parki, 4 beds, 2 baths, rent $3500. In Saint Albans, 4 beds, 2 baths duplex. Rent $4000. We accept City PHEPS & Section 8.
Please call to rent : 347-465-3220 Kamruz Zaman Baccu or
email: kamruzbaccu1@gmail.com

House for rent:
(1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket.
Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

Help wanted:

GRAPHICS DESIGN WANTED. Need Experiences with Photoshop / Illustrator. We do payroll if you have work authorizing papers. Send resumes ‹ mail: mkamal951@gmail.com, Cell: 646-945- 6794. Al Print and Computer Center 17020A Hillside Ave NY 11432.

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ 929-229-6836.

ড্রাইভারঃ TLC বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ 646-704-5749.

ইউএস কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য টম সোয়াজিকে লং আইল্যান্ড এর প্লেনভিউতে তার নির্বাচনী অফিসে লাল গোলাপের ফুলেল শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান বিএনপি'র চেয়ারপার্সনের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন। উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় কংগ্রেসম্যান টম সোয়াজি বাংলাদেশের জনগনের জন্য শক্ত বিবৃতি দিয়েছিলেন। এজন্য কংগ্রেসম্যানকে বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গোলাম ফারুক শাহীন বলেন, কংগ্রেসম্যান টম সোয়াজি বাংলাদেশের পরম বন্ধু, তাই আগামী ৫ নভেম্বরের নির্বাচনে তার পক্ষে সকল বাংলাদেশীদের কাজ করার আহ্বান জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ARMAN CHOWDHURY, CPA
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

AUTHORIZED e-file PROVIDER
7 DAYS OPEN
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

Operate by JH office
(Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ ২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজুয়্যাল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।
Please Scan & Visit us!
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে (জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেভিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

জাতিসংঘে ড. ইউনূসকে নিয়ে বিশ্বনেতাদের নতুন কৌতূহল

(শেষ পাতার পর) এই পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাদের। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে তার বৈঠক নিশ্চিত করা হয়েছে।

জানা গেছে, ড. ইউনূসকে কী প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ক্ষমতার হাল ধরতে হয়েছে সে বিষয়টি তিনি তুলে ধরবেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে। হাসিনা সরকারের আমলে মানবাধিকার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, গুম, খুনের ঘটনা সবাই জানেন। সেই প্রেক্ষাপটে একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে তার পরিকল্পনার কথা জানাবেন জাতিসংঘের অধিবেশনে। অন্য দিকে বলা যায়, অনেকটা দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া বাংলাদেশকে নিয়ে ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং তাদের স্বপ্ন পূরণে বিশ্বের সহযোগিতা চাইবেন ড. ইউনূস।

কূটনৈতিক একাধিক সূত্র বলছে, হাসিনা সরকারের বিভিন্ন সময়ে কূটনৈতিক ও লবিষ্ট নিয়োগ করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের। কিন্তু কোনোভাবেই সেটা সফল হয়নি। এ ক্ষেত্রে প্রফেসর ইউনূসের আন্তর্জাতিক পরিচিতি, ইমেজ ও জনপ্রিয়তা সম্ভাবনার এক নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশের জন্য। মনে করা হচ্ছে জাতিসংঘের এই অধিবেশনে হবে এর একটি বড় মহড়া। যেখানে বাংলাদেশের এই নেতাকে নিয়েই চলছে আলোচনা। তিনি পরিণত হয়েছেন কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে। সূত্র বলছে, সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণে ড. ইউনূস দেশের সফল আন্দোলন ও ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী হাসিনার মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিবরণও তুলে ধরবেন।

এ দিকে সব ঠিক থাকলে নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে জাতিসংঘ সদর দফতরে বৈঠকে বসবেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশের পক্ষে ড. ইউনূসের সাথে থাকবেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। ঐতিহাসিক এই বৈঠকে চারটি প্রস্তাবনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বাংলাদেশের প্রত্যাশার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরা হবে। শুরুতে গত ৫ আগস্টের আগে এবং পরে বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হবে। বিশেষ করে বিভিন্ন খাতের সংস্কারের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা এবং কোম্পানির কাছে থাকা ঋণ পরিশোধের সময় চাওয়া হবে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের আরো বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব দেয়া হবে। আর সব শেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানানো হবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে 'ইউনূস-বাইডেন' বৈঠকের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত তারিখের একদিন আগেই ২৩ সেপ্টেম্বর ড. ইউনূস নিউ ইয়র্কে পৌঁছাচ্ছেন।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ অধিবেশনে তার নির্ধারিত বক্তৃতার দিন সকালে নিউইয়র্কে পৌঁছবেন। বক্তৃতা শেষে সন্ধ্যায় জাতিসংঘের অধিবেশনে আগত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের সম্মানে তিনি আয়োজন করবেন সংবর্ধনার। সেখানেও বাইডেনের সাথে ফের দেখা হবে ড. ইউনূসের। তবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলার ফাঁকে কোনো দেশের শীর্ষ নেতার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দ্বিপক্ষীয় সাক্ষাৎ প্রায় বিরল।

গত ৮ আগস্ট দেশের দায়িত্ব নেয়ার পর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে এটি ড. ইউনূসের প্রথম বিদেশ সফর। জো বাইডেনের সাথে বৈঠকের পাশাপাশি ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েনের সাথে বৈঠক করবেন তিনি। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সাথে দেখা করবেন।

নিউইয়র্কের ওজনপার্কে 'ভিলেজ কাপ' ফাইনাল সম্পন্ন

চ্যাম্পিয়ন গ্রেটার ঘুঙ্গাদিয়া একাদশ

জলি আহমেদঃ নিউইয়র্কে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা ওজনপার্কে 'ভিলেজ কাপ-২০২৪' নামে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ ইনক। আনন্দঘন ও উত্তেজনাপূর্ণ এই ফুটবল ম্যাচে গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিল ইউর ড্রিম হোম কেয়ার। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়া ফিল্ড টুডোর পার্ক ওজনপার্কে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। এবারের টুর্নামেন্টে ১৭টি দল অংশ নেয়। এতে চ্যাম্পিয়ন হয় গ্রেটার ঘুঙ্গাদিয়া একাদশ এবং রানার্স আপ হয় বৈরাগী বাজার এফসি আর তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে বিসিএসকেজি এফসি।

'ইউর ড্রিম হোম কেয়ার' বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সামাজিক কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় 'ভিলেজ কাপ-২০২৪ টুর্নামেন্টে এর পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করে 'ইউর ড্রিম হোম কেয়ার'। সহযোগিতায় আরও ছিলেন এটর্নি মঈন চৌধুরী।

ফুটবল ম্যাচটি উপভোগ করতে নিউইয়র্কের বিভিন্ন দূরদূরান্ত থেকে প্রবাসীরা ছুটে আসেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন 'ইউর ড্রিম হোম কেয়ার'-এর সিইও ও প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এম আজিজ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক লিডার এট লার্জ এটর্নি মঈন চৌধুরী। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের ডাইরেক্টর এমডি মোর্শেদ মামুন, বিয়ানীবাজার সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি আব্দুল মান্নান, উপদেষ্টা মুজাহিদুল ইসলাম, গওহর তুলি চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম। আরোও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্যানেলের প্রার্থীরা।

ভিলেজ কাপের আয়োজক ও খেলোয়াড়সহ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এম এ আজিজ বলেন, আমি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে গর্বিত। কারণ আমি আপনাদের ভাই, আপনাদেরই একজন। আমি এই ওজনপার্কের বাসিন্দা। আপনাদের যেকোনো প্রয়োজনে আমি পাশে থাকব।

এটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, প্রবাসে এটি একটি ব্যতিক্রম আয়োজন। খেলাধুলার মাধ্যমে অনেক খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা যায়। এর মাধ্যমে যুব এবং তরুণ সমাজের মধ্যে ভালো কাজের স্পৃহা বাড়ে। শুধু তাই নয়, এমন প্রাতযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশীদের মাঝে একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। আমি এর আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই।

উল্লেখ্য, খেলা উপলক্ষে সকলকে অনুপ্রাণিত করতে নৈশভোজে মেজবানির আয়োজন করা হয়। এর স্পন্সর করেন 'ইউর ড্রিম হোম কেয়ার এবং এটর্নি মঈন চৌধুরী।

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

(শেষ পাতার পর) বৃহস্পতিবারের অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বার্তা কক্ষে মিডিয়া সাথে জড়িত বর্তমান ও সাবেক সকল এলামনাই এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের।

জেএফকেতে বিএনপি-আ'লীগের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ

(প্রথম পাতার পর) বিমানবন্দরে টার্মিনাল-৮ এ পৌছার কথা ড. ইউনূসের। সেই মোতাবেক উভয় দলের পক্ষ থেকে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিউইয়র্ক আগমনকে স্বাগত জানাতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি' জেএফকেতে স্বাগত সমাবেশ করবে। এদিকে এই সমাবেশ সফল করতে রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে দলীয় নেতা-কর্মীরা এক সভায় মিলিত হন। সভায় জেএফকে বিমানবন্দরের কর্মসূচী সফল করার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার দিনও একইভাবে জাতিসংঘ ভবনের সামনে স্বাগত সমাবেশ আয়োজন ও সফল করার সিদ্ধান্ত হয় বলে সংশ্লিস্টরা জানান।

অপরদিকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিউইয়র্ক আগমনের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ পাল্টাপাল্টি জেএফকে-তে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করবে। এছাড়াও ড. ইউনূস জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার দিনও একইভাবে জাতিসংঘ ভবনের সামনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হবে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

Bronx Travel
আপনি কি আমেরিকার ৫ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা করতে চান ?
আমেরিকার পাঁচ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ট্যুরিস্ট ভিসা (B1/B2) এর DS 160 ফরমটি সঠিকভাবে পূরণ করতে পারলে বাংলাদেশ থেকে ভিসা পাওয়া খুবই সহজ।
B1/B2 ভিসার DS 160 ফরমটি নির্ভুলভাবে পূরণ করতে এবং ভিসা সংক্রান্ত যেকোন পরামর্শে আমাদের সহযোগিতা নিন।

Call: 516-914-9045
Em@ail: bronxtravel1@gmail.com

MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর

MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

Dhaka University Alumni Association of USA, INC

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ, ইন্‌ক

নির্বাচনী পুন:বিজ্ঞপ্তি ২০২৪

নির্বাচনী কার্যালয়ঃ ১৪৮-৪৫ হিলসাইড এভিনিউ, সুইট #২০৩ ২য় তলা, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সম্মানিত সদস্য/সদস্যাদের জ্ঞাতার্থে কার্যকরী পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে নিম্নে সময়সূচী ঘোষণা করা হলোঃ

মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ ঃ ০২ নভেম্বর, শনিবার ২০২৪ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা
মনোনয়ন পত্র দাখিল ঃ ০৯ নভেম্বর, শনিবার ২০২৪ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা
মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার ঃ ১০ নভেম্বর, রবিবার ২০২৪ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা

নির্বাচন ঃ ২৪শে নভেম্বর, রবিবার ২০২৪
মেয়াদঃ ২০২৫-২০২৬
বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা
স্থানঃ ১৪৮-৪৫ হিলসাইড এভিনিউ, সুইট #২০৩ ২য় তলা, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

খোরশেদ চৌধুরী
ডেপুটি চেয়ারম্যান
নির্বাচন কমিশন
৭১৮-৯০৯-২৪৮৫

আব্দুল আউয়াল সিদ্দিকী
চেয়ারম্যান
নির্বাচন কমিশন
৫১৬-২২৫-১২৫২

ড. মোঃ আরিফ
ডেপুটি চেয়ারম্যান
নির্বাচন কমিশন
৩৪৭-৬৩৬-০৩১৫

ভোটার হওয়ার জন্য সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়নের আহ্বান

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদ' আগামী ২০শে অক্টোবর, রবিবার ২০২৪ রাত ৮টার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠনের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সদস্যপদ গ্রহণ/নবায়ন করে ভোটার হবার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে।

সাইদা আকতার লিলি
সভাপতি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
৩৪৭-৭২৭-৮৪৪২

নিবেদক
PLEASE VISIT:
WWW.DUAAUSA.COM

গাজী সামসউদ্দীন
সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন
৩৪৭-৭৭৬-০৯১৭

এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

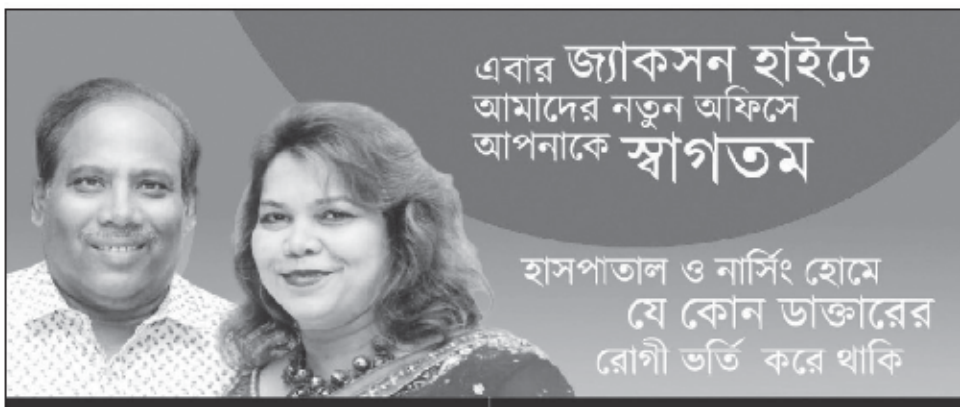

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

> Primary Care > Annual Exam > Physical Checkup > TLC Test > Diabetes > Immigration > Cholesterol > EKG > > Spiro > PAP Smear > Pregnancy Test > Allergies > TB Test > Vaccinations > Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর এক্সিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

যে কোন পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

নিউইয়র্কে ভাটেরা ফুটবল ক্লাবের ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামেলি টুর্ণামেন্টের ফাইনাল

সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
বর্ষ ২৯ : সংখ্যা ০১ : সোমবার, আশ্বিন ০৮, ১৪৩১
রবিউল আউয়াল ২০, ১৪৪৬
Vol. 29 Issue 01, September 23, 2024 USA.

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা এবং দেশ-বিদেশের জনপ্রিয় চ্যানেল টাইম টেলিভিশন-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮টায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হবে। সময়-সুযোগ মতে আয়োজন করা হবে প্রতিষ্ঠাকার্ষিকীর অনুষ্ঠান। *(বাকি অংশ ৪৪ এর পাতায়)*

সাঈদ তারেকের কলাম

জাতীয় সরকার কেন দরকার-

মাত্র ক'দিন আগেই কথাটা বলেছি, আবারও বলছি। স্বাধীনতার পর যে ভুলটা করা হয়েছিল সেই একই ভুল করেছে সেনাপ্রধান আর ছাত্ররা। যদি শুধু স্বৈরাচার পতনই ব্যপার থাকতো, কথা ছিল না। অল্প সময়ের জন্য একটা তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন বসিয়ে নির্বাচনের আয়োজন করলেই চলতো। বলা হয়েছে সংস্কারের কথা। সংস্কার রাতারাতি হয়ে যায় না। এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। সবচেয়ে বড় কথা এ কাজের জন্য দরকার হয় হাইলি পলিটিকাক্যালি মোটিভেটেড একদল দক্ষ কর্মীবাহিনী। সরকার এবং প্রশাসনে তাদেরকেই বসতে হয়। এখানে হয়েছে ভিন্নটা। প্রফেসর ইউনুস আন্দোলনে ছিলেন না, তাকে ডেকে আনা হয়েছে। সরকারে যাদেরকে বসানো হয়েছে মূলত: পেশাজীবি। এর মধ্যে ইউনুস সাহেব পছন্দের কিছু এনজিও অধিকারিকে সঙ্গে নিয়েছেন। *(বাকি অংশ ৭ এর পাতায়)*

সাক্ষাতের অনুরোধের স্তুপ বাংলাদেশ মিশনে

জাতিসংঘে ড. ইউনূসকে নিয়ে বিশ্বনেতাদের নতুন কৌতূহল

আবুল কালাম: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ঘিরে বিশ্ব নেতাদের চোখ এখন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দিকে। বিগত বছরগুলোতে শেখ হাসিনা সরকারের কর্মকান্ডে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে সমালোচিত হলেও এবার সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে দৃশ্যপট। স্বৈরশাসক হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধানের আসনে ড. ইউনূস বসার পর থেকে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় নোবেল বিজয়ী এই বাংলাদেশীকে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন কৌতূহল। এরই চিত্র ফুটে উঠেছে এবারের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে। এমনি ইঙ্গিত দিলেন নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশন প্রধান রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোহিত।

এই প্রতিবেদকের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন, আমার টেবিলে অনুরোধের স্তুপ জমা হয়েছে। স্বল্প সময়ের জন্য আসছেন অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও দেশের পক্ষ থেকে তার সাথে সাক্ষাতের অসংখ্য অনুরোধ এসেছে। *(বাকি অংশ ৪৪ এর পাতায়)*

থাকছে ট্যাক্স রিটার্ন রিবেটের সুযোগ

তীব্র শীতে গ্রী ম্যাকানিকেলের একইসাথে এনার্জি সেভিং হিটিং এন্ড কুলিং প্রযুক্তি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: শীতকাল আসন্ন। আর কিছুদিন পরই যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেটসহ অন্যান্য স্টেটে শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। তখন বাসা-বাড়ী-অফিস আর প্রতিষ্ঠানে হিটিং প্রযুক্তি স্থাপন, মেরামত এবং এনার্জি ব্যয় নিয়ে অনেকটাই দু:শ্চিন্তায় পড়তে *(বাকি অংশ ১২ এর পাতায়)*

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন-২০২৪

দুই প্যানেলের প্রচারণা শুরু চলছে সভা-সমাবেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে ভোট গ্রহণ আগামী ২৭ অক্টোবর রোববার। সোসাইটির দ্বি-বার্ষিক (২০২৪-২০২৫) এই নির্বাচনে সোসাইটির ১৯টি পদে ৩৭জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক পদে একজন প্রার্থী থাকায় ঐ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুন: নির্বাচিত হয়েছেন রিজু মোহাম্মদ। এদিকে নির্বাচন ঘিরে প্রতিদ্বন্দ্বি দুই প্যানেলে 'সেলিম-আলী' ও 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের প্রার্থীদের প্রচারণা শুরু হয়েছে জোরেসোড়ে। চলছে সভা-সমাবেশ, পোষ্টারিং আর জনসংযোগের পাশাপাশি দোয়া আর ভোট প্রার্থনা।

জানা গেছে, নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত কুইন্সের জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, এলমহার্স্ট, উডসাইড, সানিসাইড, ব্রুকলীনের ওজনপার্ক, চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড, ফুলটন আর ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার, স্টারলিং প্রভৃতি এলাকায় চলছে 'সেলিম-আলী' ও 'রুহুল-জাহিদ' প্যানেলের প্রার্থীদের প্রচারণা, সভা-সমাবেশ আর গণ সংযোগ। এসব প্রচারণা চলছে, ব্যক্তিগতভাবে কিংবা গ্রুপে গ্রুপে, আবার সমবেতভাবে। এসব এলাকার দেয়ালে দেয়ালে আর গুরুত্বপূর্ণ *(বাকি অংশ ৬ এর পাতায়)*

আগুন ও পানি আল্লাহর বিশেষ দুটো নিয়ামত

জাফর আহমাদ

আগুন ও পানি মানুষের জীবন ধারনের জন্য বিশেষ দু'টো গুরুত্বপুর্ণ উপকরণ। এ দুটো জিনিস ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব। পানি ও আগুনের বহুবিদ উপকারিতার কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু কে এই বিশাল উপকারীদ্বয় দান করলেন, তা আমরা কখনো চিন্তা করি না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা কি চোখ মেলে কখনো দেখেছো, যে পানি তোমরা পান করো, মেঘমালা *(বাকি অংশ ৩৯ এর পাতায়)*

নিউইয়র্কে ভাটেরা ফুটবল ক্লাবের ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামেলি টুর্ণামেন্টের ফাইনাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ভাটেরা ফুটবল ক্লাব নিউইয়র্ক ইউএসএ ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামেলি'র ফাইনাল খেলা সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর লং আইল্যান্ডের একটি ফিল্ডে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে ভাটেরা টাইটান্স। রানার্স আপ হয় ভাটেরা টাইগার ক্লাব। উক্ত টুর্নামেন্টে নিউইয়র্কে বসবাসরত ভাটেরা প্রবাসীদের চারটি টিম অংশগ্রহণ করে। লীগ পদ্ধতিতে খেলায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলগুলো ছিলো ভাটেরা টাইটান্স, ভাটেরা টাইগার ক্লাব, টিম হাকালুকি ও ইউনাইটেড ভাটেরা।

(বাকি অংশ ১০ এর পাতায়)

নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের সাথে এনটিভি চেয়ারম্যান ফালু'র মতবিনিময়

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন এনটিভি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী ফালু। এনটিভি পরিবারের ব্যানোরে রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্নে জ্যাকসন হাইটসের একটি পার্টি হলে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন কাভার করতে আসা কয়েকজন সাংবাদিকও এসময় উপস্থিত ছিলেন।

'সাংবাদিকদের কথোপকথন' শীর্ষক এই মতবিনিময় সভায় মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলীর সফর সঙ্গী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লুৎফর রহমান বাদল ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) একাংশের মহাসচিব কাদের গনি চৌধুরীও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে তারা উপস্থিত সাংবাদিকদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

সাংবাদিক ফরিদ আলমের সঞ্চালনায় সভায় মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী বলেন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পর্যদুস্ত বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে এখন সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে ড. ইউনূস সরকারের জনকল্যানমূলক কাজে সহায়তা করতে সব মহলের প্রতি তিনি আহবান জানান। বলেন, আইনের উর্ধ্বে কেই নই। *(বাকি অংশ ৬ এর পাতায়)*

জেবিবিএ'র জমজমাট পথমেলায় ঐক্যের উচ্ছ্বাস

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ঐক্যের আহবানে আনুষ্ঠিত হলো বিভক্ত জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন -জেবিবিএ'র জমজমাট পথমেলা। নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হলো কমিউনিটিতে। দূর হলো জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যকার বিভেদ-দূরত্ব। একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঐক্যের কথা বললেন জেবিএ'র নেতৃবৃন্দ। গত ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ রোডে (৭৭ স্ট্রীট ও ৭৫ স্ট্রীটের মাঝে)। বছরের শেষ মেলা হিসেবে এদিনের *(বাকি অংশ ২১ এর পাতায়)*

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল

এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে *(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)*

এক স্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ: জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশনের মূল বিতর্ক হচ্ছে ২৪-২৭ সেপ্টেম্বর। এই অধিবেশনে যোগ দিতে বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে যোগ দিচ্ছেন শানিতে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী একমাত্র বাংলাদেশী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একে তো ছাত্র-জনতার হণ অভ্যুত্থানে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা সরকারের বিদায়ের পর অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান অপরদিকে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী, তাই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সহ জাতিসংঘে আগত বিশ্বনেতৃবৃন্দের নজর এখন ড. ইউনূসের দিকে। অবার এই অধিবেশন চলাকালে

(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com